পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাস অনুযায়ী
৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্য লিখিত। ১৮।১।৫৪ তারিখের
নোটিফিকেশন নং Syl/2/54 দ্রষ্টব্য।

সরল বাংলা ব্যাকরণ

(সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য)

ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, শিশুভারতী (ছোটদের
বিশ্বকোষ) বিক্রমপুরের ইতিহাস, ভারত মহিলা, বঙ্গের মহিলা
কবি, সাধক ঋষি রামপ্রসাদ, যারা ছিল দিগ্বিজয়ী, হিমালয়
অভিযান প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ প্রণেতা, বঙ্গীয় সাহিত্য
পরিষদের সহকারী সভাপতি, শিশুসাহিত্য
পরিষদের সভাপতি

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ও

হাবড়া (২৪-পরগণা) উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক

শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ, বি. এ., বি. টি.

প্রণীত

ঘোষ ব্রাদার্স এণ্ড কোং

২০৬, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, (রুম নং ৯)

কলিকাতা-৬

মূল্য ১।৹ মাত্র

প্রকাশক ঃ
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
২০৬, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—১৯৫৪

প্রিণ্টার—শ্রীরামকৃষ্ণ পান
লক্ষ্মী সরস্বতী প্রেস
২০৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ভূমিকা

দীর্ঘকাল শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী থাকিয়া দেখিয়াছি, অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্রগণের জন্য বৃহদায়তন পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ নির্বাচিত করা হইয়া থাকে। ইহার ফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক হয় না। তাহার কারণ—ঐ পুস্তকগুলির বিশাল পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা সুকুমারমতি শিক্ষার্থীদের মনে ভয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সে জন্য সহজ ভাষায় একখানি ব্যাকরণ প্রকাশের ইচ্ছা ছিল। পশ্চিম বঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যসূচীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর উপযোগী করিয়া 'সহজ বাংলা ব্যাকরণ' পুস্তকখানি রচিত হইল। প্রচুর উদাহরণের সাহায্যে পঠনীয় বিষয়গুলিকে সহজবোধ্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এই পুস্তকখানি যাহাদের জন্য লিখিত হইল তাহাদের উপকারে লাগিলে আমাদের শ্রমসার্থক মনে করিব।

আশা করি এই পুস্তকখানি শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের সস্নেহ দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইবে না।

ইতি

গ্রন্থকারদ্বয়

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়ঃ শব্দপ্রকরণ

চতুর্থ অধ্যায়ঃ বাক্যপ্রকরণ

সরল বাংলা ব্যাকরণ

প্রথম অধ্যায়

বর্ণপ্রকরণ

বর্ণের শ্রেণীবিভাগ ও নাম পরিচয়

১। আমরা মুখে কথা বলিয়া যেমন মনের ভাব প্রকাশ করি, তেমনই কাগজে লিখিয়াও মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি। কিন্তু লিখিতে হইলে মুখে উচ্চারিত শব্দের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রতম ধ্বনির জন্য এক একটি চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়। শব্দের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রতম ধ্বনি যে চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তাহাকে **বর্ণ** বলে। 'মুনি' শব্দে যে চারিটি ক্ষুদ্রতম ধ্বনি আছে, উহাদিগকে আমরা যথাক্রমে 'ম্', 'উ', 'ন' ও ই এই চারিটি চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করি। সুতরাং **ম্, উ, ন্** ও **ই** চারিটি বর্ণ।

২। একটি ভাষায় যে সমস্ত বর্ণ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সমষ্টিকে **বর্ণমালা** বলে। বাংলা ভাষায় ৪৯টি বর্ণ আছে। বর্ণ দুই প্রকার—**স্বরবর্ণ** ও **ব্যঞ্জনবর্ণ**। বাংলা বর্ণমালায় ১৬টি স্বরবর্ণ ও ৩৮টি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে।

৩। যে সমস্ত বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ভিন্ন স্বয়ং উচ্চারিত হয়, তাহাদিগকে **স্বরবর্ণ** বলে। যথা—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ।

৪। যে সমস্ত বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ভিন্ন স্বয়ং স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইতে পারে না, তাহাদিগকে **ব্যঞ্জনবর্ণ** বলে। যথা,—ক্ + অ = ক ; গ্ + অ = গ ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ ঃ—ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্। চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্। ঠ্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্। ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্। প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্। য্ র্ ল্ ব্। শ্ ষ্ স্ হ্। ড়্ ঢ়্ য়্ ং ঃ।

৫। স্বরবর্ণ দুই প্রকার—**হ্রস্ব স্বর** ও **দীর্ঘ স্বর**।

৬। যে সকল স্বরবর্ণের উচ্চারণে অল্প সময় লাগে, তাহাদিগকে **হ্রস্ব স্বর** বলে। হ্রস্ব স্বর চারিটি। যথা,—অ, ই, উ, ঋ।

৭। যে সকল স্বরবর্ণের উচ্চারণে অধিক সময় লাগে, তাহাদিগকে **দীর্ঘ স্বর** বলে। দীর্ঘ স্বর সাতটি। যথা,—আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।

৮। ক্ হইতে ম্ পর্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করিতে জিহ্বা মুখগহ্বরের বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করে। এজন্য ইহাদিগকে **স্পর্শ বর্ণ** বলে। স্পর্শ বর্ণগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত ; ইহাদের প্রত্যেকটিকে **বর্গ** বলে। যথা,—

ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্	ক-বর্গ
চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্	চ-বর্গ
ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্	ট-বর্গ
ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্	ত-বর্গ
প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্	প-বর্গ

৯। প্রত্যেক বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণ কোমল। এজন্য ইহাদিগকে **অল্পপ্রাণ বর্ণ** বলে। যথা,—ক্ গ্ ঙ্ ; চ্ জ্ ঞ্ ; ট্ ড্ ণ্ ; ত্ দ্ ন্ ; প্ ব্ ম্।

১০। প্রত্যেক বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ কঠিন। এজন্য ইহাদিগকে **মহাপ্রাণ বর্ণ** বলে। যথা,—খ্ ঘ্; ছ্ ঝ্; ঠ্ ঢ্; থ্ ধ্; ফ্ ভ্।

১১। শ্, ষ্, স্, হ্—এই চারিটি বর্ণের উচ্চারণে শ্বাসবায়ুর প্রাধান্য হয় বলিয়া ইহাদিগকে **উষ্মবর্ণ** বলে। উষ্ম শব্দের অর্থ বায়ু অর্থাৎ শ্বাসবায়ু।

১২। য্, র্, ল্, ব্—এই চারিটি বর্ণ স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের অন্তঃস্থ অর্থাৎ মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহাদিগকে **অন্তঃস্থ বর্ণ** বলে।

সন্ধি

আমরা 'বিদ্যা আলয়' না বলিয়া 'বিদ্যালয়' এবং 'জগৎবন্ধু' না বলিয়া 'জগদ্বন্ধু' বলি। ইহাতে দেখা যায় যে, আমরা পূর্ব পদের শেষ বর্ণ ও পর পদের প্রথম বর্ণকে মিলাইয়া এক সঙ্গে বলি। ইহাতে উচ্চারণের সুবিধা হয় এবং শুনিতে ভাল লাগে। বর্ণের এইরূপ মিলনের নামই **সন্ধি**। সন্ধি শব্দের অর্থ সংযোগ বা মিলন।

পরস্পর নিকটবর্তী দুই বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। সন্ধি দুই প্রকার—**স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি**। বিসর্গসন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধিরই অন্তর্গত।

স্বরসন্ধি

স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের যে সন্ধি হয়, তাহাকে **স্বরসন্ধি** বলে। স্বরসন্ধির ফলে যে স্বর উৎপন্ন হয়, তাহা সর্বদাই পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়। যথা—হিত + অহিত = হিতাহিত।

নিম্নে স্বরসন্ধির নিয়মগুলি দেওয়া হইল :—

১। অকার কিংবা আকারের পর অকার বা আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয় ; আকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

(অ + অ = আ)	(অ + আ = আ)
নর + অধম = নরাধম	দেব + আলয় = দেবালয়
দেব + অসুর = দেবাসুর	শুভ + আগমন = শুভাগমন
(আ + অ = আ)	(আ + আ = আ)
দয়া + অর্ণব = দয়ার্ণব	মহা + আশয় = মহাশয়
বিদ্যা + অভ্যাস = বিদ্যাভ্যাস	কারা + আগার = কারাগার।

২। হ্রস্ব ইকার কিংবা দীর্ঘ ঈকারের পর হ্রস্ব ইকার বা দীর্ঘ ঈকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ঈকার হয় ; দীর্ঘ ঈকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

(ই + ই = ঈ)	(ই + ঈ = ঈ)
মুনি + ইন্দ্র = মুনীন্দ্র	পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা
অতি + ইব = অতীব	ক্ষিতি + ঈশ = ক্ষিতীশ
(ঈ + ই = ঈ)	(ঈ + ঈ = ঈ)
মহী + ইন্দ্র = মহীন্দ্র	সতী + ঈশ = সতীশ
সুধী + ইন্দ্র = সুধীন্দ্র	পৃথ্বী + ঈশ = পৃথ্বীশ।

৩। হ্রস্ব উকার কিংবা দীর্ঘ উকারের পর হ্রস্ব উকার বা দীর্ঘ ঊকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ঊকার হয় ; দীর্ঘ ঊকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

(উ + উ = ঊ)	(ঊ + উ = ঊ)
মরু + উদ্যান = মরূদ্যান,	বধূ + উৎসব = বধূৎসব
কটু + উক্তি = কটূক্তি	

৪। অকার কিংবা আকারের পর হ্রস্ব ইকার বা দীর্ঘ ঈকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া একার হয় ; একার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

(অ + ই = এ)	(অ + ঈ = এ)
সুর + ইন্দ্র = সুরেন্দ্র	পর + ঈশ = পরেশ
পূর্ণ + ইন্দু = পূর্ণেন্দু	যোগ + ঈশ = যোগেশ
(আ + ই = এ)	(আ + ঈ = এ)
মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র	রমা + ঈশ = রমেশ
যথা + ইচ্ছা = যথেচ্ছা	মহা + ঈশ্বর = মহেশ্বর

এইরূপ—গণেশ, যথেষ্ট, পরমেশ্বর, নরেশ ইত্যাদি।

৫। অকার কিংবা আকারের পর হ্রস্ব উকার বা দীর্ঘ ঊকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ওকার হয় ; ওকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

(অ + উ = ও)	(অ + ঊ = ও)
সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়	সাগর + ঊর্মি = সাগরোর্মি
নীল + উৎপল = নীলোৎপল	এক + ঊনবিংশতি = একোনবিংশতি
(আ + উ = ও)	(আ + ঊ = ও)
যথা + উচিত = যথোচিত	গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি।

এইরূপ—বোধোদয়, হিতোপদেশ, মহোপকার ইত্যাদি।

৬। অকার কিংবা আকারের পর ঋকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া অর্ হয়। অরের অ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং র্ রেফ্ হইয়া পরবর্ণের মস্তকে যায়। যথা—

(অ + ঋ = অর্)	(আ + ঋ = অর্)
দেব + ঋষি = দেবর্ষি	মহা + ঋষি = মহর্ষি।

এইরূপ—সপ্তর্ষি, উত্তমর্ণ, অধমর্ণ ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য :—তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসে অকার কিংবা আকারের পর ঋত শব্দ থাকিলে অর্ না হইয়া আর্ হয়। যথা—শীত + ঋত = শীতার্ত, ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত।

৭। অকার কিংবা আকারের পর একার বা ঐকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐকার হয়; ঐকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

(অ + এ = ঐ)	(অ + ঐ = ঐ)
জন + এক = জনৈক	মত + ঐক্য = মতৈক্য
(আ + এ = ঐ)	(আ + ঐ = ঐ)
তথা + এব = তথৈব	মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য

দ্রষ্টব্য :—কখন কখন অকারের পর একার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া একার হয়। যথা—অর্ধ + এক = অর্ধেক। এইরূপ শতেক, বাণেক, তিলেক ইত্যাদি। এগুলি খাঁটি বাঙ্গালা সন্ধি।

৮। অকার কিংবা আকারের পর ওকার বা ঔকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয়; ঔকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

(অ + ও = ঔ)	(অ + ঔ = ঔ)
বন + ওষধি = বনৌষধি	চিত্ত + ঔদার্য = চিত্তৌদার্য

(আ + ও = ঔ)　　(আ + ঔ = ঔ)

মহা + ওষধি = মহৌষধি　　মহা + ঔষধ = মহৌষধ

কিন্তু বিম্ব + ওষ্ঠ = বিম্বোষ্ঠ বা বিম্বৌষ্ঠ।

৯। ই, ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই, ঈ স্থানে য্ হয়; য য-ফলা হইয়া পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরবর্তী স্বরবর্ণ ঐ য-ফলা যুক্তবর্ণের সহিত মিলিত হয়। যথা—

(ই = য্)　　(ঈ = য্)

অতি + অন্ত = অত্যন্ত　　নদী + অম্বু = নদ্যম্বু

ইতি + আদি = ইত্যাদি। এইরূপ—পর্যন্ত, প্রত্যহ, যদ্যপি, প্রত্যাশা, অগ্ন্যুৎপাত, প্রত্যেক, প্রত্যুপকার ইত্যাদি।

১০। উ, ঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে উ, ঊ স্থানে ব্ হয়; ব্ ব-ফলা যুক্ত বর্ণের সহিত মিলিত হয়। যথা—

(উ = ব্)　　(ঊ = ব্)

সু + আগত = স্বাগত　　বধূ + আদি = বধ্বাদি

পশু + আলয় = পশ্বালয়　　বধূ + আগমন = বধ্বাগমন

এইরূপ—স্বল্প, অন্বেষণ, বহ্বাড়ম্বর, অন্বিত ইত্যাদি।

১১। ঋ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ঋ স্থানে র্ হয়; র্ র-ফলা হইয়া পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরবর্তী স্বরবর্ণ ঐ র-ফলা যুক্ত বর্ণের সহিত মিলিত হয়। যথা—

(ঋ = র্)

পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়।

১২। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে একার স্থানে অয়্ এবং ঐকার স্থানে আয়্ হয়; অকার বা আকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরবর্তী স্বরবর্ণ য়-কারে যুক্ত হয়। যথা—

(এ = অয়্)	(ঐ = আয়)
নে + অন = নয়ন	নৈ + অক = নায়ক
শে + অন = শয়ন	গৈ + অক = গায়ক।

১৩। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ওকার স্থানে অব্ এবং ঔকার স্থানে আব্ হয়; অকার বা আকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরবর্তী স্বরবর্ণ ব-কারে যুক্ত হয়। যথা—

(ও = অব্)	(ঔ = আব্)
ভো + অন = ভবন	নৌ + ইক = নাবিক
পো + ইত্র = পবিত্র	ভৌ + উক = ভাবুক

১৪। যাহা সাধারণ নিয়মানুসারে সিদ্ধ হয় না, তাহাকে **নিপাতনে সিদ্ধ** বলা হয়। নিম্নলিখিত স্বরসন্ধিগুলি নিপাতনে সিদ্ধ :—

সীম + অন্ত = সীমন্ত ; স্ব + ঈর = স্বৈর ; প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ় ; গো + অক্ষ = গবাক্ষ ; গো + ইন্দ্র = গবেন্দ্র ; অক্ষ + ঊহিনী = অক্ষৌহিণী মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড।

ব্যঞ্জন সন্ধি

ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণের বা স্বরবর্ণের যে সন্ধি হয়, তাহাকে **ব্যঞ্জন সন্ধি** বলে। ব্যঞ্জন সন্ধির নিয়মগুলি এই—

১। চ্ বা ছ্ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়। যথা—

(ত্ = চ্)	(দ্ = চ্)
শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র	বিপদ্ + চয় = বিপচ্চয়,
সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র	তদ্ + ছবি = তচ্ছবি

এইরূপ—উচ্চারণ, উচ্ছিন্ন, চলচ্চিত্র ইত্যাদি।

২। জ্ বা ঝ্ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে জ্ হয়। যথা—

(ত্ = জ্)	(দ্ = জ্)
উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল,	তদ্ + জন্য = তজ্জন্য
যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন,	বিপদ্ + জাল = বিপজ্জাল।
কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা।	

এইরূপ,—সজ্জল, জগজ্জীবন ইত্যাদি।

৩। ড্ বা ঢ্ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে ড্ হয়। যথা—

উৎ + ডীন = উড্ডীন।

৪। ল্ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে ল্ হয়। যথা—

(ত্ = ল্)	(দ্ = ল্)
উৎ + লেখ = উল্লেখ,	এতদ্ + লিপি = এতল্লিপি।

এইরূপ—উল্লাস, উল্লম্ফন।

৫। শ্ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয় এবং শ্ স্থানে ছ্ হয়। যথা—

(ত্+শ্=চ্ছ)

উৎ+শৃঙ্খল=উচ্ছৃঙ্খল উৎ+শ্বাস=উচ্ছ্বাস

এইরূপ—চলচ্ছক্তি।

৬। ত্ বা দ্ এর পরে হ্ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দ্ধ হয়। যথা—

(ত্+হ্=দ্ধ) (দ্+হ্=দ্ধ)

উৎ+হত=উদ্ধত তদ্+হিত=তদ্ধিত

এইরূপ—উদ্ধার, উদ্ধৃত ইত্যাদি।

৭। চ্ বা জ্ এর পর ন্ থাকিলে ন্ স্থানে ঞ্ হয়। যথা—

(ন্=ঞ্)

যাচ্+না=যাচ্ঞা রাজ্+নী=রাজ্ঞী

যজ্+ন্=যজ্ঞ।

৮। স্বরবর্ণের পর ছ্ থাকিলে ছ্ স্থানে চ্ছ্ হয়। যথা—

(ছ্=চ্ছ্)

বৃক্ষ+ছায়া=বৃক্ষচ্ছায়া পরি+ছদ=পরিচ্ছদ

৯। মূর্দ্ধন্য ষ্ এর পরস্থিত ত স্থানে ট্ এবং থ্ স্থানে ঠ্ হয় যথা—

(ষ্+ত=ষ্ট) (ষ্+থ=ষ্ঠ)

বৃষ্+তি=বৃষ্টি যষ্+থ=যষ্ঠ

এইরূপ—ইষ্ট, নিকৃষ্ট, আকৃষ্ট।

১০। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ অথবা য্, র্, ল্, ব্, হ্ পরে থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা—

(বর্গের প্রথম বর্ণ = বর্গের তৃতীয় বর্ণ)

দিক্ + অন্ত = দিগন্ত

বাক্ + দান = বাগ্দান

ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত

ষট্ + আনন = ষড়ানন

সৎ + উপায় = সদুপায়

জগৎ + বন্ধু = জগদ্বন্ধু

উৎ + যোগ = উদ্যোগ

অপ্ + জ = অব্জ

এইরূপ—উদ্যম, দিগ্বিজয় ইত্যাদি।

১১। ন্ বা ম্ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা—

বর্গের প্রথম বর্ণ = বর্গের পঞ্চম বর্ণ)

দিক্ + নির্ণয় = দিঙ্ নির্ণয়

বাক + ময় = বাঙ্ময়

উৎ + নতি = উন্নতি

জগৎ + নাথ = জগন্নাথ।

এইরূপ—মৃন্ময়, চিন্ময়, দিঙ্মণ্ডল।

১২। অন্তঃস্থ বর্ণ (অর্থাৎ য্, র্, ল্, ব্) বা উষ্মবর্ণ (অর্থাৎ শ্, ষ্, স্, হ্) পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার হয়। যথা—

(ম্ = ং)

সম্ + যত = সংযত

কিম্ + বা = কিংবা

সম্ + শয় = সংশয়

প্রিয়ম্ + বদ = প্রিয়ংবদ

১৩। ম্ এর পর কোন বর্গীয় বর্ণ (অর্থাৎ ক্ হইতে ম্ পর্যন্ত কোন বর্ণ) থাকিলে ম্ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। ব-বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে বিকল্পে অনুস্বার হয়। যথা—

(ম্ = ং বা বর্গের পঞ্চম বর্ণ)

অলম্ + কার = অলঙ্কার বা অলংকার

কিম্ + চিৎ = কিঞ্চিৎ

সম্ + কল্প = সঙ্কল্প বা সংকল্প

এইরূপ—সঙ্কীর্ণ বা সংকীর্ণ, সঙ্গত বা সংগত অহঙ্কার বা অহংকার।

১৪। বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে, পদের মধ্যস্থিত ন্ ও ম্ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। কিন্তু উষ্মবর্ণ বা অন্তঃস্থ বর্ণ পরে থাকিলে কেবল অনুস্বার হইয়া থাকে। যথা—

(ন্ বা ম্ = ং বা বর্গের পঞ্চম বর্ণ)

দন্ + শন = দংশন	আশন্ + কা = আশঙ্কা
হিন + সা = হিংসা	বন্ + চিত = বঞ্চিত
সিন্ + হ = সিংহ	শাম্ + তি = শান্তি।
সম্ + যম = সংযম	

১৫। ক্, ত্, প্ ও স্ পরে থাকিলে দ্ ও ধ্ স্থানে ত্ হয়। যথা—

(দ্ = ত্)	(ধ্ = ত্)
তদ্ + কাল = তৎকাল	ক্ষুধ্ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা
হৃদ্ + পিণ্ড = হৃৎপিণ্ড।	

এইরূপ তৎসম, বিপৎপাত, হৃৎকম্প, তৎপর ইত্যাদি।

১৬। নিম্নলিখিত সন্ধিগুলি নিপাতনে সিদ্ধ। যথা—উৎ+স্থান উত্থান ; উৎ+স্থিত=উত্থিত ; উৎ+স্থাপিত=উত্থাপিত ; মনস্+ঈষা =মনীষা ; সম্+কৃত=সংস্কৃত ; পরি+কার=পরিষ্কার ; বন+পতি= বনস্পতি ; আ+চর্য=আশ্চর্য ; গো+পদ=গোষ্পদ ; হরি+চন্দ্র= হরিশ্চন্দ্র ; বৃহৎ+পতি=বৃহস্পতি ; তৎ+কর=তস্কর ; ষট্+দশ =ষোড়শ।

বিসর্গ সন্ধি

বিসর্গ 'র্' ও 'স' এর রূপান্তর মাত্র। সুতরাং বিসর্গ দুই প্রকার—র-জাত বিসর্গ ও স-জাত বিসর্গ। র্ হইতে যে বিসর্গ উৎপন্ন হয়, তাহা র-জাত বিসর্গ। যথা—প্রাতর্—প্রাতঃ, পুনর্—পুনঃ, নির্—নিঃ, দুর্—দুঃ, স্বর্—স্বঃ, ইত্যাদি। স্ হইতে যে বিসর্গ উৎপন্ন হয়, তাহা স-জাত বিসর্গ। যথা :—মনস্—মনঃ, যশস্—যশঃ, শিরস্—শিরঃ, বয়স্—বয়ঃ, বহিস্—বহিঃ ইত্যাদি।

বিসর্গের সহিত স্বরবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের যে সন্ধি হয়, তাহাকে **বিসর্গ সন্ধি** বলে। বিসর্গ সন্ধির নিয়মগুলি এই—

১। চ্ বা ছ্ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে তালব্য শ হয়। যথা—

(ঃ+চ্=শ্চ্)

নিঃ+চয়=নিশ্চয়

দুঃ+চিন্তা=দুশ্চিন্তা

(ঃ+ছ্=শ্ছ্)

শিরঃ+ছেদ=শিরশ্ছেদ

দুঃ+ছেদ্য=দুশ্ছেদ্য

২। ট্ বা ঠ্ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যথা—

(ঃ+ট্=ষ্ট্) (ঃ+ঠ্=ষ্ঠ্)

ধনু + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর

৩। ত্ বা থ্ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে দন্ত্য স্ হয়। যথা—

(ঃ+ত=স্ত)

নিঃ + তার = নিস্তার ইতঃ + ততঃ = ইতস্ততঃ

এইরূপ—মনস্তাপ, নিস্তেজ, শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি।

৪। যদি আকারের পরস্থিত স-জাত বিসর্গের পর অকার থাকে, তাহা হইলে পূর্ববর্তী অকার ও বিসর্গ উভয়ে মিলিয়া ওকার হয়। ওকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের অকারের লোপ হয়। যথা—

(অ+ঃ+অ=ও)

ততঃ + অধিক = ততোধিক বয়ঃ + অধিক = বয়োধিক

৫। অকার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে অকারের পরস্থিত স-জাত বিসর্গের লোপ হয়; লোপের পর আর সন্ধি হয় না। যথা—
অতঃ + এব = অতএব; শিরঃ + উপরি = শিরউপরি।

৬। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অথবা য, র, ল, ব, হ পরে থাকিলে অকার ও অকারের পরস্থিত বিসর্গ উভয়ে মিলিয়া ওকার হয়; ওকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

(অ+ঃ=ও)

অধঃ + গতি = অধোগতি মনঃ + যোগ = মনোযোগ
শিরঃ + ধার্য = শিরোধার্য অহঃ + রাত্র = অহোরাত্র
সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত সরঃ + জ = সরোজ

এইরূপ—তপোবন, পুরোহিত, বয়োবৃদ্ধ, সরোবর ইত্যাদি।

৭। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ বা য, র, ল, ব, হ পরে থাকিলে অকারের পরস্থিত র-জাত বিসর্গ স্থানে র্ হয়। যথা—

(ঃ = র্)

পুনঃ + আগত = পুনরাগত — পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম

প্রাতঃ + ভোজন = প্রাতর্ভোজন — অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা

এইরূপ—পুনরপি, অহরহ, অহর্নিশ ইত্যাদি।

৮। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ বা য, র, ল, ব, হ পরে থাকিলে অ, আ ভিন্ন স্বরের পরস্থিত সকল বিসর্গ স্থানেই র্ হয়। যথা—

(ঃ = র্)

নিঃ + অবধি = নিরবধি — দুঃ + অদৃষ্ট = দুরদৃষ্ট

নিঃ + আকার = নিরাকার — চতুঃ + ভুজ = চতুর্ভুজ

এইরূপ—দুরবস্থা, নির্গম, দুর্জন, মুহুর্মুহুঃ।

৯। র্ পরে থাকিলে, বিসর্গ স্থানে যে র্ হয়, তাহা লোপ পায় এবং পূর্বের হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যথা—নিঃ + রোগ = নীরোগ; নিঃ + রব = নীরব; চক্ষু + রোগ = চক্ষুরোগ।

১০। ক্, খ্, প্, ফ্ পরে থাকিলে অকার ও আকারের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে স্ হয়। যথা—

(ঃ = স্)

নমঃ + কার = নমস্কার — শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর

মনঃ + কাম = মনস্কাম্ — বাচঃ + পতি = বাচস্পতি

এইরূপ—অধঃপাত, অন্তঃকরণ ইত্যাদি।

কিন্তু শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া।

১১। ক্, খ্, প্, ফ্ পরে থাকিলে ইকারাদি স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গের স্থানে ষ্ হয়। যথা—

(ঃ=ষ্)

দুঃ+কর=দুষ্কর ভ্রাতুঃ+পুত্র=ভ্রাতুষ্পুত্র

নিঃ+কলঙ্ক=নিষ্কলঙ্ক নিঃ+ফল=নিষ্ফল

এইরূপ—নিষ্পাপ, বহিষ্কৃত, চতুষ্কোণ, নিষ্কৃতি ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ—নরেন্দ্র, অন্যান্য, উত্তমর্ণ, নির্দয়, পুনরুক্তি, নীরস, পরিচ্ছেদ, উত্থান, পবন, জগন্নাথ, কুদন্ত, অত্যাচার, সদাশয়, মনীষা, গবাক্ষ ও উল্লেখ।

২। সন্ধি কর ঃ—নর+উত্তম, আদি+অন্ত, স্বঃ+গত, পুনঃ+অপি, তৎ+অবধি, পৃথক্+অন্ন, জগৎ+জননী, কিম্+কর, উৎ+শ্বাস, স্ব+ঈর, অনু+অয়, অহঃ+অহঃ, সম্+শয়, দুঃ+বার।

৩। অত্যন্ত, ভূম্যাধিকারী, অনুমত্যানুসারে, জগবন্ধু, দিগেন্দ্র, তৎজন্য, মনোযোগ, নিরব, দুরাবস্থা, মনোকষ্ট—এই শব্দগুলি অশুদ্ধ কেন? শুদ্ধ করিলে কিরূপ হইবে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

পদ প্রকরণ

পদের প্রকার ভেদ

১। বাংলা ভাষায় বহু শব্দ আছে। ইহারা যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন উহাদিগকে **পদ** বলে। পদ পাঁচ প্রকার; যথা—**বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া**।

২। **বিশেষ্য**—যে পদে কোন কিছুর নাম বুঝায়, তাহাকে **বিশেষ্য** বলে। কোন কিছুর নাম বুঝায় বলিয়াই ইহার অপর নাম, **নামপদ**। যথা—**জল** আন। **ভারত** আমাদের জন্মভূমি। **গরু** ঘাস খায়। **ক্ষমা** মহতের লক্ষণ। তাহার **খাওয়া** হইয়াছে। আমাদের গ্রামে একটি **সমিতি** আছে।

এখানে 'জল' পদটি একটি বস্তুর নাম, 'ভারত' পদটি একটি সংজ্ঞার নাম, 'গরু' পদটি একটি জাতির নাম, 'ক্ষমা' পদটি একটি গুণের নাম, 'খাওয়া' পদটি একটি ক্রিয়া বা কার্যের নাম এবং 'সমিতি' পদটি একটি সমষ্টির নাম বুঝাইতেছে। ইহারা **বিশেষ্য পদ**।

সুতরাং দেখা যায়, যে পদে কোন বস্তু, সংজ্ঞা, জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা সমষ্টি বুঝায়, তাহাকেই **বিশেষ্য পদ** বলে।

৩। **বিশেষণ**—যে পদ অন্য পদকে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করে, তাহাকে **বিশেষণ** বলে। যথা—বিমল **ভাল** ছেলে। তুমি **অলস**। ছেলেটি **খুব** গরীব। **শীঘ্র** চল।

এখানে 'ভাল' পদটি 'ছেলে' এই বিশেষ্য পদটিকে বিশেষ্যরূপে

নির্দিষ্ট করিতেছে, 'অলস' পদটি তুমি এই সর্বনাম পদটিকে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করিতেছে, 'খুব' পদটি 'গরীব' এই বিশেষণ পদটিকে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করিতেছে এবং 'শীঘ্র' পদটি 'চল' এই ক্রিয়াপদটিকে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করিতেছে।

সুতরাং দেখা যায়, যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া বা অপর বিশেষণ পদের দোষ, গুণ, অবস্থা প্রভৃতি বুঝাইয়া উহাকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে, তাহাই **বিশেষণ পদ**।

সর্বনাম—যে পদ সকল প্রকার নাম অর্থাৎ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে বসে, তাহাকে **সর্বনাম** বলে। পুনরুক্তি বর্জনের জন্যই সর্বনামের প্রয়োগ হয়। যথা—

অরুণ ভাল ছেলে; অরুণ মনোযোগ দিয়া লেখাপড়া করে; এইজন্য অরুণের পিতামাতা অরুণকে ভালবাসেন।

এই বাক্যগুলিতে 'অরুণ' এই বিশেষ্য পদটি বার বার বলায় শুনিতে ভাল লাগে না। ইহার পরিবর্তে যদি বলা যায়—"অরুণ ভাল ছেলে; **সে** মনোযোগ দিয়া লেখা পড়া করে; এজন্য **তাহার** পিতা মাতা **তাহাকে** ভালবাসেন"—তাহা হইলে পূর্বের চেয়ে শোনায় ভাল। এখানে 'সে', 'তাহার' ও 'তাহাকে' এই তিনটি পদ যথাক্রমে 'অরুণ', 'অরুণের' ও 'অরুণকে'—এই তিনটি বিশেষ্য পদের পরিবর্তে বসিয়াছে। সুতরাং ইহারা **সর্বনাম**।

৫। আমি, তুমি, তুই, আপনি, সে, তিনি, ইনি, উনি, যে, যিনি, কে, কি, কেহ, তাহা, ইহা, উহা প্রভৃতি সর্বনাম। সংস্কৃত সর্বনাম হইতেই বাংলা সর্বনামগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। কোন কোন সর্বনামের দুইটি আকার—একটি সম্ভ্রমার্থে ও অপরটি তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় সর্বনামগুলি যে সমস্ত সংস্কৃত সর্বনাম হইতে উৎপন্ন এবং

সম্ভ্রমার্থে ও তুচ্ছার্থে ইহাদের যে যে আকার হয়, তাহা নীচে দেখান হইল :—

সংস্কৃত সর্বনাম	বাংলা সর্বনাম	সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে
অস্মদ্	আমি	আমি	মুই
যুষ্মদ্	তুমি	তুমি	তুই
আত্মন্	আপনি	আপনি	—
যদ্	যাহা	যিনি	যে, যাহা, যা
তদ্	তাহা	তিনি	সে, তাহা, তা
ইদম্	ইহা	ইনি	এ, ইহা
অদস্	উহা	উনি	ও, ঐ, উহা
কিম্	কি	কে	কি, কাহা, কা
সর্ব	সব	সব	সব

উল্লিখিত সর্বনামগুলি ছাড়া অন্য, অপর, পর, উভয় প্রভৃতি সংস্কৃত সর্বনামও বাংলায় ব্যবহৃত হয়। ইহাদের আকার সংস্কৃত ও বাংলায় একই প্রকার।

প্রয়োগ—আপনি কোথায় থাকেন ? **তুমি** কি চাও ? **উনি** তোমার **কে** ? **যে** সহে, **সে** রহে। **যাহা** চাই, **তাহা** পাই। **সব** প্রস্তুত। **অন্যের** জিনিস না বলিয়া লইতে নাই। **পরের** ছিদ্র অন্বেষণ করা তাহার স্বভাব।

৬। **অব্যয়**—যে পদের ব্যয় নাই অর্থাৎ কোন অবস্থায়ই যে পদের আকারের কোন পরিবর্তন ঘটে না, তাহাকে **অব্যয়** বলে।

অমল **ও** বিমল দুই ভাই। বিড়াল মাছ **ও** দুধ ভালবাসে। আমি পড়ি **ও** লিখি। সে**ও** আমার সঙ্গে আসিয়াছে।—এই চারিটি বাক্যে

ও পদটির কোন অবস্থায়ই আকারের পরিবর্তন হয় নাই। সুতরাং ও একটি অব্যয়।

৭। অব্যয় নানা প্রকার ; যথা—

(ক) **সংযোজক** বা **সমুচ্চয়ী অব্যয়**—কতকগুলি অব্যয় এক পদকে অপর পদের সহিত কিম্বা এক বাক্যকে অপর বাক্যের সহিত সংযুক্ত করে বলিয়া ইহাদিগকে **সংযোজক** বা **সমুচ্চয়ী অব্যয়** বলে। যথা—

সুনীল **ও** তাহার ভাই আসিয়াছে। সে খায় **আর** ঘুমায়। আমরা চোখ দিয়া দেখি **এবং** কান দিয়া শুনি। ছেলেটি সুখী বটে **কিন্তু** বুদ্ধিমান নয়। গোপাল **কিংবা** তাহার ভাই আসিবে। মন দিয়া পড়, **নতুবা** পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। সে আজ স্কুলে আসে নাই, **কারণ** তাহার মা অত্যন্ত অসুস্থ। আমার জ্বর হইয়াছিল, **অতএব** স্কুলে আসিতে পারি নাই।

ও, আর, এবং, কিন্তু, অথচ, তথাপি, বরং বা, অথবা, কিংবা, নতুবা, নচেৎ, কারণ, যেহেতু, কেননা, সুতরাং, অতএব, তাই, কাজেই, এজন্য প্রভৃতি এই জাতীয় অব্যয়।

(খ) **অনন্বয়ী অব্যয়**—বাক্যের অন্তর্গত অন্য কোন পদের সহিত যে অব্যয়ের কোন অন্বয় বা সম্বন্ধ নাই, তাহাকে **অনন্বয়ী অব্যয়** বলে। ইহারা প্রায়ই বিস্ময়, হর্ষ, দুঃখ, ভয়, ঘৃণা, প্রশংসা প্রভৃতি মনের ভাব প্রকাশ করে। যথা—

ওঃ! কি আরাম! **হায়**! আমার কপালে কি এই ছিল? **উঃ**! কি গরম! **ছিঃ**, গালি দিতে নাই।

বাঃ, উঃ, আহা, হায়, ওঃ, ছিঃ, ধন্য, সাবাস, হাঁ, না প্রভৃতি এই জাতীয় অব্যয়।



(গ) **বিভক্তি-বাচক অব্যয়**—যে অব্যয় বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পরে বসিয়া শব্দ বিভক্তির কাজ করে, তাহাকে **বিভক্তি-বাচক অব্যয়** বলে। দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, হইতে, থেকে, চেয়ে প্রভৃতি এই শ্রেণীর অব্যয়। যথা—

আমরা হাত **দিয়া** কাজ করি। গাছ **হইতে** পাতা পড়িতেছে।

(ঘ) **পদান্বয়ী অব্যয় বা অনুসর্গ**—কতকগুলি অব্যয়ের যোগে শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ বিভক্তি হয় এবং এই সমস্ত বিভক্তিযুক্ত পদের সহিত উহার অন্বয় হয়। এজন্য ইহাদিগকে **পদান্বয়ী অব্যয়** বলে। যে পদের সহিত অন্বিত হয়, উহার পরে বসে বলিয়া ইহাদিগকে **অনুসর্গ**ও বলে। যথা—

পরের জন্য কাঁদিতে শিখিবে। এখানে 'জন্য' পদটি 'পরের' এই সর্বনাম পদটির সহিত অন্বিত হইয়া উহার পরে বসিয়াছে। সুতরাং 'জন্য' একটি পদান্বয়ী অব্যয় বা অনুসর্গ।

নিমিত্ত, জন্য, বিনা, সহ, সহিত, ন্যায়, মত, পানে, ছাড়া, ধিক্, বই, ব্যতীত, পর্যন্ত প্রভৃতি এই জাতীয় অব্যয়। যথা—

আমরা জল **বিনা** বাঁচিতে পারি না। দেশের **নিমিত্ত** প্রাণ দিবে। 'পরের **কারণে** মরণেও সুখ'। দয়ার **ন্যায়** গুণ নাই। আমার চাকর **ছাড়া** চলে না।

(ঙ) **উপসর্গ অব্যয়**—কতকগুলি অব্যয় ধাতুর পূর্বে বসিয়া ধাতুর অর্থের নানা প্রকার পরিবর্তন ঘটায়, ইহাদিগকে **উপসর্গ** বলে। যথা—আহার, প্রহার, সংহার, উপহার—এই শব্দগুলিতে 'হৃ' ধাতুর পূর্বে যথাক্রমে আ, প্র, সম্ ও উপ উপসর্গ যুক্ত হইয়াছে।

প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি,

অভি, অতি, অপি, আ—এই কয়টি সংস্কৃত উপসর্গ বাংলায় ব্যবহৃত হয়। যথা,—

তাহার **আহার** হইয়াছে। সে আমাকে **প্রহার** করিয়াছে। আলস্য **পরিহার** কর। বিপন্নকে **উদ্ধার** করিবে। তোমার **ব্যবহারে** আমি সুখী হইতে পারি নাই।

উল্লিখিত উপসর্গগুলি ছাড়া অ, আ, আন, নি, বে, ভর, পাতি, দর প্রভৃতি খাঁটি বাংলা উপসর্গ এবং গর, ফি, হর, বদ্, ব, বে প্রভৃতি বিদেশী উপসর্গও শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হইয়া উহার অর্থের পরিবর্তন ঘটায়। যথা—**অজানা** লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিও না। লোকটা বড় **বেহিসাবি**। লোকটা **নিখোঁজ** হইয়াছে। আমার চাকর আজ **গরহাজির**। সে **হররোজ** এখানে আসে।

৭। **ক্রিয়াপদ**—যে পদে কোন কিছু করা বা হওয়া বুঝায় তাহাকে **ক্রিয়াপদ** বলে। যথা—সূর্য **উঠিতেছে**। তুমি দীর্ঘজীবী **হও**।

৮। ক্রিয়াপদ বাক্যের প্রধান অঙ্গ। ইহা ছাড়া কোন বাক্য রচিত হইতে পারে না। তবে কোন কোন স্থলে ক্রিয়াপদ উহ্য থাকিতে পারে। যথা—লোকটি বড় গরীব (হয়)। তুমি কি গোপালের বন্ধু (হও)? আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ (হই)।

৯। ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করিলে যে একাক্ষর যুক্ত মূল অংশ পাওয়া যায়, তাহাকে **ধাতু** বলে। করে, করিতেছে, করিয়াছে, করিল, করিবে প্রভৃতি ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করিলে **কর্** এই অংশটি পাওয়া যায়। ইহা উল্লিখিত সবগুলি ক্রিয়াপদেই আছে। সুতরাং কর্ একটি ধাতু। ধাতুর সহিত ক্রিয়া-বিভক্তি যোগ করিয়া ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

যথা—কর্ ধাতুর সহিত 'ই' বিভক্তি যোগ করিয়া 'করি' এবং 'ইতেছে' বিভক্তি যোগ করিয়া 'করিতেছে' ক্রিয়াপদটি গঠিত হইয়াছে।

বিশেষ্যের শ্রেণীবিভাগ

১। বিশেষ্য ছয় প্রকার। যথা,—

(১) **বস্তুবাচক বিশেষ্য**—যে পদে কোন বস্তু বা দ্রব্য বুঝায়, তাহাকে **বস্তুবাচক বিশেষ্য** বলে।

যথা—আমরা **জল** ছাড়া বাঁচিতে পারি না। বাংলার **মাটিতে সোনা** ফলে। তাহার একটি **ঘড়ি** আছে।

অন্যান্য উদাহরণ—বায়ু, আকাল, চাউল, কয়লা, জুতা, ছাতা, বই, কলম ইত্যাদি।

(২) **সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য**—যে পদে কোনও ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানের সংজ্ঞা বা বিশেষ নাম বুঝায়, তাহাকে **সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য** বলে। যথা—**অশোক** ধার্মিক নৃপতি ছিলেন। **হিমালয়** পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত। **গঙ্গা** উত্তর **ভারতের** প্রধান নদী। তিনি প্রত্যহ **গীতা** পাঠ করেন।

অন্যান্য উদাহরণ—বুদ্ধদেব, আশুতোষ, ব্রহ্মপুত্র, পাঞ্জাব, গোদাবরী, কলিকাতা, শকুন্তলা, বেদ, কোরান, বাইবেল ইত্যাদি।

(৩) **জাতিবাচক বিশেষ্য**—যে পদে একই জাতি বা শ্রেণীর সকল ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীকে বুঝায়, তাহাকে **জাতিবাচক বিশেষ্য** বলে। যথা—**মানুষ** সমাজে বাস করে। **কুকুর** বড় প্রভুভক্ত। **বাঙ্গালী** ভীরু নহে।

অন্যান্য উদাহরণ—গরু, ঘোড়া, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, হিন্দু, শিখ, পাখী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি।

(৪) **গুণবাচক বিশেষ্য**—যে পদে বিশেষ্যের গুণ, ধর্ম বা ভাব বুঝায়, তাহাকে **গুণবাচক বিশেষ্য** বলে। যথা—কাশ্মীরের প্রাকৃতিক **সৌন্দর্য** অতুলনীয়। **পরিশ্রম সৌভাগ্যের** প্রসূতি। **কার্পণ্য** ও

মিতব্যয়িতা এক কথা নহে। অন্যান্য উদাহরণ—সরলতা, উদারতা, একতা, অধ্যবসায়, কৃতজ্ঞতা, দুষ্টামি, কেরানীগিরি ইত্যাদি।

(৫) **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য**—যে পদে কোন ক্রিয়া বা কার্যের নাম বুঝায়, তাহাকে **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য** বলে। যথা—প্রত্যূষে **উত্থান** স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। তিনি **ভ্রমণে** বাহির হইয়াছেন। তাড়াতাড়ি **খাওয়া** ভাল নয়। মানুষ **চেনা** কঠিন।

অন্যান্য উদাহরণ—গমন, দর্শন, ভোজন, আহার, প্রহার, পড়া, লেখা, শোনা, হাসি, চুরি ইত্যাদি।

(৬) **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য**—যে পদে ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর **সমষ্টি** বুঝায়, তাহাকে **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য** বলে। যথা—ছেলের **দল** স্কুলে চলিয়াছে। তিনি **আইন-সভার** সভ্য। এই গ্রামে একটি **সমিতি** আছে। পুলিশ **জনতার** উপর গুলি চালাইল। অন্যান্য উদাহরণ—পাল, গুচ্ছ, গোছা, সমাজ ইত্যাদি।

বিশেষণের শ্রেণীবিভাগ

১। বিশেষণ প্রধানতঃ তিন প্রকার—**নাম বিশেষণ** বা **বিশেষ্যের বিশেষণ**, **বিশেষণের বিশেষণ** এবং **ক্রিয়ার বিশেষণ**

২। যে পদ বিশেষ্যের গুণ, দোষ, অবস্থা প্রভৃতি বুঝাইয়া উহাকে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করে, তাহাকে **নাম বিশেষণ** বা **বিশেষ্যের বিশেষণ** বলে। যথা—**নীল** আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। **সৎ** লোককে সকলেই শ্রদ্ধা করে। **শীতল** জলে স্নান করিবে। **খোলা** জায়গায় ব্যায়াম করিবে।

৩। যে পদ বিশেষণকে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করে, তাহাকে **বিশেষণের বিশেষণ** বা **বিশেষণীয় বিশেষণ** বলে। যথা—বেশী

বড় দুরন্ত বালক। ছেলেটি **অত্যন্ত** চালক। আমার অদৃষ্ট **নিতান্ত** মন্দ। পরেশ **বেশ** মনোযোগী। আমি আপনার **একান্ত** বাধ্য ছাত্র।

৪। যে পদ ক্রিয়াপদকে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করে অর্থাৎ ক্রিয়ার গুণ বা অবস্থা কিংবা ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার কাল বা স্থান বুঝায়, তাহাকে **ক্রিয়া-বিশেষণ** বলে। যথা—**শীঘ্র** আস। কুসংবাদ **বেগে** ধায়। রেলগাড়ী **দ্রুত** চলে। **কদাপি** মিথ্যা কথা বলিবে না! **সর্বদা** ভগবানকে স্মরণ করিবে। **সহসা** কোনও কার্য করা উচিত নয়।

অন্যান্য উদাহরণ—এখন, তখন, কখন, কখনও, সত্বর, সতত, বারবার, পুনরায়, অদ্য, অধুনা, হঠাৎ, অকস্মাৎ, ক্রমশঃ, স্বভাবতঃ, সম্যক, এস্থলে, সেখানে, যেখানে, বাহিরে, ভিতরে, আগে, সামনে, সম্মুখে, কাছে, নিকটে ইত্যাদি।

বিশেষণের তারতম্য

১। বিশেষণ পদ অনেক সময়ে দুই বা দুইয়ের অধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে তুলনায় গুণ, পরিমাণ, অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে একটির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝায়। ইহাকে **বিশেষণের তারতম্য** বা **তুলনা** বলে। যে পদার্থের সহিত তুলনা করা হয়, তাহাকে **উপমান** এবং যাহাকে তুলনা করা হয়, তাহাকে **উপমেয়** বলে। যথা,—ঘোড়ার চেয়ে হাতী বড়—এই বাক্যে 'ঘোড়া' উপমান এবং 'হাতী' উপমেয়।

২। তুলনা বুঝাইতে খাঁটি বাংলা বিশেষণ পদের রূপের কোন পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ ইহার সহিত কোন প্রত্যয় যুক্ত হয় না। যথা,—বিমল **বড়**। বিমল অমলের চেয়ে **বড়**। ভাইদের মধ্যে বিমল সবচেয়ে **বড়**।

৩। দুইয়ের মধ্যে তুলনা বুঝাইতে উপমান পদটির পরে **হইতে, চেয়ে, চাইতে, থেকে, অপেক্ষা, মধ্যে** প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা,—**ধন অপেক্ষা** মান বড়। **রূপার চেয়ে** (বা চাইতে) সোনা দামী। **ভাই দুইটির মধ্যে** শীতল বয়সে ছোট।

৪। বহুর মধ্যে তুলনা বুঝাইতে বিশেষণ পদের পূর্বে **সবচেয়ে, সবচাইতে, সবথেকে, সর্বাপেক্ষা** প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হয়। যথা,—ফুলের মধ্যে গোলাপ **সবচেয়ে** সুন্দর। ভাইদের মধ্যে সুনীল **সবথেকে** বড়। ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ **সর্বাপেক্ষা** মূল্যবান।

৫। দুইয়ের মধ্যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষের আধিক্য বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইলে বিশেষণের পূর্বে **অনেক, অধিক, বেশী, খুব, অল্প, কম, আরো, একটু, অধিকতর** প্রভৃতি শব্দ বিশেষণীয় বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা **অনেক** বড়। লোহা সোনার চেয়ে **বেশী** দরকারী। এই বাড়ীটা ঐ বাড়ীটার চেয়ে **একটু** বড়।

৬। সংস্কৃত বিশেষণ পদের উত্তর দুইয়ের মধ্যে তুলনা বুঝাইতে 'তর' এবং বহুর মধ্যে তুলনা বুঝাইতে 'তম' প্রত্যয় হয়। 'তর' বা 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হইলে বিশেষণের আকারের কোন পরিবর্তন হয় না। যথা,—ইউরোপ, আফ্রিকা অপেক্ষা **ক্ষুদ্রতর**। হস্তী অশ্ব অপেক্ষা **বৃহত্তর** জন্তু। হিমালয় পৃথিবীর মধ্যে **উচ্চতম** পর্বত। পৃথিবীর **দীর্ঘতম** নদী কোন্‌টি ?

৭। সাধু ভাষায় কতিপয় বিশেষণের উত্তর দুইয়ের মধ্যে তুলনা বুঝাইতে **ঈয়স্‌** ও বহুর মধ্যে তুলনা বুঝাইতে **ইষ্ঠ** প্রত্যয় যুক্ত হয়। 'ঈয়স্‌' প্রত্যয় যুক্ত হইলে ঈয়স্‌ স্থলে প্রথমা বিভক্তির একবচনে পুংলিঙ্গে 'ঈয়ান্‌' ও স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈয়সী' হয়। যথা,—ব্যাঘ্র সিংহ অপেক্ষা

বলীয়ান্। জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও **গরীয়সী**। এই রাশিগুলির **লঘিষ্ঠ** সাধারণ গুণিতক নির্ণয় কর।

৮। নিম্নে কয়েকটি তর, তম, ঈয়স্ ও ইষ্ঠ প্রত্যয়ান্ত বিশেষণের তালিকা দেওয়া হইল ঃ—

মূল বিশেষণ	তর বা ঈয়স্ যোগে	তম বা ইষ্ঠ যোগে
লঘু	লঘুতর, লঘীয়ান্	লঘুতম, লঘিষ্ঠ
গুরু	গুরুতর, গরীয়ান্	গুরুতম, গরিষ্ঠ
মহৎ	মহত্তর, মহীয়ান্	মহত্তম, মহিষ্ঠ
বৃদ্ধ	জ্যায়ান্, বর্ষীয়ান্	জ্যেষ্ঠ, বর্ষিষ্ঠ
যুবা	কনীয়ান্	কনিষ্ঠ
প্রশস্য	শ্রেয়ান্	শ্রেষ্ঠ
বলবৎ, বলী	বলবত্তর, বলীয়ান্	বলবত্তম, বলিষ্ঠ
পাপী	পাপীয়ান	পাপিষ্ঠ
বহু	ভূয়ান্	ভূয়িষ্ঠ
প্রিয়	প্রিয়তর, প্রেয়ান্	প্রিয়তম, প্রেষ্ঠ

৯। বাংলা তর, তম, ঈয়স্ ও ইষ্ঠ প্রত্যয়ান্ত শব্দ কখন কখন তুলনা না বুঝাইয়া সাধারণ বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। যথা,—গুরুতর পরিশ্রম, ঘোরতর বিপদ, ভূয়সী প্রশংসা, পাপীয়সী রমণী, বলিষ্ঠ জন্তু, শ্রেষ্ঠ ফল, পাপিষ্ঠ দস্যু ইত্যাদি।

১০। যেখানে 'তর' বা 'ঈয়স্' প্রত্যয় যোগ করিলে শ্রুতিকটু হয়, সেখানে কখন কখন বিশেষণের পূর্বে 'অধিকতর' বা 'আরো' (বা আরও) এবং যেখানে 'তম' বা 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যোগ করিলে শ্রুতিকটু হয়, সেখানে বিশেষণের পূর্বে 'সর্বাপেক্ষা', 'সবচেয়ে' ইত্যাদি পদ যোগ করাই বাংলা

ভাষার রীতি। যথা—রৌপ্য অপেক্ষা স্বর্ণ **অধিকতর** মূল্যবান্। রোগীর অবস্থা আজ **আরও** খারাপ। আমাদের শ্রেণীতে বিমলই **সর্বাপেক্ষা** বুদ্ধিমান্ ছাত্র।

লিঙ্গ

১। যাহা দ্বারা বিশেষ্যটি পুরুষ জাতীয় কি স্ত্রী জাতীয় অথবা পুরুষ জাতীয়ও নহে স্ত্রী জাতীয়ও নহে—এইরূপ বোধ জন্মে, তাহাকে **লিঙ্গ** বলে। লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন বা লক্ষণ। লিঙ্গ তিন প্রকার—**পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ**।

২। যে শব্দে পুরুষ বুঝায়, তাহা **পুংলিঙ্গ**। যথা,—পিতা, রাজা, ভাই, ছেলে ইত্যাদি।

৩। যে শব্দে স্ত্রী বুঝায় তাহা **স্ত্রীলিঙ্গ**। যথা,—মাতা, রাণী, বোন, মেয়ে ইত্যাদি।

৪। যে শব্দে স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই বুঝায় না, তাহা **ক্লীবলিঙ্গ**। যথা,—ফুল, বই, গাছ ইত্যাদি।

৫। ইহা ভিন্ন কতকগুলি বিশেষ্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই বুঝায়। ইহারা **উভয়লিঙ্গ**। যথা,—শিশু, সন্তান, লোক, কবি, বন্ধু ইত্যাদি।

৬। বাংলায় পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দের মধ্যে রূপের কোন পার্থক্য নাই। কেবল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ পুংলিঙ্গ হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে। যথা,—সুন্দর বালক, সুন্দর ফুল, সুন্দরী বালিকা।

৭। পুংলিঙ্গ শব্দকে তিন প্রকারে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত করা যায়।

(ক) স্ত্রীলিঙ্গবাচক অন্য শব্দ ব্যবহার করিয়া। যথা,—ছেলে—মেয়ে; ভাই—বোন ইত্যাদি।

(খ) পুরুষ-বাচক বা স্ত্রী-বাচক শব্দ পূর্বে বা পরে যোগ করিয়া। যথা,—পুরুষ-মানুষ—মেয়ে-মানুষ ; নর হাতী—মাদী হাতী ইত্যাদি।

(গ) পুংলিঙ্গ শব্দের অন্তে প্রত্যয় যোগ করিয়া। যথা—বালক—বালিকা ; বাঘ—বাঘিনী ইত্যাদি।

(ক) স্ত্রীলিঙ্গবাচক অন্য শব্দ ব্যবহার করিয়া

৮। বহু পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ভিন্ন শব্দের দ্বারা করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই আত্মীয়-বাচক। যথা,—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাপ, বাবা	মা	ষাঁড়, বলদ	গাই, গাভী
ছেলে	মেয়ে	বর	বধূ, কন্যা
ভাই	বোন	নর	নারী
পিতা	মাতা	যুবা, যুবক	যুবতি, যুবতী
জনক	জননী	ভ্রাতা	ভগিনী
স্বামী	স্ত্রী	পুত্র	কন্যা, দুহিতা
পতি	পত্নী	শ্বশুর	শ্বশ্রূ, শাশুড়ী
বৃষ	গাভী		
বিপত্নীক	বিধবা	চাকর	ঝি
বেহাই	বেহান	ভূত	পেত্নী
ঠাকুরদাদা	ঠাকুরমা, ঠানদিদি	শুক	সারী
		সাহেব	মেম, বিবি
দাদামহাশয়	দিদিমা	বাদ্‌শাহ, নবাব	বেগম
তাউই	মাউই	কর্তা	গিন্নি
রাজা	রাণী	গোলাম	বাঁদী

৯। কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে দুইটি রূপ হয়—একটি পত্নী অর্থে ও অপরটি স্ত্রী জাতি অর্থে। যথা,—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ (পত্নী অর্থে)	স্ত্রীলিঙ্গ (স্ত্রীজাতি অর্থে)
ছেলে	বউ	মেয়ে
ভাই	ভাজ, ভাই-বউ	বোন
দাদা,	বউ-দিদি	দিদি
ভাসুর, দেওর	জা বা যা	ননদ
শ্যালা	শ্যালাজ	শ্যালী
শূদ্র	শূদ্রী	শূদ্রা

(খ) পুরুষ-বাচক ও স্ত্রী-বাচক শব্দ পূর্বে বা পরে যোগ করিয়া

১০। কখন কখন পুংলিঙ্গ শব্দের পূর্বে পুরুষ, বেটা, নর, মর্দা প্রভৃতি যোগ করিয়া পুংলিঙ্গ এবং মেয়ে, বউ, পত্নী, জায়া, স্ত্রী, মহিলা, কন্যা, মাদী প্রভৃতি শব্দ যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গ বুঝান হইয়া থাকে। যথা,—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বেটা-ছেলে	মেয়েছেলে	ঠাকুর-পো	ঠাকুর-ঝি
পুরুষ-মানুষ	মেয়ে-মানুষ	সভাপতি	সভানেত্রী
পুরুষ-যাত্রী	মেয়ে-যাত্রী	গয়লা	গয়লা-বউ
কবি	স্ত্রী-কবি, মেয়ে-কবি, মহিলা-কবি	নর-হাতী	মাদী-হাতী
		মর্দা-চিল	মাদী-চিল
প্রভু	প্রভু-পত্নী	এঁড়ে বাছুর	নই বাছুর, বকনা বাছুর
মুনি	মুনি-পত্নী	বলদ, ষাড়-গরু	গাই-গরু

(গ) প্রত্যয় যোগ করিয়া

১১। পুংলিঙ্গ শব্দের সহিত যে বর্ণ বা বর্ণসমূহ যোগ করিয়া উহাকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করা যায় তাহাকে **স্ত্রী-প্রত্যয়** বলে। বাংলায় স্ত্রী-প্রত্যয় দুই প্রকার ঃ—**সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয়** ও বাংলা **স্ত্রী-প্রত্যয়**।

সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয়

১২। আ, ঈ ও আনী—এই তিনটি সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয়।

১৩। সাধারণতঃ অকারান্ত শব্দের পরে স্ত্রীলিঙ্গে **আ** হয়। যথা—বৃদ্ধ—বৃদ্ধা, সরল—সরলা, ভীত—ভীতা, প্রিয়—প্রিয়া। এইরূপ সুশীলা, কনিষ্ঠা, শিষ্যা, উত্তমা, কৃপণা, প্রথমা, দ্বিতীয়া ইত্যাদি।

১৪। স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় হইলে অক ভাগান্ত শব্দের অক স্থানে ইক হয়। যথা—বালক—বালিকা, গায়ক—গায়িকা। এইরূপ লেখিকা, পাঠিকা ইত্যাদি।

কিন্তু, রজক—রজকী, নর্তক—নর্তকী, চাতক - চাতকী।

১৫। জাতি বুঝাইলে প্রায় সকল অ-কারান্ত শব্দের পরে স্ত্রীলিঙ্গে **ঈ** হয়। যথা—সিংহ—সিংহী, ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী, হরিণ—হরিণী, হংস—হংসী। এইরূপ ব্যাঘ্রী, ময়ূরী, ঘোটকী, বিড়ালী ইত্যাদি। কিন্তু অশ্ব প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে **আ** হয়। যথা—অশ্ব—অশ্বা, অঙ্গ—অঙ্গা, বৎস—বৎসা ইত্যাদি।

১৬। ঈ যুক্ত হইলে মৎস্য প্রভৃতি কতিপয় শব্দের শেষ য-কার লোপ পায়। যথা,—মৎস্য—মৎসী, মনুষ্য—মনুষী, সূর্য—সূরী।

১৭। গৌর প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে **ঈ** হয়। যথা,—গৌর—গৌরী, কুমার—কুমারী, দেব—দেবী, নদ—নদী, পিতামহ—পিতামহী।

১৮। ঋ-কারান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয় অর্থাৎ ঋ স্থানে রী (যেমন তৃ স্থানে ত্রী) হয়। যথা—কর্তৃ (১মার একবচনে কর্তা) কর্ত্রী, দাতা (দাতৃ)—দাত্রী, অভিনেতা (অভিনেতৃ)—অভিনেত্রী, শিক্ষায়িতা (শিক্ষায়িতৃ)—শিক্ষায়িত্রী। কিন্তু পিতৃ, ভ্রাতৃ ও জামাতৃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ভিন্ন শব্দের দ্বারা হয়।

১৯। গুণবাচক উকারান্ত শব্দের পরে বিকল্পে ঈ হয়। যথা—সাধু—সাধ্বী বা সাধু, গুরু—গুর্বী বা গুরু।

২০। চতুর্থ হইতে অষ্টাদশ পর্যন্ত পূরণ বাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা—চতুর্থী, পঞ্চমী ইত্যাদি।

২১। যে সমস্ত শব্দের শেষে ইন্, বিন্, অৎ, বৎ, মৎ, ময়, ঈয়স্ চর, কর, ময়, দৃশ বা ইক থাকে তাহাদের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা—ধনিন্, (ধনী)—ধনিনী, দুঃখিন্ (দুঃখী)—দুঃখিনী, তেজস্বিন্ (তেজস্বী)—তেজস্বিনী, সৎ—সতী, মহৎ—মহতী, ধনবৎ (ধনবান্)—ধনবতী, বুদ্ধিমৎ (বুদ্ধিমান্)—বুদ্ধিমতী, স্বর্ণময়—স্বর্ণময়ী, গরীয়স্ (গরীয়ান্)—গরীয়সী, হিতকর—হিতকরী, সহচর—সহচরী, সদৃশ—সদৃশী, বার্ষিক—বার্ষিকী।

২২। বস্ ভাগান্ত শব্দের বস্ স্থানে উষী হয়। যথা—বিদ্বস্ (বিদ্বান্)—বিদুষী।

২৩। বিশেষণ শব্দের শেষে অঙ্গবাচক অকারান্ত শব্দ থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গে আ ও ঈ উভয়ই হয়। যথা—সুকেশ—সুকেশী বা সুকেশা, চন্দ্রমুখ—চন্দ্রমুখী বা চন্দ্রমুখা, কৃশাঙ্গ—কৃশাঙ্গী বা কৃশাঙ্গা। কিন্তু মৃগনয়না, দশভুজা, চন্দ্রবদনা প্রভৃতি ইহার ব্যতিক্রম।

২৪। পত্নী অর্থে কতিপয় শব্দের পরে স্ত্রীলিঙ্গে আনী হয়। যথা— ইন্দ্র—ইন্দ্রানী, মাতুল—মাতুলানী।

২৫। কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে অর্থভেদে **আ, ঈ ও আনী** প্রত্যয় হয়। যথা শূদ্র—শূদ্রা (শূদ্রজাতীয় স্ত্রীলোক) ও শূদ্রী বা শূদ্রানী (শূদ্রের পত্নী) ; ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়া (ক্ষত্রিয় জাতীয় স্ত্রীলোক) ও ক্ষত্রিয়ী বা ক্ষত্রিয়ানী (ক্ষত্রিয়ের পত্নী) ; আচার্য—আচার্যা (যে স্ত্রীলোক স্বয়ং শিক্ষা দেন) ও আচার্যানী (আচার্যের পত্নী)।

২৬। আ-কারান্ত, ঈ-কারান্ত, তি, ক্তি ও দ্ধি ভাগান্ত শব্দ এবং রাত্রি, নদী, ভূমি, পৃথিবী, লতা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শব্দ ও উহাদের অর্থ বোধক অন্য শব্দ বস্তুতঃ ক্লীবলিঙ্গ হইলেও সাধু ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং ইহাদের অন্তে কোন স্ত্রী প্রত্যয় যুক্ত হয় না। ইহাদের পূর্বে কখন কখন স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণের প্রয়োগ হয়। যথা—বেগবতী নদী, উর্বরা ভূমি, সসাগরা পৃথিবী ইত্যাদি।

বাংলা স্ত্রী প্রত্যয়

১। **ঈ, নী, আনী ও ইনি**—এই কয়টি বাংলা স্ত্রী প্রত্যয়।

২। খুড়া, জ্যেঠা প্রভৃতি কতকগুলি আত্মীয়বাচক বাংলা বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গে **ঈ** হয়। যথা—খুড়া—খুড়ী, জেঠা—জেঠী, মামা—মামী, কাকা—কাকী, ভাগিনা—ভাগিনী বা ভাগ্নী, চাচা—চাচী, নানা—নানী ইত্যাদি।

৩। কতকগুলির জাতিবাচক বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গে **ঈ** হয়। যথা,—বেটা—বেটি, ভেড়া—ভেড়ী, মোরগ—মুরগী, কৃষাণ—কৃষাণী, মুসলমান মুসলমানী।

৪। কতকগুলি বিশেষণের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা—বুড়া—বুড়ী, পেটুক—পেটুকী, পাগল—পাগলী (পাগলিনীও হয়) ইত্যাদি।

৫। কতকগুলি বাঙলা বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গে **নী** প্রত্যয় হয়। যথা—ধোপা—ধোপানী, জেলে—জেলেনী, গোয়ালা—গোয়ালিনী,

ডাকাত—ডাকাতনী, এইরূপ কামারনী, মেছুনী, ডাক্তারনী, মাষ্টারনী, চামারনী, কায়েতনী।

৬। কতকগুলি বাংলা বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গে **আনী** প্রত্যয় হয়। যথা—ঠাকুর—ঠাকুরানী, চাকর—চাকরানী, নাপিত—নাপিতানী বা নাপ্তিনী, চৌধুরী—চৌধুরানী, পণ্ডিত—পণ্ডিতানী ইত্যাদি।

৭। কতকগুলি বাংলা বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গে **ইনী** প্রত্যয় হয়। যথা— বাঘ—বাঘিনী, সাপ—সাপিনী, গোয়াল—গোয়ালিনী, কাপাল-কাপালিনী, ভিখারী—ভিখারিনী।

৭। কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে একই অর্থে **ঈ** ও **ইনী** প্রত্যয় হয়। যথা—গোপ—গোপী ব গোপিনী, হংস—হংসী বা হংসিনী, সিংহ—সিংহী বা সিংহিনী, বিহঙ্গ—বিহঙ্গী বা বিহঙ্গিনী, শ্বেতাঙ্গ—শ্বেতাঙ্গী বা শ্বেতাঙ্গিনী, সুকেশ—সুকেশী বা সুকেশিনী।

৮। কতকগুলি শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। ইহাদের পুরুষ বাচক কোন শব্দ নাই। যথা—রূপসী (সুন্দরী নারী), সজনী (সখী), সতীন, ধাই, সতী ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। পুংলিঙ্গ শব্দকে কি কি উপায়ে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করা যায়? দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির লিঙ্গ পরিবর্তন কর ঃ—

সখা, বিদ্বান, গোলাম, পাচক, দেবর, গিন্নী, যুবক, বেগম, কবি, দাতা, শ্বেতাঙ্গ, নর্তক, গরীয়সী, জ্ঞানবান্, পাচক, মৎস্য, চন্দ্রবদন, গুরু, পাগল, সখী, বাঁদী, ননদ ও সভাপতি।

৩। পত্নী ও স্ত্রীজাতি অর্থে নিম্নলিখিত শব্দগুলির স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নির্দেশ কর ঃ—

ছেলে, ভাই, শূদ্র, পুত্র ও আচার্য।

বচন

১। যাহা দ্বারা কোন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের এক বা একাধিক সংখ্যা বুঝা যায়, তাহাকে **বচন** বলে। বচন দুইটি—**একবচন** ও **বহুবচন**।

২। বিশেষ্য বা সর্বনামের একটি মাত্র সংখ্যা বুঝাইলে **একবচন** হয়। যথা,—ফুল, মানুষ, সে ইত্যাদি।

৩। বিশেষ্য বা সর্বনামের একের অধিক সংখ্যা বুঝাইলে **বহুবচন** হয়। যথা,—ফুলগুলি, মানুষেরা, তাহারা ইত্যাদি।

৪। বাংলায় কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচন-ভেদে রূপের ভেদ হইয়া থাকে। বিশেষ্যের মধ্যে গুণবাচক, সংজ্ঞাবাচক ও ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্যের বহুবচন নাই। যথা,—দয়া, সৌন্দর্য, খাওয়া, করীম, যমুনা ইত্যাদি।

৫। নিম্নলিখিত চারিটি উপায়ে বিশেষ্যপদের বহুবচন নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যথা,—

(ক) বিশেষ্যের পরে রা, এরা, দিগকে, দিগে, দিগের, দের দিগেতে প্রভৃতি বিভক্তি যোগ করিয়া। যথা,—বালক—বালকেরা, বালককে—বালকদিগকে, বালকের—বালকদের বা বালকদিগের ইত্যাদি।

(খ) নির্দিষ্ট অর্থে বিশেষ্যের পরে 'গুলি' ও 'গুলা' যোগ করিয়া। যথা,—লোকটি—লোকগুলি, গাছটা—গাছগুলা ইত্যাদি।

(গ) বিশেষ্যের পরে সব, সকল, সমূহ, গণ, বৃন্দ, মালা, বর্গ প্রভৃতি বহুত্ব বোধক শব্দ যোগ করিয়া। যথা,—মনুষ্যসমূহ। বালকসকল, ছাত্রগণ, ছাত্রবৃন্দ, পর্বতমালা, তরুরাজি, বন্ধুবর্গ ইত্যাদি।

(ঘ) বিশেষ্যের পূর্বে বহুত্ববোধক বিশেষণ বা নির্দেশক পদ বসাইয়া। যথা,—অনেক জন্তু ; বহু লোক ; সমস্ত বই ; সকল দেশ ; হাজার সৈন্য ; ছয় মাস ; তিনটা আম ; তিনগাছি দড়ি ; পাঁচজন ছাত্র ইত্যাদি।

(ঙ) বিশেষ্যের পূর্বে বিশেষণকে দুইবার প্রয়োগ করিয়া। যথা—আমাদের বাগানে **সুন্দর সুন্দর** ফুল ফুটিয়াছে ; ভূমিকম্পে **বড় বড়** বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ—পাকা পাকা আম, ছোট ছোট ছেলে ইত্যাদি।

(চ) বিশেষ্য পদটি দুইবার প্রয়োগ করিয়া। যথা,—লোকটি **গ্রামে গ্রামে** ঘুরিতেছে ; চিঠিখানার **ছত্রে ছত্রে** ভুল।

৬। বহুবচন বুঝাইতে প্রাণিবাচক বিশেষ্যে কখনও এক বচনের এবং কখনও বহু বচনের চিহ্ন যুক্ত হয়, কিন্তু অপ্রাণিবাচক বিশেষ্যে সর্বদাই একবচনের চিহ্ন যুক্ত হয়। যথা,—মানুষ (বা মানুষেরা) মরণশীল ; বিড়াল (বা বিড়ালেরা) দুধ ভালবাসে ; ফুল হইতে ফল হয়।

৭। বিশেষ্যের পূর্বে বা পরে একই সময়ে একটির অধিক বহু-বচনের চিহ্ন হয় না। যথা,—অনেক ছাত্র, ছাত্রগণ বা ছাত্রেরা। 'অনেক ছাত্রগণ', 'অনেক ছাত্রেরা', 'ছাত্রগণেরা' বা 'অনেক ছাত্রগণেরা এরূপ প্রয়োগ অশুদ্ধ।

পুরুষ

১। কর্তৃপদ অনুসারে সমাপিকা ক্রিয়ার আশ্রয়কে **পুরুষ** বলে। পুরুষ তিন প্রকার—**উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ** ও **প্রথম পুরুষ** বা **নাম পুরুষ**।

২। যখন কেহ নিজের সম্বন্ধে কোন কিছু বলে, তখন যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, তাহাকে **উত্তম পুরুষ** বলে। 'আমি' এই সর্বনামটি উত্তম পুরুষ। যথা—**আমি** ইতিহাস পড়িতেছি। **আমরা** ভারতবাসী।

৩। উপস্থিত যাহাকে লক্ষ্য করিয়া কোন কিছু বলা হয়, তাহাকে **মধ্যম পুরুষ** বলে। তুমি, তুই ও আপনি এই তিনটি সর্বনাম মধ্যম পুরুষ। যথা—**তুমি** বড় অলস। **আপনি** কি চান?

৪। অনুপস্থিত বা দূরবর্তী যাহার সম্বন্ধে কোন কিছু বলা হয়, তাহাকে **প্রথম পুরুষ** বা **নাম পুরুষ** বলে। সে, তিনি, এ, ও, ইহা, উহা, তাকে প্রভৃতি সর্বনাম ও সমস্ত বিশেষ্য পদ প্রথম পুরুষ। যথা—**সে** খেলিতেছে। **তাহারা** মাঠে যাইতেছে। **সিংহ** বনে বাস করে।

কারক, বিভক্তি ও অনুসর্গ

১। বাক্যস্থিত বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সহিত ক্রিয়াপদের যে সম্বন্ধ থাকে, তাহাকে **কারক** বলে। বাক্যে ক্রিয়াপদের সহিত বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের নানাপ্রকার সম্বন্ধে থাকিতে পারে। যথা—প্রয়াগে হর্ষবর্ধন স্বহস্তে রাজ ভাণ্ডার হইতে দরিদ্রদিগকে ধনরত্ন দান করিতেন—এই বাক্যে 'দান করিতেন' ক্রিয়াপদের সহিত বাক্যস্থিত বিশেষ্যগুলির নানারূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। যথা—

কে দান করিতেন?—হর্ষবর্ধন (কর্তৃ-সম্বন্ধ)।
কি দান করিতেন?—ধনরত্ন (কর্ম-সম্বন্ধ)।
কাহার দ্বারা দান করিতেন?—স্বহস্তে (করণ-সম্বন্ধ)।
কাহাকে দান করিতেন?—দরিদ্রদিগকে (সম্প্রদান-সম্বন্ধ)।

কোথা হইতে দান করিতেন ?—রাজ ভাণ্ডার হইতে (অপাদান-সম্বন্ধ)।

কোথায় দান করিতেন ?—প্রয়াগে (অধিকরণ-সম্বন্ধ)।

সুতরাং দেখা যায়, 'হর্ষবর্ধন', 'ধনরত্ন', 'স্বহস্তে', 'দরিদ্রদিগকে', 'রাজ ভাণ্ডার', 'প্রয়াগে'—এই ছয়টি বিশেষ্য পদের সহিত 'দান করিতেন' ক্রিয়াপদটির ছয় প্রকার সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সম্বন্ধের নামই **কারক**।

২। বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদের সহিত বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের ছয় প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে। সুতরাং কারক ছয় প্রকার। যথা—**কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ**।

৩। ক্রিয়াপদের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে বাক্যস্থিত কোন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে কারক বলা যায় না। যথা—বালকগণ, আমার কথা শোন—এই বাক্যে 'শোন' ক্রিয়াপদের সহিত 'বালকগণ' ও 'আমার' এই তুইটি পদের কোন সম্বন্ধ নাই। 'কথা' এই বিশেষ্য পদটির সহিত 'আমার' পদটির সম্বন্ধ আছে। কিন্তু 'বালকগণ' পদটির বাক্যস্থিত অন্য কোন পদের সহিতই কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং 'বালকগণ' এবং 'আমার' এই তুইটি পদ কারক নহে। ইহারা যথাক্রমে সম্বোধন ও সম্বন্ধপদ।

৪। **বিভক্তি**—কারক বুঝাইবার জন্য বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সহিত কতকগুলি চিহ্ন বা অর্থহীন বর্ণ ব্যবহৃত হয়। ইহাদিগকে **বিভক্তি** বলে। যথা—তিনি রবিবারে স্বহস্তে ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষা দেন—এই বাক্যে 'রবিবারে' পদে 'এ', 'স্বহস্তে' পদে 'এ' এবং 'ভিক্ষুকদিগকে' পদে 'দিগকে' যুক্ত হইয়াছে। ইহারা এক একটি **বিভক্তি**। এই বিভক্তি বা চিহ্নগুলির কোন অর্থ নাই।

৭। ছয়টি কারকের ছয়টি বিভক্তি এবং সম্বন্ধ পদের একটি বিভক্তি লইয়া মোট সাত প্রকার বিভক্তি ; যথা,—**প্রথমা** বা **কর্তৃকারক-বিভক্তি**, **দ্বিতীয়া** বা **কর্মকারক বিভক্তি**, **তৃতীয়া** বা **করণকারক-বিভক্তি**, **চতুর্থী** বা **সম্প্রদানকারক-বিভক্তি**, **পঞ্চমী** বা **অপাদান-কারক-বিভক্তি**, **ষষ্ঠী** বা **সম্বন্ধপদ-বিভক্তি** এবং **সপ্তমী** বা **অধিকরণ-কারক বিভক্তি**।

প্রত্যেক বিভক্তির দুই বচন—**একবচন** ও **বহুবচন**।

৮। নিম্নে শব্দ-বিভক্তিগুলির চিহ্ন দেওয়া হইল—

বিভক্তি	কারক	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	কর্তা	০ (শূন্য) এ, য়, তে,	রা, এরা, গুলি, গণ
দ্বিতীয়া	কর্ম	০ (শূন্য) এ, কে, রে, এরে,	দিগকে, দিগেরে, দেরে, গুলিকে
তৃতীয়া	করণ	এ, য়, তে, দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক	দের দ্বারা, দিগের দ্বারা, দের দিয়া, দিগের দিয়া, দিগ কর্তৃক, দিগের কর্তৃক, গুলি দিয়া, গুলি দ্বারা
চতুর্থী	সম্প্রদান	কে, রে, এরে, এ,	দিগকে, দিগেরে, দেরে, গুলিকে
পঞ্চমী	অপাদান	হইতে, থেকে	দিগ হইতে, দিগের হইতে, দিগ থেকে, গুলি হইতে, গুলি থেকে

বিভক্তি	কারক	একবচন	বহুবচন
ষষ্ঠী	সম্বন্ধ	র, এর	দিগের, দের, গুলির, গণের
সপ্তমী	অধিকরণ	এ, য়, তে,	দিগে, দিগতে, সকলে, গুলিতে, গণে

অনুসর্গ—উল্লিখিত শব্দবিভক্তির মধ্যে দ্বারা, দিয়া, হইতে, থেকে —এই চারিটি অর্থহীন বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি নয় বলিয়া ইহাদিগকে বিভক্তি বলা চলে না। উপরে, জন্য, পানে, প্রতি, মধ্যে, ভিতরে, বাহিরে প্রভৃতি অনুসর্গের ন্যায় ইহারাও **অনুসর্গ**। কিন্তু ইহারা বিশেষ্য ও সর্বনামের পরে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহাদিগকে **অনুসর্গ** বা **পরসর্গ** বলা হয়। যথা,—কিসের **দ্বারা**, আমাকে **দিয়া**, গাছ **হইতে**, ধন **থেকে** মান বড়, গাছের **উপরে**, ঘরের **বাহিরে** ইত্যাদি।

বিভক্তি-যোগের নিয়ম

১। অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের সহিত কেবল **এ** যুক্ত হয়। যথা,—বাঘে, বিপদে ইত্যাদি।

২। ই-কারান্ত, ঈ-কারান্ত, উ-কারান্ত ও ঊ-কারান্ত শব্দের সহিত **তে** যুক্ত হয়। যথা,—ছুটিতে, নদীতে, মধুতে ইত্যাদি।

৩। আ-কারান্ত, এ-কারান্ত, ঐ-কারান্ত ও-কারান্ত ও ঔ-কারান্ত শব্দের সহিত **য়** বা **তে** যুক্ত হয়। যথা,—লতায় বা লতাতে, ছেলের বা ছেলেতে, বৌয়ে বা বৌতে ইত্যাদি।

৪। -র,-রা,-রে,-তে বিভক্তি পরে থাকিলে অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত

শব্দের অন্তে একার যুক্ত হয়। যথা,—লোক+র=লোকের ; লোক+তে=লোকেতে। কিন্তু খাঁটি বাংলা শব্দের বেলায় একার যুক্ত হয় না। যথা,—বড়র, ছোটর, ভালর ইত্যাদি।

৫। -রা ও -এরা বিভক্তি সাধারণত প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। যথা,—যুবকেরা, পক্ষীরা ইত্যাদি। কিন্তু 'গাছেরা' এইরূপ প্রয়োগ চলে না।

৬। অপ্রাণিবাচক শব্দের সহিত বহুবচনের রা, দিগ ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয় না ; তাহার পরিবর্তে গুলি, গুলা, সকল, সমূহ ইত্যাদি যুক্ত হয়। যথা,—ফুলগুলি, বইগুলি দিয়া, গাছগুলির ইত্যাদি। ফুলের, ফুলগণ, কলমবর্গ ইত্যাদি হয় না।

৭। অপ্রাণিবাচক শব্দের দ্বিতীয়বার এক বচনে 'কে' বা 'রে' বিভক্তি যুক্ত হয় না, শূন্য বিভক্তি হয়। যথা—**বই** পড় ; **ছাতা** আন ; **ভাত** খাই।

৮। 'কর্তৃক' কেবল প্রাণিবাচক শব্দের সহিত যুক্ত হয়। যথা,—**কালিদাস** কর্তৃক শকুন্তলা রচিত হইয়াছিল।

৯। সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে থাকিলে বিশেষ্যের সহিত বহুবচনের বিভক্তি যুক্ত হয় না। যথা,—দুইটি ফুল ; পাঁচখানা বই ; দশজন লোক ইত্যাদি।

১০। সাধারণত অনির্দিষ্ট প্রাণী বুঝাইত বহুবচনে 'রা' এবং নির্দিষ্ট প্রাণী বুঝাইতে আদর-অর্থে 'গুলি' এবং অনাদর-অর্থে 'গুলা' যুক্ত হয়। যথা,—**ছেলেরা** (সমস্ত ছেলে) মিঠাই ভালবাসে ; এই **ছেলেগুলি** খুব মনোযোগী ; ঐ **ছেলেগুলা** বড় ঝগ্‌ড়াটে।

শব্দরূপ

১। প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের রূপের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। এজন্য শব্দরূপের জন্য সমস্ত শব্দকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(ক) **প্রাণিবাচক শব্দ** ; যথা—মানুষ, ছেলে, রাজা ইত্যাদি।

(খ) **অপ্রাণিবাচক শব্দ** ; যথা,—ফল, বই, টাকা ইত্যাদি।

২। নিম্নে কতিপয় শব্দের রূপ প্রদর্শিত হইল ঃ—

(১) প্রাণিবাচক অকারান্ত শব্দ—মানুষ

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তা	মানুষ, মানুষে	মানুষেরা, মানুষগুলি, মানুষগণ
কর্ম	মানুষকে, মানুষেরে	মানুষদিগকে, মানুষগুলিকে, মানুষগণকে
করণ	মানুষ দ্বারা, মানুষের দ্বারা, মানুষ দিয়া, মানুষ কর্তৃক	মানুষ দিগদ্বারা, মানুষদিগ দিয়া, মানুষদিগ কর্তৃক, মানুষদিগের দ্বারা, মানুষদিগকে দিয়া, মানুষগুলির দ্বারা ইত্যাদি
সম্প্রদান	মানুষকে, মানুষেরে	মানুষদিগকে, মানুষদিগের, মানুষগুলিকে
অপাদান	মানুষ হইতে, মানুষ থেকে	মানুষদিগ হইতে, মানুষদিগের (-দের) হইতে, মানুষগুলি হইতে (বা থেকে)

কারক	একবচন	বহুবচন
সম্বন্ধ	মানুষের	মানুষদিগের, মানুষদের, মানুষগুলির, মানুষগণের
অধিকরণ	মানুষে, মানুষেরে	মানুষদিগে, মানুষদিগেতে, মানুষগুলিতে, মানুষগণে

বালক, লোক, পুত্র, ছাত্র, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি প্রায় সমস্ত প্রাণিবাচক অকারান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার।

(২) অপ্রাণিবাচক অকারান্ত শব্দ—ফুল

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তা	ফুল	ফুলগুলি, ফুলসকল
কর্ম	ফুল	ফুলগুলি, ফুলসকল
করণ	ফুলে, ফুলদ্বারা, ফুল দিয়া, ফুলের দ্বারা	ফুলগুলি দিয়া ফুলগুলি দ্বারা ফুলগুলির দ্বারা
সম্প্রদান	ফুলকে	ফুলগুলিকে, ফুলসকলকে
অপাদান	ফুল হইতে, ফুল থেকে	ফুলগুলি হইতে (বা থেকে) ফুলসকল হইতে (বা থেকে)
সম্বন্ধ	ফুলের	ফুলগুলির, ফুলসকলের
অধিকরণ	ফুলে	ফুলগুলিতে, ফুলসকলে

(৩) প্রাণিবাচক আকারান্ত শব্দ—মা

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তা	মা, মায়ে	মারা, মায়েরা
কর্ম	মাকে মারে	মাদিগকে, মাদিগেরে

কারণ	একবচন	বহুবচন
করণ	মা দ্বারা, মার দ্বারা, মাকে দিয়া	মাদিগের দ্বারা, মায়েদের দ্বারা, মাদিগের দিয়া, মায়েদের দিয়া
সম্প্রদান	মাকে, মারে	মাদিগকে, মাদিগেরে
অপাদান	মা হইতে, মা থেকে	মাদের হইতে (বা থেকে) মাদিগের হইতে (বা থেকে
সম্বন্ধ	মার, মায়ের	মাদের, মাদিগের
অধিকরণ	মায়ে, মাতে, মায়েতে	মাদিগে, মাদিগেতে

প্রায় সমস্ত প্রাণিবাচক আকারান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার।

(৪) প্রাণিবাচক 'আই' ভাগান্ত শব্দ—ভাই

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তা	ভাই, ভাইয়ে	ভাইয়েরা, ভাইরা
কর্ম	ভাইকে	ভাইদিগকে
করণ	ভাইয়ে, ভাইকে দিয়া, ভাইয়ের দ্বারা	ভাইদিগের দ্বারা, ভাইদের দ্বারা, ভাইদিগকে দিয়া
সম্প্রদান	ভাইকে	ভাইদিগকে
অপাদান	ভাই হইতে, ভাই থেকে	ভাইদিগের হইতে (বা থেকে), ভাইদের হইতে (বা থেকে)
সম্বন্ধ	ভাইয়ের	ভাইদিগের, ভাইদের
অধিকরণ	ভাইয়ে, ভাইতে	ভাইসকলে

বেহাই, সই, বউ, তাউই মাউই প্রভৃতি প্রায় সমস্ত প্রাণিবাচক 'অই', 'অউ' ও 'উই' ভাগান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার।

(৫) অপ্রাণিবাচক ই-কারান্ত শব্দ—ঘড়ি

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তা	ঘড়ি	ঘড়িগুলি, ঘড়িসকল
কর্ম	ঘড়ি	ঘড়িগুলি, ঘড়িসকল
করণ	ঘড়ি দিয়া, ঘড়ি দ্বারা, ঘড়ির দ্বারা	ঘড়িগুলি দ্বারা (বা দিয়া), ঘড়িসকল দ্বারা (বা দিয়া)
সম্প্রদান	ঘড়িকে	ঘড়িগুলিকে, ঘড়িসকলকে
অপাদান	ঘড়ি হইতে বা (বা থেকে)	ঘড়িগুলি হইতে (বা থেকে) ঘড়িসকল হইতে (বা থেকে)
সম্বন্ধ	ঘড়ির	ঘড়িগুলির, ঘড়িসকলের
অধিকরণ	ঘড়িতে	ঘড়িগুলিতে, ঘড়িসকলে

লাঠি, চিঠি, বাড়ী, গাড়ী, গদী প্রভৃতি প্রায় সমস্ত ইকারান্ত ও ঈকারান্ত অপ্রাণিবাচক শব্দের রূপ এই প্রকার।

কর্তৃকারক

১। যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ বাক্যস্থিত ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহাকে **কর্তা** বা **কর্তৃকারক** বলে। যথা—**সূর্য** উঠিতেছে; **অশোক** প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। এখানে 'সূর্য' ও 'অশোক' যথাক্রমে 'উঠিতেছে' ও 'ছিলেন' ক্রিয়ার কার্য সম্পাদন করিতেছে। সুতরাং ইহারা কর্তৃকারক।

২। কর্তৃকারকে সাধারণত প্রথমা বিভক্তি হয়। এ, য়, তে এই তিনটি প্রথমা বিভক্তির একবচনের এবং রা, এরা, গুলি প্রভৃতি বহুবচনের চিহ্ন। যথা—**বাঘে** মানুষ খায়। **পাখীরা** উড়িতে পারে।

৩। কর্তৃবাচ্যের কর্তায় একবচনে প্রায়ই কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না। যথা—**বৃষ্টি** পড়িতেছে। বায়ু বহিতেছে।

৪। কোন নির্দিষ্ট প্রাণীকে না বুঝাইয়া সমগ্র জাতিকে বুঝাইলে কর্তৃবাচ্যের কর্তায় একবচনে **এ, য় ও তে** বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা—**লোকে** বলে। **মশায়** কামড়ায়। **গরুতে** ঘাস খায়।

৫। পরস্পর একই কার্য করা বুঝাইলে কর্তৃবাচ্যের কর্তায় **এ, য় ও তে** বিভক্তি হয়। যথা—**বাঘে মহিষে** লড়াই করিতেছে। **বাপ বেটায়** ধান কাটিতেছে। **ভাইয়ে ভাইয়ে** মারামারি করিতেছে।

৬। কর্মবাচ্যে কর্তায় সাধারণত তৃতীয়া বিভক্তি হয়। কর্তৃক, দ্বারা ও দিয়া তৃতীয়া বিভক্তির একবচনের চিহ্ন। যথা—শকুন্তলা **কালিদাস কর্তৃক** রচিত হইয়াছে। **আমা দ্বারা** এ কার্য সম্পন্ন হইবে না।

৭। কর্ম ও ভাববাচ্যের কর্তায় কখন কখন দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—**আমাকে** আজই যাইতে হইবে। **সকলকেই** মরিতে হইবে। আজ **তাহার** খাওয়া হইবে না। **আমার** ইতিহাস পড়া হইয়াছে।

কর্মকারক

১। কর্তা যাহা করে, অর্থাৎ যে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াপদের কার্য সম্পন্ন হয়, তাহাকে **কর্মকারক** বলে। যথা—শিশু **চন্দ্র** দেখিতেছে। আমি **অনিলকে** চিনি। এখানে 'দেখিতেছি' ও 'চিনি'

ক্রিয়াপদ যথাক্রমে 'চন্দ্র' ও 'অনিল' এই দুইটি পদকে আশ্রয় করিয়া সম্পন্ন হইতেছে। সুতরাং 'চন্দ্র' ও 'অনিলকে' কর্মকারক।

২। কর্তৃবাচ্যের কর্মে সাধারণত দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়! 'কে', 'রে' ও 'এরে' দ্বিতীয়ার একবচনের এবং 'দিগকে', 'দিগেরে' প্রভৃতি বহুবচনের চিহ্ন। যথা—**গোপালকে ডাক**। দুষ্ট **বালকদিগকে** কেহ ভালবাসে না।

৩। অনির্দিষ্ট প্রাণী ও বস্তু বুঝাইলে কর্মকারকে বিভক্তি যুক্ত হয় না। যথা—তুমি কি **বাঘ** দেখিয়াছ, আমরা **ভাত** খাই।

৪। ব্যক্তি বুঝাইলে কর্মে কে বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা—**মাতাপিতাকে** ভক্তি করিবে। মাতা **সন্তানকে** ভালবাসেন।

৫। কখন কখন কর্মকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—রাজা **দুষ্টের** দমন ও **শিষ্টের** পালন করেন (এখানে দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে পালন বুঝায়)।

৬। কোন কোন ক্রিয়াপদের দুইটি কর্ম থাকে। এইরূপ ক্রিয়াপদকে **দ্বিকর্মক ক্রিয়া** বলে। সাধারণত বস্তুবাচক কর্মকে **মুখ্য কর্ম** এবং প্রাণিবাচক কর্মকে **গৌণ কর্ম** বলে। মুখ্য কর্মে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না; কিন্তু গৌণ কর্মে কে বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা—আমি **তোমাকে চিঠি** লিখিব। সুনীল **আমাকে** এ **কথা** বলিয়াছে। এখানে 'চিঠি' ও 'কথা' মুখ্য কর্ম এবং 'তোমাকে' ও 'আমাকে' গৌণ কর্ম। মনে রাখিবে, গৌণ কর্ম মুখ্য কর্মের পূর্বে বসে।

করণ কারক

১। কর্তা যাহা দ্বারা বা যাহার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহাকে **করণ কারক** বলে। যথা—ছেলেরা **জাল দিয়া** মাছ ধরে। লোকটি **কানে** শুনে না। এখানে 'ধরে' ও 'শুনে' ক্রিয়া দুইটি

যথাক্রমে 'জাল ও 'কানের' সাহায্যে সম্পন্ন হইতেছে। সুতরাং 'জাল দিয়া' ও 'কানে' পদ দুইটি করণ-কারক।

২। করণ কারকে সাধারণত তৃতীয়া বিভক্তি হয়। করণ কারকের একবচনে **এ, য় ও তে** বিভক্তি কিংবা 'দ্বারা' ও 'দিয়া' শব্দ যুক্ত হয় এবং বহুবচনে 'গুলি' ও 'গুলা' বিভক্তির পরে 'দ্বারা' ও 'দিয়া' শব্দ বসে। যথা—আমরা **নৌকায়** নদী পার হইলাম। সে **গাড়ীতে** আসিয়াছে। আমরা **জিহ্বা দ্বারা** স্বাদ গ্রহণ করি। ভাঙা **দোয়াত-গুলি দিয়া** কি হইবে ?

৩। কখন কখন 'দ্বারা' শব্দের পূর্ববর্তী বিশেষ্য বা সর্বনাম পদে ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা—**মতির দ্বারা** এ কাজ হইবে না। **টাকার দ্বারা** কি না হয় ?

৪। কখন কখন করণ কারকে পঞ্চমী ও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—এ **পুত্র হইতে** (=পুত্রদ্বারা) সুখের আশা নাই। আমার একটি **সোনার** (সোনা দ্বারা তৈয়ারী) আংটি আছে। এই গ্রন্থাগারে অনেকগুলি **হাতের** লেখা পুঁথি আছে।

৫। খেলার উপকরণ ও প্রহারের অস্ত্র করণ কারক হইলে উহার বিভক্তি লোপ পায়। যথা—তাহারা **ফুটবল** (=ফুটবল দিয়া) খেলিতেছে। সে **ঢিল** (ঢিল দিয়া) মারিল। ছেলেটিকে **বেত** (=বেত দিয়া) মারিবেন না।

সম্প্রদান কারক

১। যাহাকে স্বত্বত্যাগ করিয়া কোন বস্তু দান করা যায়, তাহাকে **সম্প্রদান** কারক বলে। যথা—**ভিক্ষুককে** ভিক্ষা দাও। **অন্নহীনকে** অন্নদান করিবে। এখানে 'ভিক্ষা ও 'অন্ন' স্বত্বত্যাগ করিয়া দান করা হইতেছে। সুতরাং 'ভিক্ষুককে' ও 'অন্নহীনকে' সম্প্রদান কারক।

২। স্বত্ব ত্যাগ না করিলে, ফিরিয়া পাওয়ার আশা থাকিলে কিংবা কাহারও উচিত পাওনা শোধ করিলে সম্প্রদান কারক হয় না। যথা—**ধোপাকে** কাপড় দাও। **চাকরকে** বেতন দিয়াছি। এখানে 'ধোপাকে' ও 'চাকরকে' সম্প্রদান কারক নহে। ইহারা কর্মকারক।

৩। সম্প্রদান কারকে সাধারণত চতুর্থী বিভক্তি হয়। **কে, রে,** ও য় চতুর্থী বিভক্তির চিহ্ন। যথা—**দরিদ্রকে** ধন দাও। **অন্ধজনে** দেহ আলো। '**ক্ষুধিতেরে** অন্নদান সেবা তোমরা লইবে বল কেবা?' (রবীন্দ্রনাথ)। **আমায়** ভাত দাও।

অপাদান কারক

১। যাহা হইতে কোন ব্যক্তি বা বস্তু চলিত, ভীত, উৎপন্ন, রক্ষিত, পতিত, বিরত, বঞ্চিত, গৃহীত, মুক্ত বা এইরূপ কোন কিছু হওয়া বুঝায়, তাহাকে **অপাদান** কারক বলে। যথা—**গাছ হইতে** পাতা পড়িতেছে। **দুগ্ধ হইতে** ঘৃত হয়। **পাপ হইতে** বিরত হও। ভগবান্ আমাকে **বিপদ হইতে** রক্ষা করুন। আমি **ঋণ হইতে** মুক্ত হইয়াছি।

২। অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয় এবং এ বিভক্তি কিংবা 'হইতে' ও 'থেকে' এই দুইটি অনুসর্গ যুক্ত হয়। যথা—**মেঘে** বৃষ্টি হয়। **বিবাদে** ক্ষান্ত হও। এই কবিতাংশটি **'মেঘনাদ বধ'** থেকে নেওয়া।

৩। ব্যক্তিবাচক শব্দ অপাদান কারক হইলে 'হইতে' ও 'থেকে' শব্দের পূর্বে 'নিকট' বা 'কাছ' শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং অপাদান কারকের পদটির ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—**পিতার নিকট হইতে** টাকা পাইয়াছি। **ছেলেদের কাছ হইতে** চাঁদা আদায় কর।

৪। ভয় শব্দের যোগে অপাদান কারকে কখন কখন ষষ্ঠী বিভক্তি

হয়। এখানে **সাপের** ভয় নাই। যেখানে **বাঘের** ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।

৫। কখন কখন অপাদান কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—তাহার **চোখ দিয়া** (=চোখ হইতে) জল পড়িতেছে। আমার **মুখ দিয়া** (=মুখ হইতে) কখনও এসব কথা বাহির হইবে না।

অধিকরণ কারক

১। যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়ার স্থান, কাল বা বিষয় বুঝায়, তাহাকে **অধিকরণ কারক** বলে। যথা—মৎস্য **জলে** বাস করে। **গ্রীষ্মকালে** আম পাকে। **ধর্মে** মতি রাখিও। এখানে 'জলে', 'গ্রীষ্মকালে' ও 'ধর্মে' যথাক্রমে ক্রিয়ার স্থান, কাল ও বিষয় বুঝাইতেছে। সুতরাং ইহারা অধিকরণ কারক।

২। অধিকরণ প্রধানত চারি প্রকার; যথা—**আধারাধিকরণ, কালাধিকরণ, ভাবাধিকরণ ও বিষয়াধিকরণ**।

৩। যে স্থানে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে **আধারাধিকরণ** বলে। যথা—**ভারতে** কার্পাস জন্মে। **আকাশে** চন্দ্র উঠিয়াছে।

৪। যে কালে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে **কালাধিকরণ** বলে। যথা—**প্রাতঃকালে** সূর্য উঠে। **বসন্তে** কোকিল ডাকে।

৫। একই বাক্যের অন্তর্গত দুইটি ক্রিয়ার মধ্যে একটির কালের দ্বারা অপরটির কাল নিরূপিত হইলে প্রথম ক্রিয়াটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যে পরিণত হইয়া অধিকরণ কারক হয়। এইরূপ অধিকরণকে **ভাবাধিকরণ** বলে। ভাব অর্থাৎ ক্রিয়া বুঝায় বলিয়াই ইহার নাম ভাবাধিকরণ; যথা—**সূর্যোদয়ে** অন্ধকার দূর হয়। আনন্দময়ীর **আগমনে** আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে' (রবীন্দ্রনাথ)।

৬। যে বিষয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে **বিষয়াধিকরণ** বলে। যথা—**পড়াশোনায়** তাহার মন নাই। বালকটি **ইতিহাসে** ব্যুৎপন্ন। তাহার **বিদ্যায়** অনুরাগ আছে।

৭। অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। **এ, য় ও তে** সপ্তমী বিভক্তির এক বচনের এবং 'দিগে,' 'দিগেতে' ও 'গুলিতে' বহুবচনের চিহ্ন। যথা—**দিনে** ঘুমাইও না। **গঙ্গায়** জোয়ার আসিয়াছে। তিনি **বাড়ীতে** আছেন। **বাড়ীগুলিতে** লোকজন নাই।

৮। স্থানবাচক ও কালবাচক অধিকরণের বিভক্তি কখন কখন লোপ পায়। যথা—আমি **বাড়ী** ছিলাম। সে গত **বৎসর** পরীক্ষা দেয় নাই। এক **দিন** তোমাদের বাড়ীতে যাইব।

বিভক্তির বিশেষ বিশেষ ব্যবহার

১। উপরের বিভিন্ন কারকে যে সমস্ত বিভক্তি যুক্ত হয়, তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু কারক ভিন্ন অন্যান্য পদেও বিশেষ বিশেষ অর্থে বিভক্তি যুক্ত হইয়া থাকে। যথা,—**কৃপণকে** ধিক। 'সকল **দেশের** সেরা তুমি আমার জন্মভূমি।' এখানে 'কৃপণকে' ও 'দেশের' পদ দুইটি কোন কারক নহে; তথাপি ইহাদের সহিত যথাক্রমে দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে। পর পৃষ্ঠায় বিভক্তির বিশেষ বিশেষ ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল।

প্রথমা বিভক্তি

২। ক্রিয়া ও কারক বিহীন শব্দকে **নাম** বলে। নামের উত্তর প্রথমা বিভক্তি হয় এবং একবচনে বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—বই, কলম, কাপড়, মানুষ, পৃথিবী ইত্যাদি।

৩। এই নামের, নামে, বিনা, ছাড়া, ভিন্ন, বই, বলিয়া প্রভৃতি অব্যয়ের যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা,—'**কমলাকান্ত**' এই নামে কোন লোক এ বাড়ীতে থাকে না। দিল্লীতে **আকবর** নামে এক সম্রাট্ ছিলেন। বায়ু ছাড়া আমরা বাঁচিতে পারি না। '**তুমি** বিনা নাই আর বন্ধু মম কেহ'। **সুবিচারক** বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল।

৪। নামবিশেষণে সর্বদাই প্রথমার একবচন হয়। যথা,—দুষ্ট বালক, দুষ্ট বালকেরা, দুষ্ট বালকদিগকে, দুষ্ট বালকের, দুষ্ট বালকদিগের ইত্যাদি।

দ্বিতীয়া বিভক্তি

৫। ধিক, ধন্য এবং বিনা ও উহার অর্থবোধক অন্য শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—**পাপীকে** ধিক্। **তোমাকে** ধন্য। **তাহাকে** ছাড়া আমি থাকিতে পারি না। **তোমাকে** বিনা আমার চলে না।

৬। ব্যাপ্তি অর্থ বুঝাইলে স্থানবাচক ও কালবাচক শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, কিন্তু বিভক্তির কোন চিহ্ন যুক্ত হয় না। কখন কখন এই সমস্ত শব্দের পরে 'ব্যাপিয়া', 'ভরিয়া' ও 'যাবত' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা,—আমি সারা **দিন** কিছুই খাই নাই। আমি তিন বৎসর (=তিন বৎসর ব্যাপিয়া) ঢাকা ছিলাম। সে এক **মাস** যাবত অসুস্থ। তিন **দিন** ধরিয়া বৃষ্টি হইতেছে।

৭। ক্রিয়া-বিশেষণে কখন কখন দ্বিতীয়া এবং কখন সপ্তমী বিভক্তি হয়। দ্বিতীয়া বিভক্তি সর্বদাই লোপ পায়। যথা,—**শীঘ্র** যাও। ছেলেটি **মৃদু** হাসিতেছে। আমরা এখানে **সুখে** আছি। ট্রেনখানা **পূর্ণবেগে** চলিতেছে।

তৃতীয়া বিভক্তি

৮। হেতু বা কারণ বুঝাইলে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—মেয়েটি **ভয়ে** কাঁদিতেছে। সে **শোকে** পাগল হইয়াছে। **ক্রোধে** তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল।

৯। হীনার্থক ও প্রয়োজনার্থক শব্দের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—বালকটি **বিদ্যায়** হীন। সে **বুদ্ধিতে** খাট। মূর্খের **জীবনে** কি প্রয়োজন?

১০। কখন কখন ক্রিয়া-বিশেষণে তৃতীয়া হয়। যথা,—**মন দিয়া** কর সবে বিদ্যা উপার্জন।

চতুর্থী বিভক্তি

১১। নমস্কারবাচক শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা,—**গুরুকে** নমস্কার। **আপনাকে** প্রণাম।

পঞ্চমী বিভক্তি

১২। ভিন্নার্থক শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা,—সে তাহার **ভাই হইতে** পৃথক্। পল্লীজীবন শহরের **জীবন হইতে** সম্পূর্ণ ভিন্ন।

১৩। নিকট, দূর এবং স্থান ও কালের পরিমাণ বাচক শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা,—ব্রহ্মপুত্র আমাদের **বাড়ী হইতে** নিকটে। জাপানের কোন অংশই **সমুদ্র হইতে** দূরে নয়। **কলিকাতা হইতে** বঙ্গোপসাগর আশী মাইল। সে **বাল্যকাল হইতে** পাটনায় থাকে।

১৪। দুই বস্তুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে নিকৃষ্টের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। এই অর্থে কখন কখন 'হইতে' শব্দের স্থানে

'অপেক্ষা' শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইহাকে **অপেক্ষার্থে পঞ্চমী** বলে। যথা,—জন্মভূমি **স্বর্গ হইতে** শ্রেষ্ঠ। **রূপা হইতে** (বা অপেক্ষা) সোনা মূল্যবান।

১৫। দিগ্বাচক শব্দের যোগে পঞ্চমী ও ষষ্ঠী উভয়ই হয়। যথা,—ডাকঘরটি আমাদের **স্কুল হইতে** (বা স্কুলের) পশ্চিমে।

ষষ্ঠী বিভক্তি

১৬। সমান, তুল্য, ন্যায়, মত প্রভৃতি তুল্যার্থক এবং সহিত, সঙ্গে, প্রভৃতি সহার্থক শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—**দয়ার** তুল্য গুণ নাই। নির্দয় ব্যক্তি **পশুর** সমান। **তাহার** সহিত আমার সদ্ভাব নাই। তুমি **কাহার** পক্ষে যাইবে?

১৭। নিমিত্ত ও হেতু বোধক শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—**জ্ঞানের** নিমিত্ত অধ্যয়ন করিবে। '**পরের** কারণে মরণেও সুখ।' —কামিনী রায়। **ধর্মের** জন্য প্রাণ দিবে। অর্থ **অনর্থের** হেতু। '**সকলের তরে** (= জন্য) সকলে আমরা।'

(ক) নিমিত্ত অর্থ বুঝাইলে 'নিমিত্ত', 'জন্য' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—**পড়ার** (অর্থাৎ পড়িবার নিমিত্ত) ঘর; **জামার** কাপড়; **চাষের** জমি; **উপহারের** বই।

১৮। প্রতি, পানে, মধ্যে, উপর, নিকট, পর, অধীন, সমীপ, চেয়ে, অপেক্ষা, উচিত প্রভৃতি শব্দ ও উহাদের অর্থবোধক শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—তিনি **আমার** প্রতি সদয় হইলেন। **পাখীর** মধ্যে কাক ধূর্ত। **আমার** উপর রাগ করিও না। আমি **তাহার** নিকট ঋণী। **খাওয়ার** পর (বা পরে) ঔষধটি খাইবে। পুত্র **পিতার** অধীন। বন্ধুকে সাহায্য করা **তোমার** উচিত।

১৯। একজাতীয় বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি দ্বারা একটিকে পৃথক্ করার নাম **নির্ধারণ**। নির্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় এবং কখন কখন উহার পরে 'মধ্যে' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা,— কালিদাস **কবিকুলের** শ্রেষ্ঠ। তুমি **ছাত্রের** অধম। **পর্বতের** মধ্যে হিমালয় উচ্চতম। '**নরের** প্রধান যেই, প্রধান কে আর?' আমাদের দেশটি সকল **দেশের** সেরা।

(ক) নির্ধারণে কদাচিৎ সপ্তমী বিভক্তিও হয়। যথা,—**পশুতে** শৃগাল ধূর্ত, **পক্ষীতে** বায়স।

সপ্তমী বিভক্তি

২০। নিপুণ, দক্ষ, পারদর্শী, কুশল, পটু, ব্যুৎপন্ন, অভিজ্ঞ, সাধু, পণ্ডিত, প্রবীণ, বিদ্বান, সাক্ষী প্রভৃতি শব্দের যোগে প্রায়ই সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—যুদ্ধে নিপুণ, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, জ্ঞানে প্রবীণ, ব্যাকরণে পণ্ডিত, ইতিহাসে ব্যুৎপন্ন, মামলায় পটু, মোকদ্দমায় সাক্ষী, বাণিজ্যে কুশল ইত্যাদি।

২১। প্রয়োজনার্থক শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও সপ্তমী হয়। যথা,— **বিবাদে** (বা বিবাদের) কি প্রয়োজন? তোমার **খাওয়ার** দরকার নাই।

২২। ক্রিয়াবিশেষণে কখন কখন সপ্তমী হয়। যথা,—আমরা **কুশলে** আছি। **বেগে** চল।

(ক) ক্রিয়া-বিশেষণটি সীমাবদ্ধ হইলে উহা প্রায় সর্বদাই সপ্তমী হয় এবং উহার সহিত 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা,—**সাবধানে** চল। **নির্ভয়ে** বল। ভিক্ষুকটি **কাতর বচনে** কহিল।

২৩। অন্য হইতে পৃথক্ করার নাম ভেদ। ভেদে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—তিনি **জাতিতে** বৈদ্য। এখানে জাতি শব্দ দ্বারা অন্যান্য জাতি হইতে বৈদ্যকে পৃথক্ করা হইয়াছে।

২৪। প্রভেদ, পার্থক্য, তফাৎ প্রভৃতি প্রভেদার্থক শব্দের যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—**চোরে** ও **সাধুতে** অনেক প্রভেদ। **তাহাতে** ও **আমাতে** আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বাঙ্গালী ও ইংরেজের **খাদ্যে** অনেক তফাৎ।

অনুশীলনী

১। কারক কাহাকে বলে? উহা কয় প্রকার এবং কি কি? চারিটি কারক যুক্ত একটি বাক্য রচনা করিয়া ক্রিয়ার সহিত কারকগুলির সম্বন্ধ দেখাইয়া দাও।

২। কে, এ, য় ও তে—এই চারিটি বিভক্তি কোন্ কোন্ কারকে ব্যবহৃত হয়? দৃষ্টান্ত দাও।

৩। অনুসর্গ কাহাকে বলে? পাঁচটি অনুসর্গের নাম কর এবং উহাদের দ্বারা বাক্য রচনা কর।

৪। অধিকরণ কয় প্রকার এবং কি কি? দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৫। সহার্থে, অপেক্ষার্থে, হেত্বর্থে এবং নির্ধারণে কোন্ কোন বিভক্তি হয়? প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৬। বড় অক্ষরে ছাপা পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :—

দিনে ঘুমাইও না। **তিল** হইতে তৈল হয়। **পর্বতের** মধ্যে হিমালয় উচ্চতম। **পাগলে** কি না বলে? মা **ছেলেকে ভাত** খাওয়াইতেছেন। এ **কলমে** বেশ লেখা যায়। 'অন্ধ **জনে** দেহ আলো, মৃত **জনে** দেহ প্রাণ'। লোকটি **চোখে** দেখিতে পায় না। **লোভে** পাপ, **পাপে** মৃত্যু। আমি **ট্রেণে** যাইব না। **বইখানা পোকায়** কাটিয়াছে।

ক্রিয়া

ধাতু ও ক্রিয়াপদ

১। যে পদের দ্বারা কোন ক্রিয়া বা কার্য করা বুঝায়, তাহাকে **ক্রিয়াপদ** বলে। যথা,—সূর্য **উঠিতেছে**। আমরা ভাত **খাই**।

২। ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করিলে যে অবিভাজ্য ও একাক্ষর যুক্ত মূল অংশ পাওয়া যায়, তাহাকে **ধাতু** বলে। করে, করিতেছে, করিয়াছে, করিল, করিবে, প্রভৃতি ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করিলে **কর্** এই মূল অংশটি পাওয়া যায়। উহা উল্লিখিত সব কয়টি ক্রিয়াপদেই আছে। সুতরাং **কর্** একটি ধাতু।

৩। ধাতুর সহিত ক্রিয়া-বিভক্তি যোগ করিয়া ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যথা,—কর্ ধাতুর সহিত 'ই' বিভক্তি যোগ করিয়া 'করি' এবং 'ইতেছে' বিভক্তি যোগ করিয়া 'করিতেছে' ক্রিয়াপদটি গঠিত হইয়াছে।

৪। বাংলা ভাষায় ধাতু তিন প্রকার; যথা,—(১) **সিদ্ধ** বা **মৌলিক** ধাতু, (২) **সাধিত** ধাতু ও (৩) **মিশ্র** বা **যৌগিক ধাতু**।

৫। যে সকল ধাতু স্বয়ং সিদ্ধ অর্থাৎ যে সকল ধাতুর বিশ্লেষণ করিলে কোন প্রত্যয় পাওয়া যায় না, সেগুলিকে **সিদ্ধ** বা **মৌলিক** ধাতু বলে। যেমন—কর্, চল্, যা, খা, দেখ্, শুন্, দে, পড়্, হাস্ ইত্যাদি।

৬। যে ধাতু সিদ্ধ ধাতুর উত্তর কোন প্রত্যয় যোগ করিয়া গঠিত হইয়াছে, তাহাকে **সাধিত ধাতু** বলে। যথা,—করা (কর্+আ), দেখা (দেখ +আ), খাওয়া (খা+ওয়া) ইত্যাদি।

৭। বিশেষ্য পদের যোগে কর্, দে প্রভৃতি সিদ্ধ ধাতু অপর কোন অর্থ প্রকাশ করিলে উহাকে **যৌগিক** ধাতু বলে। যথা,—তিনি

জিজ্ঞাসা করিলেন। সে আমার কথায় **জবাব দিল** না। এইরূপ—দর্শন কর্, গ্রহণ কর্, শয়ন কর্ ইত্যাদি।

সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া

৮। ক্রিয়াপদ প্রধানতঃ দুই প্রকার—**সকর্মক** ও **অকর্মক**।

৯। যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে, তাহাকে **সকর্মক ক্রিয়া** বলে। যথা,—মা **তোমাকে** ডাকিতেছেন। আমি **চিঠি** লিখিতেছি—এখানে 'তোমাকে' ও 'চিঠি' যথাক্রমে 'ডাকিতেছেন' ও 'লিখিতেছি' ক্রিয়ার কর্ম। সুতরাং দুইটি ক্রিয়াই সকর্মক। এইরূপ—আমি ইতিহাস **পড়িতেছি**। মেয়েটি ফুল **তুলিতেছে**। কাঠুরিয়া **গাছ** কাটিতেছে। যে সমস্ত ক্রিয়াপদে ডাকা, বলা, শুনা, কাটা, পড়া, ধরা, খাওয়া, দেওয়া, লওয়া, পাওয়া প্রভৃতি বুঝায় উহারা সকর্মক।

১০। যে ক্রিয়ার কর্ম নাই, তাহাকে **অকর্মক ক্রিয়া** বলে। যথা,—চন্দ্র **উঠিয়াছে**। মেয়েটি **কাঁদিতেছে**—এখানে 'উঠিয়াছে' ও 'কাঁদিতেছে' ক্রিয়ার কোন কর্ম নাই। সুতরাং ইহারা অকর্মক। এইরূপ—তুমি **হাসিতেছে** কেন? বৃষ্টি **পড়িতেছে**। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে **ঘুরিতেছে**। যাওয়া, আসা, উঠা, হওয়া, হাসা, কাঁদা, দৌড়ান, ঘুমান, শোওয়া, বলা, নামা, ঘুরা, ছুটা, নাচা, হাঁটা প্রভৃতি অর্থবোধক ক্রিয়া অকর্মক।

১১। যে সকর্মক ক্রিয়ার দুইটি কর্ম থাকে, তাহাকে **দ্বিকর্মক ক্রিয়া** বলে। যথা,—তিনি **আমাদিগকে ইতিহাস** পড়ান। বলা, কহা, লেখা, পাঠান, জিজ্ঞাসা করা প্রভৃতি অর্থবোধক ক্রিয়া দ্বিকর্মক। দ্বিকর্মক ক্রিয়ায় দুইটি কর্মের মধ্যে বস্তুবাচক কর্মটিকে **মুখ্য কর্ম** এবং ব্যক্তিবাচক কর্মটিকে **গৌণ কর্ম** বলে। যথা,—আমি **তাহাকে** (গৌণ

কর্ম) সকল কথা (মুখ্য কর্ম) বলিয়াছি। তিনি আজই **রমেশকে** (গৌণ কর্ম) **চিঠি** (মুখ্য কর্ম) লিখিবেন।

সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া

১২। সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—**সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া**।

১৩। যে ক্রিয়া পদের দ্বারা বাক্য সমাপ্ত হয়, অন্য কিছু বলিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তাহাকে **সমাপিকা ক্রিয়া** বলে। যথা,—গাছ হইতে পাতা **পড়িতেছে**। আমি সিংহ **দেখিয়াছি**।

১৪। যে ক্রিয়াপদের দ্বারা বাক্য সমাপ্ত হয় না, আরও কিছু বলিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহাকে **অসমাপিকা ক্রিয়া** বলে। যথা, —সকালে **উঠিয়া** মুখ ধুইবে। ছেলেটি **পড়িতে** বসিয়াছে। বৃষ্টি **হইলে** শস্য হইবে।

১৪। ধাতুর সহিত **ইয়া, ইলে** ও **ইতে** প্রত্যয় যোগ করিয়া অসমাপিকা ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হয়। যথা,—কর্‌+ইলে=করিলে; কর্‌+ইতে=করিতে।

১৫। অসমাপিকা ক্রিয়াপদ সকল কালে, সকল পুরুষে এবং সকল বচনে একরূপ থাকে। নিম্নে ইহাদের প্রয়োগ দেখান হইল।

(ক) **'ইয়া,** প্রত্যয়—'অন্তন্তর' অর্থাৎ 'পরে' অর্থে ধাতুর উত্তর ইয়া প্রত্যয় হয়। যথা,—সে **আসিয়া** বলিল। আমি ভাত **খাইয়া** স্কুলে যাইব।

(খ) **ইলে** প্রত্যয়—এক ক্রিয়ার কার্য অন্য ক্রিয়াপদের কার্যের পূর্বে ঘটিলে, যে ক্রিয়াপদের কার্য পূর্বে ঘটে তাহার ধাতুর উত্তর 'ইলে'

প্রত্যয় হয়। যথা—সে ফিরিয়া আসিলে (= আসিবার পরে) আমি যাইব। বৃষ্টি **হইলে** শস্য হইবে।

(গ) **'ইতে'** প্রত্যয়—নিমিত্ত বা উদ্দেশ্য বুঝাইতে ধাতুর উত্তর 'ইতে প্রত্যয় হয়। যথা,—ছেলেরা **খেলিতে** যাইতেছে। আমি মাছ **কিনিতে** বাজারে যাইব।

সামর্থ্য, বিধি, আবশ্যকতা, বাধ্যতা, আদেশ প্রভৃতি বুঝাইতে 'ইতে' প্রত্যয় হয়। যথা,—শিশুটি **হাঁটিতে** পারে (সামর্থ্য)। অপ্রিয় সত্য **বলিতে** নাই (বিধি)। আমাকে দশটায় অফিসে **যাইতে** হয় (বাধ্যতা। তাহাকে **আসিতে** বল (আদেশ)।

১৫। প্রত্যেক সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া আবার দুই ভাগে বিভক্ত—**সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক ক্রিয়া**।

১৬। কর্তার যে পুরুষ হয়, ক্রিয়া পদটিরও সেই পুরুষ হয় অর্থাৎ কর্তা 'আমি', 'আমরা' বোধক হইলে ক্রিয়ার উত্তম পুরুষ, কর্তা 'তুমি' বা 'তোমরা' বোধক হইলে ক্রিয়ার মধ্যম পুরুষ এবং কর্তা ইহা ভিন্ন অন্য কিছু হইলে ক্রিয়ার প্রথম পুরুষ হয়। যথা,—আমি যাইতেছি (উত্তম) পুরুষ), তুমি যাইতেছ (মধ্যম পুরুষ); সে যাইতেছে (প্রথম পুরুষ)।

১৭। পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপভেদ হয়। আবার একই পুরুষের ক্রিয়ারও অর্থভেদে বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার একটি রূপ হয়। যথা,—আমি **যাই**। মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার সাধারণ রূপ একটি, সম্ভ্রমার্থক রূপ একটি ও তুচ্ছার্থক রূপ একটি। যথা,—তুমি **যাও** (সাধারণ রূপ); আপনি **যান** (সম্ভ্রমার্থক রূপ); তুই **যা** (তুচ্ছার্থকরূপ)। প্রথম পুরুষের ক্রিয়ার দুইটি রূপ—সাধারণ রূপ ও সম্ভ্রমার্থক রূপ। যথা,—সে **যায়** (সাধারণ); তিনি **যান** (সম্ভ্রমার্থক)।

দ্রষ্টব্য :—প্রথম ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার সম্ভ্রমার্থক রূপ একই। যথা,—তিনি **বলেন**; আপনি **বলেন**।

ক্রিয়ার কাল ও উহার শ্রেণীবিভাগ

১। ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময়কে **কাল** বলে। কাল প্রধানতঃ তিন প্রকার :—**বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ**।

২। যে ক্রিয়া এখন ঘটিতেছে বা স্বভাবতঃ ঘটিয়া থাকে, তাহার কালকে **বর্তমান কাল** বলে। যথা,—চন্দ্র **উঠিতেছে**।

৩। যে ক্রিয়া পূর্বে ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার কালকে **অতীত কাল** বলে। যথা,—সে **আসিয়াছিল**; মতি **বলিল**।

৪। যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহার কালকে **ভবিষ্যৎ কাল** বলে। যথা,—আজ বৃষ্টি **হইবে**; আমি দিল্লী **যাইব**।

৫। বর্তমান কাল চারি প্রকার :—যথা,—(১) **নিত্য** বা **সাধারণ বর্তমান**, (৩) **ঘটমান বর্তমান**, (৩) **পুরাঘটিত বর্তমান** ও (৪) **বর্তমান অনুজ্ঞা**।

(ক) যাহা সর্বদা ঘটিয়া থাকে, তাহার কালকে **নিত্য** বা **সাধারণ বর্তমান কাল** বলে। যথা,—বাঘে মানুষ **খায়**; সূর্য পূর্বদিকে **উঠে**।

(খ) যে কার্য আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু সমাপ্ত হয় নাই, তাহার কালকে **ঘটমান** বা **বিশুদ্ধ বর্তমান** কাল বলে। যথা,—আমরা **বেড়াইতেছি**; তাহারা **খেলিতেছে**।

(গ) যে ক্রিয়াটি অল্পক্ষণ পূর্বে শেষ হইয়াছে এবং তাহার ফল বর্তমান আছে, তাহার কালকে **পুরাঘটিত বর্তমান কাল** বলে। যথা,—সে **আসিয়াছে**; বৃষ্টি **পড়িয়াছে**।

(ঘ) যে ক্রিয়াপদে বর্তমান সময়ে কোন কিছু করিবার জন্য আদেশ বা উপদেশ দেওয়া বুঝায়, তাহার কালকে **বর্তমান অনুজ্ঞা** বলে। যথা,—সত্য কথা **বল** ; চিঠিখানা **পড়**।

৬। অতীত কাল চারি প্রকার ; যথা,—(ক) **সাধারণ** বা **অদ্যতন অতীত,** (খ) **ঘটমান অতীত,** (গ) **পুরাঘটিত অতীত** ও (ঘ) **নিত্যবৃত্ত অতীত**।

(ক) যে ক্রিয়া এখনই হইল, তাহার কালকে **সাধারণ অদ্যতন অতীত কাল** বলে। যথা,—সূর্য **উঠিল** ; সে **বলিল**।

(খ) যে ক্রিয়া পূর্বে শেষ হইতেছিল কিন্তু শেষ হয় নাই, তাহার কালকে **ঘটমান অতীত কাল** বলে। যথা,—তখন সূর্য অস্ত **যাইতেছিল** ; সে সময়ে আমরা **খেলিতেছিলাম**।

(গ) যে ক্রিয়া বহু পূর্বে শেষ হইয়াছে এবং তাহার ফল বর্তমান নাই, তাহার কালকে **পুরাঘটিত অতীত কাল** বলে। যথা,—আমি পুরী **গিয়াছিলাম** ; সে এখানে **আসিয়াছিল**।

(ঘ) যে ক্রিয়া পূর্বে সচরাচর ঘটিত, এমন আর ঘটে না, তাহার কালকে **নিত্যবৃত্ত অতীত কাল** বলে। যথা,—পূর্বে এখানে বাঘ **থাকিত** ; আমি ছাত্রজীবনে খুব ভোরে **উঠিতাম**।

৭। ভবিষ্যৎ কাল চারি প্রকার ; যথা,—(ক) **সাধারণ ভবিষ্যৎ,** (খ) **ঘটমান ভবিষ্যৎ,** (গ) **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ** ও (ঘ) **ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা**।

(ক) যে ক্রিয়া ভবিষ্যৎ কালে কোনও সময়ে হইবে, তাহার কালকে **সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল** বলে। যথা,—সে কাল **আসিবে** ; আগামী সপ্তাহে পরীক্ষার ফল বাহির **হইবে**।

(খ) যে ক্রিয়া ভবিষ্যৎকালে কিছুকাল ধরিয়া চলিবে, তাহার কালকে **ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল** বলে। যথা,—আমি **পড়িতে থাকিব**। ট্রেণখানা তখন **চলিতে থাকিবে**।

(গ) যে ক্রিয়া অতীত কালে ঘটিয়া থাকিতে পারে, তাহার কালকে **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ** বলে। যথা,—তোমরা আশুতোষের নাম **শুনিয়া থাকিবে**। দোয়াতের কলিটা তুমিই **ফেলিয়া থাকিবে**।

(ঘ) যে ক্রিয়া ভবিষ্যৎ কালে করিবার নিমিত্ত কোন আদেশ বা উপদেশ দেওয়া বুঝায়, তাহার কালকে **ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা** বলে। যথা,—দিনে **ঘুমাইও** না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া কাল **আসিবেন**।

ক্রিয়া-বিভক্তি ও ক্রিয়া রূপ

১। কাল ও পুরুষ অনুসারে ধাতুর পরে যাহা যুক্ত হইয়া সমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তাহার নাম ক্রিয়া-বিভক্তি। যথা,—'পড়িতেছে' এই ক্রিয়াপদে 'পড়' ধাতু এবং 'ইতেছে' ক্রিয়া বিভক্তি।

২। বাংলার একবচন ও বহুবচনে ক্রিয়ার রূপের কোন পার্থক্য নাই। যথা,—সে **পড়ে**; তাহারা **পড়ে**।

৩। সাধারণ অর্থ, তুচ্ছার্থ এবং সম্ভ্রমার্থ বুঝাইতে প্রথম ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তির রূপের কিছু পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। যথা—তুমি **যাও** (সাধারণ অর্থে); তুই যা (তুচ্ছার্থে); আপনি যান (সম্ভ্রমার্থে)। সে **যাইতেছে** (সাধারণ অর্থে); তিনি **যাইতেছেন** (সম্ভ্রমার্থে)।

৪। মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমসূচক রূপ ও প্রথম পুরুষের সম্ভ্রমসূচক রূপ একই প্রকার। যথা,—আপনি **বলেন**; তিনি **বলেন**।

৫। পরপৃষ্ঠায় বিভিন্ন কালের ক্রিয়াবিভক্তিগুলি দেখান হইল :—

সাধুভাষার ক্রিয়া-বিভক্তি

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ			প্রথম পুরুষ	
		সাধারণ	সম্ভ্রম-সূচক	তুচ্ছ	সাধারণ	সম্ভ্রম-সূচক
১। সাধারণ বর্তমান	ই	অ	এন	ইস্	এ	মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রম-সূচক বিভক্তির মত
২। ঘটমান বর্তমান	ইতেছি	ইতেছ	ইতেছেন	ইতেছিস্	ইতেছে	
৩। পুরাঘটিত বর্তমান	ইয়াছি	ইয়াছ	ইয়াছেন	ইয়াছিস্	ইয়াছে	
৪। বর্তমান অনুজ্ঞা	ই	অ, ও	উন	—	উক	
৫। সাধারণ অতীত	ইলাম	ইলে	ইলেন	ইলি	ইল	
৬। নিত্যবৃত্ত অতীত	ইতাম	ইতে	ইতেন	ইতিস্	ইত	
৭। ঘটমান অতীত	ইতেছিলাম	ইতেছিল	ইতেছিলেন	ইতেছিলি	ইতেছিল	
৮। পুরাঘটিত অতীত	ইয়াছিলাম	ইয়াছিলে	ইয়াছিলেন	ইয়াছিলি	ইয়াছিল	
৯। সাধারণ ভবিষ্যৎ	ইব	ইবে	ইবেন	ইবি	ইবে	
১০। ঘটমান ভবিষ্যৎ	ইতে থাকিব	ইতে থাকিবে	ইতে থাকিবেন	ইতে থাকিবি	ইতে থাকিব	
১১। পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ	ইয়া থাকিব	ইয়া থাকিবে	ইয়া থাকিবেন	ইয়া থাকিবি	ইয়া থাকিবে	
১২। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	×	ইও	ইবেন	ইস্	ইবে	

৬। নিম্নে কয়েকটি প্রধান প্রধান ধাতুর রূপ দেখান যাইতেছে। সংযোগ করিবার জন্য বিভিন্ন কালের নামের স্থলে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দেওয়া হইল। ইহারা যথাক্রমে সাধারণ বর্তমান, ঘটমান বর্তমান, পুরাঘটিত বর্তমান ইত্যাদি কাল বুঝাইবে (ক্রিয়া-বিভক্তির রূপ দেখ)। বুঝিবার শুনিবার জন্য উত্তম পুরুষ স্থলে 'আমি', মধ্যম পুরুষ (সাধারণ) স্থলে 'তুমি', মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছার্থ) স্থলে 'তুই' এবং প্রথম পুরুষ (সাধারণ) স্থলে 'সে' এবং প্রথম পুরুষ (সম্ভ্রম-সূচক) স্থলে 'তিনি' লেখা হইল। মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রম-সূচক রূপে প্রথম পুরুষের সম্ভ্রম-সূচক রূপের ন্যায় বলিয়া উহা আর পৃথকভাবে দেখান হইল না।

ক্রিয়ার রূপ

কর্ ধাতু (করা)

	আমি	তুমি	তুই	সে	তিনি
বর্তমান—					
সাধারণ	করি	কর	করি	করে	করেন
ঘটমান	করিতেছি	করিতেছ	করিতেছিস্	করিতেছে	করিতেছেন
পুরাঘটিত	করিয়াছি	করিয়াছ	করিয়াছিস্	করিয়াছে	করিয়াছেন
অনুজ্ঞা	করি	কর	কর্	করুক	করুন
অতীত—					
সাধারণ	করিলাম	করিলে	করিলি	করিল	করিলেন
নিত্যবৃত্ত	করিতাম	করিতে	করিতি	করিত	করিতেন
ঘটমান	করিতেছিলাম	করিতেছিলে	করিতেছিলি	করিতেছিল	করিতেছিলেন
পুরাঘটিত	করিয়াছিলাম	করিয়াছিলে	করিয়াছিলি	করিয়াছিল	করিয়াছিলেন

	আমি	তুমি	তুই	সে	তিনি
ভবিষ্যৎ—					
সাধারণ	করিব	করিবে	করিবি	করিবে	করিবেন
ঘটমান	করিতে	করিতে	করিতে	করিতে	করিতে
	থাকিব	থাকিবে	থাকিবি	থাকিবে	থাকিবেন
পুরাঘটিত	করিয়া	করিয়া	করিয়া	করিয়া	করিয়া
	থাকিব	থাকিবে	থাকিবি	থাকিবে	থাকিবেন
অনুজ্ঞা	×	করিও	করিয়া	করিবে	করিবেন

'হ' ধাতু (হওয়া)

	আমি	তুমি	তুই	সে	তিনি
১।	হই	হও	হস্	হয়	হন
২।	হইতেছি	হইতেছ	হইতেছিস্	হইতেছে	হইতেছেন
৩।	হইয়াছি	হইয়াছ	হইয়াছিস	হইয়াছে	হইয়াছেন
৪।	×	হও	হ	হউক	হউন
৫।	হইলাম	হইলে	হইলি	হইল	হইলেন
৬।	হইতাম	হইতে	হইতি	হইত	হইতেন
৭।	হইতেছিলাম	হইতেছিলে	হইতেছিলি	হইতেছিল	হইতেছিলেন
৮।	হইয়াছিলাম	হইয়াছিলে	হইয়াছিলি	হইয়াছিল	হইয়াছিলেন
৯।	হইব	হইবে	হইবি	হইবে	হইবেন
১০।	হইতে	হইতে	হইতে	হইতে	হইতে
	থাকিব	থাকিবে	থাকিবি	থাকিবে	থাকিবেন
১১।	হইয়া	হইয়া	হইয়া	হইয়া	হইয়া
	থাকিব	থাকিবে	থাকিবি	থাকিবে	থাকিবেন
১২।	×	হইও	হইস্	হইবে	হইবেন

'যা' ধাতু (যাওয়া)

	আমি	তুমি	তুই	সে	তিনি
১।	যাই	যাও	যাস্	যায়	যান
২।	যাইতেছি	যাইতেছ	যাইতেছিস	যাইতেছে	যাইতেছেন
৩।	গিয়াছি	গিয়াছ	গিয়াছিস্	গিয়াছে	গিয়াছেন
৪।	×	যাও	যা	যাউক	যান
৫।	গেলাম	গেলে	গেলি	গেল	গেলেন
৬।	যাইতাম	যাইতে'	যাইতি	যাইত	যাইতেন
৭।	যাইতেছিলাম	খাইতেছিলে	যাইতেছিলি	যাইতেছিল	যাইতেছিলেন
৮।	গিয়াছিলাম	গিয়াছিলে	গিয়াছিলি	গিয়াছিল	গিয়াছিলেন
৯	যাইব	যাইবে	যাইবি	যাইবে	যাইবেন
১০।	যাইতে	যাইতে	যাইতে	যাইতে	যাইতে
	থাকিব	থাকিবে	থাকিবি	থাকিবে	থাকিবেন
১১।	গিয়া	গিয়া	গিয়া	গিয়া	গিয়া
	থাকিব	থাকিবে	থাকিবি	থাকিবে	থাকিবেন
১২।	×	যাইও	যাইস্	যাইবে	যাইবেন

দ্রষ্টব্য ঃ—বাংলায় 'যা' একটি অসম্পূর্ণ ধাতু। ইহার পূর্ণ রূপ নাই। ইহার পুরাঘটিত বর্তমান, সাধারণ ও পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালে 'গ' (গম) ধাতু হইতে আগত রূপ ব্যবহৃত হয়। যাইল, যাইয়াছে, যাইয়াছিল ইত্যাদি পদের প্রচলন বর্তমান নাই।

'আছ' ধাতু (থাকা)

	আমি	তুমি	তুই	সে	তিনি
১।	আছি	আছ	আছিস্	আছে	আছেন
২।	থাকিতেছি	থাকিতেছে	থাকিতেছিস্	থাকিতেছে	থাকিতেছেন
৩।	থাকিয়াছি	থাকিয়াছ	থাকিয়াছিস্	থাকিয়াছে	থাকিয়াছেন

	আমি	তুমি	তুই	সে	তিনি
৪।	×	থাক	থাক্	থাকুক, থাক	থাকুন
৫।	ছিলাম	ছিলে	ছিলি	ছিল	ছিলেন
৬।	থাকিতাম	থাকিতে	থাকিতি	থাকিত	থাকিতেন
৭।	থাকিতেছিলাম	থাকিতেছিলে	থাকিতে-ছিলি	থাকিতে-ছিল	থাকিতে-ছিলেন
৮।	থাকিয়াছিলাম	থাকিয়াছিলে	থাকিয়াছিলি	থাকিয়াছিল	থাকিয়াছিলেন
৯।	থাকিব	থাকিবে	থাকিবি	থাকিবে	থাকিবেন
১০।	×	×	×	×	×
১১।	×	×	×	×	×
১২।	×	থাকিও	থাকিস্	থাকিবে	থাকিবেন

দ্রষ্টব্য :—'আছ' একটি অসম্পূর্ণ ধাতু। ইহার কতগুলি রূপ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই সব স্থলে থাক্ ধাতুর রূপ ব্যবহৃত হয়। ইহা ভিন্ন সাধারণ অতীতকালে আদ্য 'আ' লোপ পায়। যথা,—সে এখানে **আছে** ; সে এখানে **ছিল** ; সে এখানে **থাকিবে**।

'দে' (দি) ধাতু (দেওয়া)

	আমি	তুমি	তুই	সে	তিনি
১।	দেই, দিই	দাও	দিস্	দেয়	দেন
২।	দিতেছি	দিতেছ	দিতেছিস্	দিতেছে	দিতেছেন
৩।	দিয়াছি	দিয়াছ	দিয়াছিস্	দিয়াছে	দিয়াছেন
৪।	×	দাও	দে	দিক্	দিন্
৫।	দিলাম	দিলে	দিলি	দিল	দিলেন
৬।	দিতাম	দিতে	দিতি	দিত	দিতেন
৭।	দিতেছিলাম	দিতেছিলে	দিতেছিলি	দিতেছিল	দিতেছিলেন
৮।	দিয়াছিলাম	দিয়াছিলে	দিয়াছিলি	দিয়াছিল	দিয়াছিলেন

	আমি	তুমি	তুই	সে	তিনি
৯।	দিব	দিবে	দিবি	দিবে	দিবেন
১০।	দিতে	দিতে	দিতে	দিতে	দিতে
	থাকিব	থাকিবে	থাকিবি	থাকিবে	থাকিবেন
১১।	দিয়া	দিয়া	দিয়া	দিয়া	দিতে
	থাকিব	থাকিবে	থাকিবি	থাকিবে	থাকিবেন
১২।	×	দিও, দিয়ো	দিস্	দিবে	দিবেন

৭। **নিষেধার্থক ক্রিয়া**—নিষেধার্থ বুঝাইতে সাধারণতঃ ক্রিয়া পদের শেষে 'না' যোগ করিতে হয়। কিন্তু পুরাঘটিত বর্তমান ও পুরাঘটিত অতীত কালে সাধারণ বর্তমানের রূপের পরে 'নাই' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যথা,—আমি রাত্রে ভাত **খাই না**; সে **আসিল না**। আমি **বলিয়াছি**—আমি বলি নাই; সে বাড়ী **গিয়াছিল**—সে বাড়ী **যায় নাই**।

(ক) আদেশক ভাবে নিষেধার্থ নিম্নলিখিত রূপ হয়। যথা,—যাও, যাইও—যাইও না; করিস্—করিস্ না; করুক—না করুক।

(খ) নিষেধার্থ বুঝাইতে 'হ' ধাতুর পূর্বে 'ন' যুক্ত হইয়া 'নহ' ধাতুর উৎপত্তি হয়। যথা,—হই—নই বা নহি; হয়—নয় বা নহে; হও—নও বা নহ ইত্যাদি। উদাহরণ—এটি ফুল **নয়**। সে বুদ্ধিমান **নহে**। তুমি চালাক **নহ**। তিনি ধনী **নহে** বা **ন'ন**।

অনুশীলনী

১। ধাতু কাহাকে বলে? ধাতু ও ক্রিয়াপদে পার্থক্য কি?

২। ক্রিয়ার পদ বলিতে কি বুঝায়? বিভিন্ন কালের নাম কর এবং প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৩। দ্বিকর্মক ক্রিয়া এবং মুখ্য ও গৌণ কর্ম কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৪। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পার্থক্য কি? অসমাপিকা ক্রিয়া কি কি প্রত্যয় যোগ করিয়া গঠন করিতে হয় উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৫। নিম্নলিখিত ধাতুগুলির রূপ কর।

যা, শুন্, যা, শু ও আস্।

৬। বড় অক্ষরে ছাপা ক্রিয়াপদগুলির কাল নির্ণয় কর :—

আমি সংবাদটি **শুনিয়াছি**। মতি আমাকে একথা **বলিয়াছিল**। গরুগুলি মাঠে **চরিতেছিল**। ভালুকটি **নাচিতেছে**। সে রোজ সকালে **বেড়াইত**। এই অঙ্কগুলি বাড়ীতে **কষিও**। সে আজ ভাত **খাইবে** না। চিঠিখানা **পড়**। ছেলেটি বুদ্ধিমান্ **নয়**। স্পষ্ট করিয়া **বল**। তুমি কি ইহা **জান**? এখানে **বসুন**।

সমাস

১। আমরা অনেক সময় সংক্ষেপে মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য 'ফুলের বাগান' না বলিয়া 'ফুল বাগান, ; 'ভাই ও বোন' না বলিয়া 'ভাইবোন' বলিয়া থাকি। ইহাতে কথাটি সংক্ষিপ্ত হয়, অথচ শুনিতেও ভাল শোনায়। সুতরাং বুঝা যায় যে, বাক্যকে সংক্ষিপ্ত ও শ্রুতিমধুর করিবার জন্য আমারা দুই বা দুইয়ের অধিক পদকে মিলাইয়া একপদে পরিণত করি। এইরূপে পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট দুই বা দুইয়ের অধিক পদকে একপদে পরিণত করার নাম **সমাস**। 'সমাস' শব্দের অর্থ সংক্ষেপ।

২। যে কয় পদে সমাস হয়, উহাদের বিভক্তি লোপ পায়, এবং সমাসবদ্ধ পদটিতে অর্থ ও সম্বন্ধ অনুসারে বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা— মধু দ্বারা মাখা = মধুমাখা ; গাছে পাকা = গাছপাকা ; এখানে 'মধু

দ্বারা' পদটির তৃতীয়া বিভক্তি এবং 'গাছে' পদের সপ্তমী বিভক্তির লোপ হইয়াছে।

৩। সমাস দ্বারা গঠিত পদকে **সমস্তপদ** বলে। যে কয়েক পদে সমাস হয়, তাহাদের প্রত্যেককে **সমস্যমান পদ** বলে। উপরের উদাহরণে 'গাছপাকা' সমস্ত পদ এবং 'গাছ' ও 'পাকা' সমস্যমান পদ।

৪। সমাসের অর্থ বুঝাইবার জন্য যে বাক্য ব্যবহৃত হয়, তাহাকে **ব্যাসবাক্য**, **বিগ্রহবাক্য** বা **সমাসবাক্য** বলে। 'বিগ্রহ' ও 'ব্যাস' উভয়েই অর্থ বিস্তার। যথা—'মধুমাখা' একটি সমস্ত পদ ; উহার অর্থ বুঝাইবার জন্য আমরা "মধু দ্বারা মাখা" এই বাক্যাংশটি ব্যবহার করিতে পারি। সুতরাং "মধু দ্বারা মাখা" উহার ব্যাসবাক্য।

৫। সমাস প্রধানতঃ ছয় প্রকার। যথা—**দ্বন্দ্ব**, **কর্মধারয়**, **তৎপুরুষ**, **বহুব্রীহি**, **দ্বিগু** ও **অব্যয়ীভাব**।

দ্বন্দ্ব সমাস

১। যে সমাসে দুই বা তাহার অধিক বিশেষ্য পদ মিলিয়া এক পদ হয় এবং প্রত্যেক পদের অর্থই সমানভাবে প্রধান থাকে, তাহাকে **দ্বন্দ্ব সমাস** বলে। এই সমাসের ব্যাসবাক্যে **এবং**, **ও**, **আর**, **বা** প্রভৃতি অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা—মাতা ও পিতা=মাতাপিতা ; বৃক্ষ ও লতা=বৃক্ষলতা ; মশা এবং মাছি=মশামাছি ; ভাই ও বোন= ভাইবোন। এইরূপ—পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, স্ত্রীপুরুষ, ছেলেমেয়ে, হাতী ঘোড়া, নাচ গান ইত্যাদি।

২। কখন কখন দুইটি বিশেষণ পদেও দ্বন্দ্ব সমাস হইয়া থাকে। যথা—ভাল এবং মন্দ=ভাল মন্দ ; কম বা বেশী=কম বেশী ; ছোট বা বড়=ছোট বড়।

প্রয়োগ ঃ—ছেলেটির **মা-বাপ** নাই। **পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ** প্রভৃতি সকলেই ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব। তাহার **হিতাহিত** জ্ঞান নাই। **ধন ধান্যে পুষ্পে** ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা (দ্বিজেন্দ্রলাল)।

কর্মধারয় সমাস

১। বিশেষ্য পদের সহিত বিশেষণ পদের যে সমাস হয়, তাহাকে **কর্মধারয় সমাস** বলে। কর্মধারয় সমাসে পর পদের অর্থ প্রধান থাকে। ইহার ব্যাসবাক্যে **যে, এরূপ, এমত** প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হয়। যথা—পূর্ণ যে চন্দ্র = পূর্ণচন্দ্র ; নীল যে আকাশ = নীলাকাশ ; বড় যে লাট = বড়লাট ; লাল যে ফৌজ = লালফৌজ। এইরূপ—নীলশাড়ী ; কাঁচকলা, মিষ্টান্ন, সজ্জন ইত্যাদি।

২। কর্মধারয় সমাসে সাধারণত বিশেষণ পদ বিশেষ্যের পূর্বে বসে। যথা—নীলশাড়ী, সত্যকথা ইত্যাদি। কিন্তু কখন কখন বিশেষণ পদ পরে বসিয়া থাকে। যথা—সিদ্ধ যে আলু = আলু সিদ্ধ ; ভাজা যে বেগুন = বেগুন ভাজা। এইরূপ—হলুদবাটা, বেগুন পোড়া ইত্যাদি।

৩। কখন কখন দুইটি বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যথা—যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর ; হৃষ্ট অথচ পুষ্ট = হৃষ্টপুষ্ট ; যাহা কাঁচা তাহাই মিঠা = কাঁচামিঠা। এরূপ—শান্তশিষ্ট, তাজামরা, দ নহীন ইত্যাদি।

৪। অভেদ বুঝাইলে দুইটি বিশেষ্য পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যথা—যিনি রাজা তিনিই ঋষি = রাজর্ষি ; যেই দয়া সেই গুণ = দয়াগুণ ; যাহা গোলাপ তাহাই ফুল = গোলাপ ফুল ; যিনি ডাক্তার তিনিই

সাহেব = ডাক্তার সাহেব। এইরূপ—বটবৃক্ষ, তালগাছ, পিতাঠাকুর, পণ্ডিত-মহাশয় ইত্যাদি।

প্রয়োগ :—সীতা **রাজর্ষি** জনকের কন্যা। ছেলেটি বেশ **শান্তশিষ্ট**। মেয়েটির পরণে **নীল শাড়ী** ও হাতে **রাঙাচুড়ী** ছিল। আজ শুধু **আলুসিদ্ধ** দিয়া ভাত খাইয়াছি। সর্বদা **সত্যকথা** বলিবে।

তৎপুরুষ সমাস

১। যে সমাসে পূর্বপদে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির লোপ হয় এবং পর পদের অর্থ প্রধান থাকে তাহাকে **তৎপুরুষ সমাস** বলে। যথা—বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন ; ধানের ক্ষেত = ধানক্ষেত।

২। তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার ; যথা—**দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ, চতুর্থী তৎপুরুষ, পঞ্চমী তৎপুরুষ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ** ও **সপ্তমী তৎপুরুষ**। পূর্ব পদে যে বিভক্তির লোপ হয়, সেই বিভক্তির নাম অনুসারে তৎপুরুষ সমাসের নাম হয়।

৩। **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ**—পূর্বপদে দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহাকে **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ** বলে। যথা—শরণকে আগত = শরণাগত ; সাহায্যকে প্রাপ্ত = সাহায্যপ্রাপ্ত ; মাকে হারা = মা-হারা ; লোককে দেখান = লোক দেখান ; ক্ষণ (কাল) ব্যাপিয়া স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী। এইরূপ স্বর্গগত, হস্তগত, বিস্ময়াপন্ন, জল তোলা, পাতাকাটা ইত্যাদি।

প্রয়োগ :—আমি বড় **বিপদাপন্ন**। তিনি গত বৎসর **স্বর্গগত** হইয়াছেন। মানুষের জীবন **ক্ষণস্থায়ী**। **রথ দেখায়** রথ দেখা, আর **কলা বেচায়** কলা বেচা।

৪। **তৃতীয়া তৎপুরুষ**—পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়া

যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহাকে **তৃতীয়া তৎপুরুষ** বলে। যথা—মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন=মেঘাচ্ছন্ন ; বিদ্যা দ্বারা হীন=বিদ্যাহীন ; মধু দিয়া মাখা=মধুমাখা ; ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা=ঢেঁকিছাটা। এইরূপ—পিতৃহীন, বিস্ময়ান্বিত, তালাবদ্ধ, মনগড়া, কালিমাখান, জলকাচা ইত্যাদি।

প্রয়োগ :—আজ আকাশ **মেঘাচ্ছন্ন**। **বিদ্যাহীন** ব্যক্তি পশুর সমান। **ঢেঁকিছাঁটা** চাউল কলের চাউল অপেক্ষা ভাল। **মধুমাখা** ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে' (—মাইকেল)।

৫। **চতুর্থী তৎপুরুষ**—পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তির লোপ হইলে **চতুর্থী তৎপুরুষ** সমাস হয়। যথা—দেবকে দত্ত=দেবদত্ত ; প্রজাদের জন্য হিত=প্রজাহিত ; বালিকাদের নিমিত্ত বিদ্যালয়=বালিকা বিদ্যালয়।

প্রয়োগ :—**দেবদত্ত** পুষ্পগুলি পায়ে লাগাইও না। তিনি **আরাম কেদারায়** বসিয়া বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন।

৬। **পঞ্চমী তৎপুরুষ**—পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তির লোপ হইলে **পঞ্চমী তৎপুরুষ** সমাস হয়। যথা—মেঘ হইতে মুক্ত=মেঘমুক্ত ; পদ পদ হইতে চ্যুত=পদচ্যুত ; ঘর হইতে ছাড়া=ঘরছাড়া ; বিলাত হইতে ফেরত=বিলাত ফেরত।

এইরূপ—দুগ্ধজাত, দস্যুভয়, কর্মভ্রষ্ট, রোগমুক্ত, স্কুল-পালানো, গাঁছাড়া, আগাগোড়া ইত্যাদি।

প্রয়োগ :—শরৎকালে আকাশ মেঘমুক্ত থাকে। ডেনমার্ক হইতে প্রচুর **দুগ্ধজাত** দ্রব্য রপ্তানী হয়। তাহার পিতা একজন **বিলাত ফেরত** ডাক্তার। 'সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, **পাঠশালা পলায়ন**'।

(রবীন্দ্রনাথ)।

৭। **ষষ্ঠী তৎপুরুষ**—পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হইলে **ষষ্ঠী তৎপুরুষ** সমাস হয়। যথা—বিদ্যার আলয়=বিদ্যালয়; পাঠের আগার =পাঠাগার; ফুলের বাগান=ফুলবাগান; ছবির ঘর=ছবি ঘর; ঠাকুরের পো (পুত্র)=ঠাকুরপো। এইরূপ—রান্নাঘর, চা-বাগান, হিমালয়, দেবালয়, বামুনপাড়া, ঠাকুরঝি ইত্যাদি।

৮। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে ইকারান্ত (ইন্ প্রত্যয়ান্ত) পুংলিঙ্গ শব্দ ইকারান্ত হয় এবং তা ভাগান্ত (তৃ-প্রত্যয়ান্ত) শব্দ তৃ-ভাগান্ত হয়। যথা—ধনীর গণ=ধনিগণ; পক্ষীর শাবক=পক্ষিশাবক; মাতার স্নেহ মাতৃস্নেহ; পিতার গৃহ=পিতৃগৃহ। এইরূপ—গুণিগণ, হস্তিদন্ত, ভাতৃ-গণ, পিতৃতুল্য ইত্যাদি।

৯। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদটি জাতিবাচক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হইলে উহা পুংলিঙ্গ হয়। যথা—ছাগীর দুগ্ধ=ছাগদুগ্ধ; মৃগীর শিশু= মৃগশিশু; মেষীর শাবক=মেষশাবক।

প্রয়োগ ঃ—**রাজপুত্র ফুল বাগানে** বেড়াইতেছিলেন। আমাদের দেশের **ধনিগণ** সাধারণত অলস। তাহার পাঠে **মনোযোগ** নাই। রমণীটি **পিতৃগৃহ** হইতে **পতিগৃহে** যাইতেছেন। **ছাগদুগ্ধ** অতিশয় পুষ্টিকর।

১০। **সপ্তমী তৎপুরুষ**—পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তির লোপ হইলে **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস** হয়। যথা—জলে মগ্ন=জলমগ্ন; কার্যে কুশল=কার্যকুশল; রণে নিপুণ=রণনিপুণ; গাছে পাকা=গাছপাকা; ঘরে পাতা=ঘরপাতা; নরের মধ্যে অধম=নরাধম। এইরূপ—নিম্ন-লিখিত, পাপাসক্ত, ভোজনপটু, তালিকাভুক্ত, গোলাভরা, রাতকাণা, বাক্সবন্দী; পুঁথিগত ইত্যাদি

প্রয়োগ ঃ—ভৃত্যটি খুব **কার্যদক্ষ**। আশুতোষের অসাধারণ

মাতৃভক্তি ছিল। **পুঁথিগত** বিদ্যার কোন মূল্য নাই। সেকালে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে **গোয়াল-ভরা** গরু আর **গোলা-ভরা** ধান থাকিত।

বহুব্রীহি সমাস

১। যে সমাসে সমস্যমান পদ অর্থাৎ যে দুই পদে সমাস হয়, তাহাদের কোনটির অর্থ না বুঝাইয়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়, তাহাকে **বহুব্রীহি সমাস** বলে। বহুব্রীহি সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন পদ প্রায়ই বিশেষণ হয়। ইহার ব্যাসবাক্যে যে, যিনি, যাহা দ্বারা, যাহার, যাহাতে প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা—দীর্ঘকায় যাহার=দীর্ঘকায়। এখানে সমাসবদ্ধ পদটি 'দীর্ঘ' এই বিশেষণ অথবা 'কায়' এই বিশেষ্য পদকে না বুঝাইয়া যাহার কায় (শরীর) দীর্ঘ, সেই ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। সুতরাং বহুব্রীহি সমাসে অন্য পদার্থ প্রধান হয়। যথা—মহান্ আশয় যাহার=মহাশয় ; স্থির বুদ্ধি যাহার=স্থিরবুদ্ধি ; মহান্ আত্মা যাহার=মহাত্মা ; দশ আনন যাহার=দশানন ; মুখ পোড়া যাহার=মুখ পোড়া ; নিঃ (নাই) ধন যাহার নির্ধন ; নিঃ (নাই) লজ্জা যাহার=নির্লজ্জ।

এইরূপ—হতবুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়, ক্ষুদ্রকায়, দুষ্টমতি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ঘর পোড়া, ডানা কাটা, নির্ভুল, একরোখা ইত্যাদি।

২। বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণ পদটি সাধারণত বিশেষ্য পদের পূর্বে বসে। যথা—খর্ব কায় যাহার=খর্বকায়। কিন্তু বিশেষণ পদটি বাংলা শব্দ হইলে উহা প্রায়ই পরে বসে। যথা—ডানা কাটা যাহার= ডানা কাটা। এইরূপ—নাক কাটা, পেট মোটা ইত্যাদি।

৩। খাঁটি বাংলা বহুব্রীহি সমাসে বিশেষ্যপদ পরে বসিলে

বিশেষ্যের উত্তর কখন কখন আ, ই, ঈ, ও, উয়া, ইয়া প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়। যথা—একে (একদিকে) রোখ যাহার=এক রোখা; অল্প বয়স যাহার=অল্পবয়সী; পেঁচার ন্যায় মুখ যাহার=পেঁচা মুখো; দশ হাত পরিমাণ যাহার=দশ হাতী (ধুতি)। এইরূপ—একগুঁয়ে, বিড়াল চোখো, ঘর মুখো, দোনলা (বন্দুক) ইত্যাদি।

প্রয়োগ :—এই সংবাদ শ্রবণে তিনি **হতবুদ্ধি** হইলেন। জাপানীরা **খর্বকায়**। **দুষ্টমতি** রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছিল। ঐ **পেট মোটা** লোকটি কে? ঈশ্বরের কাছে ধনী **নির্ধন** সকলেই সমান। ছেলেটি বড় **একরোখা**। তিন **দশ হাতী** ধুতি পরেন। বিমল আমার **সমবয়সী**।

দ্বিগু সমাস

১। যে সমাসে সংখ্যাবাচক পদ পূর্বে থাকিয়া যাহার অর্থাৎ একসঙ্গে বহু ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়, তাহাকে **দ্বিগু সমাস** বলে। যথা—পঞ্চ নদের সমাহার=পঞ্চনদ; ত্রি (তিন) ভুবনের সমাহার= ত্রিভুবন; সপ্ত অহের (দিনের) সমাহার=সপ্তাহ; চারি রাস্তার সমাহার=চৌরাস্তা। এইরূপ—ত্রিজগৎ, ত্রিফলা, তেমাথা, ত্রিবর্ণ, ত্রিসীমানা ইত্যাদি।

২। দ্বিগু সমাসে কোন কোন অকারান্ত ও আকারান্ত পরপদ ঈকারান্ত হয়। যথা—শত অব্দের (বৎসরের) সমাহার=শতাব্দী; পঞ্চ বটের সমাহার=পঞ্চবটী; চারি মোহনার সমাহার=চৌমোহনী। এইরূপ—দুয়ানী, পাঁচ সেরী, শত বার্ষিকী ইত্যাদি।

প্রয়োগ :—সাতদিনে এক **সপ্তাহ** হয়। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভার **নবরত্নের** এক রত্ন ছিলেন। এখন বিংশ **শতাব্দী**। আমি **চৌরাস্তায়** তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।

অব্যয়ীভাব সমাস

১। অব্যয় পদের সহিত বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় এবং যাদের অব্যয়ের অর্থই প্রধান হয়, তাহাকে **অব্যয়ীভাব সমাস** বলে। এই সমাসে অব্যয় পদ সাধারণত পূর্বে বসে। কিন্তু বাংলা অব্যয় পদ অনেক সময় পরে বসিয়া থাকে। যথা—দিনে দিনে = প্রতিদিন। এখানে 'প্রতি' এই অব্যয় পদটির সহিত 'দিন' এই বিশেষ্য পদটির সমাস হইয়াছে।

২। নিকটবর্তিতা, অভাব, পর্যন্ত, পরে, পুনঃ পুনঃ, হওয়া, কোন কিছুকেই অতিক্রম না করা প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যথা—কূলের নিকটে = উপকূল ; ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণ বা অনুক্ষণ, রোজ রোজ = হর রোজ ; ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ ; ভাতের অভাব = হা-ভাত ; মিলের অভাব = বেমিল বা গরমিল ; জীবন পর্যন্ত = আজীবন ; সমুদ্র পর্যন্ত = আসমুদ্র ; শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া = যথাশক্তি। এইরূপ—জন প্রতি, জন পিছু, টাকা প্রতি, নির্বিঘ্ন, বে-বন্দোবস্ত, আপাদমস্তক, যথাবিধি, যথাসাধ্য ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে আহার করিবে। আমি **যথাসাধ্য** চেষ্টা করিয়াছি। প্রফুল্লচন্দ্র **আজীবন** অবিবাহিত ছিলেন। পরেশ **হররোজ** বিলম্বে আসে। **মাথা পিছু** আট আনা চাঁদা দিতে হইবে।

অনুশীলনী

১। কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসে পার্থক্য কি? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। তৎপুরুষ সমাস কয়প্রকার এবং কি কি? প্রত্যেক প্রকারের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৩। সমাসের নাম ও ব্যাসবাক্য বল ঃ—

ধনহীন, ফলমূল, নীলাকাশ, দুর্ভিক্ষ, গঙ্গাজল, হস্তগত, রাজর্ষি, নববস্ত্র, নির্দয়, অগ্নিদগ্ধ, আকণ্ঠ, অজ্ঞান, বৃষ্টিপাত. আশ্চর্যান্বিত, ক্ষমাধর্ম, মেষশাবক, ও যথাবিধি।

৪। নীচের বাক্যগুলিতে বড় অক্ষরে ছাপা পদগুলির পরিবর্তে এক একটি সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার কর ঃ—

এই আমটি **গাছে পাকা**। শীঘ্রই দেশে **ভিক্ষার অভাব** হইবে। তাহার **বিদ্যা ও বুদ্ধি** নাই। আমি পুস্তকখানার **আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত** পড়িয়াছি। দুষ্টলোকের সঙ্গে বন্ধুতা করা **উচিত নয়**। **হস্তীর দন্ত** খুব মূল্যবান দ্রব্য। লোকটি **সর্পের দংশনে** প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শরৎকালে আকাশ **মেঘ হইতে মুক্ত** থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

শব্দ প্রকরণ

শব্দ ও পদের পার্থক্য

১। কতকগুলি বর্ণের মিলনে এক একটি শব্দ গঠিত হয়। প্রত্যেক শব্দেরই এক বা একাধিক অর্থ থাকে। শব্দে কোন বিভক্তি থাকে না। যথা—জল, লতা, নদী, পিতৃ, রাজন্, ধনিন, বলবৎ, বুদ্ধিমৎ—এক একটি শব্দ। ইহাদের প্রত্যেকটি কতিপয় বর্ণের সমষ্টি; ইহাদের প্রত্যেকটি কোন পদার্থ বা উহার গুণ বুঝায়। ইহাদের সহিত কোন কারকের বিভক্তি যুক্ত হয় নাই। সুতরাং ইহারা শব্দ। যে বিভক্তিহীন শব্দ সমষ্টি কোন পদার্থ বা উহার গুণ, ভাব বা অবস্থা বুঝায়, তাহাকে শব্দ বলে।

২। শব্দের বিভক্তি যোগ করিয়া উহাকে বাক্যে ব্যবহার করিলে উহা পদে পরিণত হয়। বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে। যথা,—জেলেরা নদীতে মাছ ধরিতেছে। এখানে 'জেলেরা' পদটি 'জেলে, শব্দের পক্ষে 'কে' বিভক্তি এবং 'নদীতে' পদটি 'নদী' শব্দের পক্ষে 'তে' বিভক্তি যোগ করিয়া গঠিত হইয়াছে। 'মাছ' পদটিতে কর্মকারকের 'কে' বিভক্তি যুক্ত ছিল কিন্তু উহা লোপ পাইয়াছে।

৩। পদের মূল অংশই শব্দ। পদ হইতে বিভক্তির লোপ করিলেই ঐ মূল অংশ বা শব্দ পাওয়া যায়।

বালকেরা, বালককে, বালকদিগকে বালকের, বালকদের, বালকে এইগুলি বিভক্তিযুক্ত শব্দ। এখানে ইহারা কোন বাক্যে ব্যবহৃত হয় নাই। এজন্য ইহাদিগকে পদ বলা যায় না। ইহাদের সকলেরই মূল অংশ 'বালক'। সুতরাং 'বালক' একটি শব্দ।

৪। কোন কোন স্থলে শব্দ ও পদের আকারে কোন প্রভেদ থাকে না। যথা,—বাগানে **ফুল** ফুটিয়াছে। রমা **ফুল** তুলিতেছে। এখানে প্রথম বাক্যে 'ফুল' শব্দে কর্তৃকারকের শূন্য বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কোন বিভক্তি যুক্ত হয় নাই। দ্বিতীয় বাক্যে 'ফুল' শব্দে কর্মকারকের 'কে' বিভক্তি লোপ পাইয়াছে। সুতরাং এখানে 'ফুল' পদের 'ফুল' শব্দের সহিত আকারগত কোন পার্থক্য নাই।

কৃৎ প্রত্যয়

১। ধাতুর সঙ্গে নানাবিধ প্রত্যয় যোগ করিয়া নূতন শব্দ গঠন করা যায়। যেমন 'গম্' একটি ধাতু। ইহার সঙ্গে অন্ প্রত্যয় যোগ করিলে 'গমন', ত প্রত্যয় যোগ করিলে, 'গত', তি প্রত্যয় যোগ করিলে 'গতি', তব্য প্রত্যয় যোগ করিলে 'গন্তব্য' এই নূতন শব্দগুলি পাওয়া যায়।

২। ধাতুর উত্তর যে সকল প্রত্যয় যোগ করিয়া শব্দ গঠন করা করা হয়, তাহাদিগকে **কৃৎ প্রত্যয়** বলে। কৃৎ প্রত্যয়ের দ্বারা যে সকল পদ নিষ্পন্ন হয়, তাহাদিগকে **কৃদন্ত পদ** বলে। যেমন—দৃশ্ + অন = দর্শন ; এখানে 'দৃশ্' ধাতুর উত্তর 'অন' এই কৃৎ প্রত্যয় যোগ করিয়া 'দর্শন' এই কৃদন্ত পদটি গঠিত হইয়াছে।

৩। বাঙ্গালায় ধাতু দুই প্রকার—**সংস্কৃত ধাতু** ও **বাঙ্গালা ধাতু**। সুতরাং কৃৎ প্রত্যয়ও দুই প্রকার—**সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়** ও **বাঙ্গালা কৃৎ-প্রত্যয়**। সংস্কৃত ধাতুর উত্তর তব্য, অনীয় প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় যোগ করা হয়, তাহাদিগকে **সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়** এবং বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর আ, অন্ত প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় যোগ করা হয়, তাহাদিগকে **বাংলা কৃৎ প্রত্যয়** বলে।

৪। ধাতুর উত্তর যে অর্থে প্রত্যয় হয়, তাহাকে প্রত্যয়ের বাচ্য বলে। বাচ্য দুই প্রকার—ভাববাচ্য ও কারক বাচ্য।

৫। যে প্রত্যয়ের দ্বারা ধাতুর অর্থমাত্র প্রকাশ পায়, তাহাকে ভাববাচ্যের প্রত্যয় বলে। যেমন—শ্রু + অন = শ্রবণ—এস্থলে 'শ্রু' ধাতুর অর্থ শোনা ; শ্রবণ শব্দের অর্থও শোনা ; সুতরাং অন প্রত্যয়টি ভাববাচ্যের প্রত্যয়।

৬। কর্তা, কর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন কারকের অর্থে যে সকল প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে কারক বাচ্যের প্রত্যয় বলে। কারক বাচ্য ছয় প্রকার। যথা—

কর্তৃবাচ্য – গৈ + অক = গায়ক (গান করে যে)।
কর্মবাচ্য—কৃ + তব্য = কর্তব্য (করা যায় যাহা)।
করণবাচ্য—যা + অন = যান (যাওয়া যায় যদ্দ্বারা)।
সম্প্রদান বাচ্য—দা + অনীয় = দানীয় (দান করা যায় যাহাকে)।

অপাদান বাচ্য—ভী + আনক = ভয়ানক (ভয় জন্মে যাহা হইতে)।

অধিকরণ বাচ্য—আস্ + অন = আসন (বসা যায় যাহাতে)।

৭। ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন পদগুলি প্রায়ই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এবং কারক বাচ্যে নিষ্পন্ন পদগুলি প্রায়ই বিশেষণ হয়। কারক বাচ্যের মধ্যে যে বাচ্যে কৃৎ প্রত্যয় হয়, কৃদন্ত পদটি তাহারই বিশেষণ হইয়া থাকে। যথা—পানীয় জল, কর্তব্য কর্ম ইত্যাদি।

৮। নিম্নে প্রধান প্রধান কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে—

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

তব্য

৯। 'ইহা করা হইবে বা করা উচিত' এই অর্থে কর্ম ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর **তব্য** প্রত্যয় হয়। যথা—'জানা উচিত বা জানিতে হইবে যাহা' এই অর্থে জ্ঞা + তব্য = জ্ঞাতব্য। এইরূপ—কৃ—কর্তব্য ; দা—দাতব্য ; গম্—গন্তব্য, দৃশ্—দ্রষ্টব্য ; বচ্—বক্তব্য ; শ্রু—শ্রোতব্য ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে আলস্য করা উচিত নয়। **বক্তব্য** বিষয় সংক্ষেপে বল।

অনীয়

১০। 'ইহা করা উচিত বা কর্তব্য' এই অর্থে কর্ম ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর **অনীয়** প্রত্যয় হয়। যথা—'পানের যোগ্য' এই অর্থে পা + অনীয় = পানীয় ; এইরূপ—কৃ—করণীয় ; স্মৃ—স্মরণীয় ; পূজি—পূজনীয় ; পালি—পালনীয় ; রক্ষ্—রক্ষণীয় ; দৃশ্—দর্শনীয় ; অর্চ্—অর্চনীয় ; প্র-অর্থি—প্রার্থনীয় ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—পলাশীর যুদ্ধ একটি **স্মরণীয়** ঘটনা। কলিকাতায় অনেক **দর্শনীয়** বস্তু আছে।

য

১১। 'ইহা করা যায় বা করা উচিত' এই অর্থে কর্ম ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর **য** প্রত্যয় হয়। যথা—'পানের যোগ্য' এই অর্থে পা+য= পেয়। এইরূপ—দা—দেয়; জি—জেয়; সহ্—সহ্য; লভ্—লভ্য ইত্যাদি।

১২। 'করা যায় যাহা' এই অর্থেও কর্মবাচ্যে ধাতুর উত্তর **য** প্রত্যয় হয়। যথা—'করা যায় যাহা, এই অর্থে কৃ+য=কার্য। এইরূপ—পচ্—পাচ্য; বুধ্—বোধ্য; মন্—মান্য; ত্যজ্—ত্যাজ্য; বচ্—বাচ্য (বলিবার যোগ্য); ভুজ—ভোজ্য (ভোজন করা যায় যাহা) এবং ভোগ্য (উপভোগ করা যায় যাহা) ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—এ টাকা তোমার **দেয়**। কুকথা কদাপি **বাচ্য** নহে। **ভোজ্য** দ্রব্য পরিষ্কৃত স্থানে রাখিবে।

ত

১৩। 'করা হইয়াছে যাহা' এই অর্থে কর্ম ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর **ত** প্রত্যয় হয়। যথা—'পড়া হইয়াছে যাহা' এই অর্থে পঠ্+**ত**= পঠিত। এইরূপ—কৃ—কৃত; জ্ঞা—জ্ঞাত; নী—নীত; স্থা—স্থিত ইত্যাদি।

১৪। 'হইয়াছে' এই অর্থে অকর্মক ও গমনার্থক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে **ত** প্রত্যয় হয়। যথা—'গিয়াছে যে' এই অর্থে গম্+ত= গত; 'মরিয়াছে যে' এই অর্থে মৃ+ত=মৃত। এইরূপ—স্থা—স্থিত;

ভী—ভীত, স্বপ্—সুপ্ত ; জন্—জাত, শ্রম্—শ্রান্ত, শুষ্—শুষ্ক, উৎ—ই—উদিত ; অতি—ই—অতীত ইত্যাদি।

১৫। ধাতুর উত্তর **ত** প্রত্যয় হইলে ধাতুর ও প্রত্যয়ের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। যথা—দৃশ্ + ত = দৃষ্ট ; লভ্ + ত = লব্ধ ; প্রচ্ছ্—পৃষ্ট, কৃষ্—কৃষ্ট, দহ্—দগ্ধ, স্নিহ্—স্নিগ্ধ, বুধ্—বুদ্ধ, পত্—পতিত, পঠ্—পঠিত, গম্—গত, জন্—জাত, হন্—হত, রম্—রত, ভন্‌জ—ভগ্ন, মস্‌জ্—মগ্ন, বচ্—উক্ত, স্বপ্—সুপ্ত, পা পীত, হা—হীন ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—বালকটি **ভীত** হইয়াছে। চৈত্র মাসে অনেক জলাশয় **শুষ্ক** হইয়া যায়। তিনি প্রধান শিক্ষকের পদে **নিযুক্ত** হইয়াছেন। তিনি আমার প্রার্থনা **পূর্ণ** করিলেন না। ছেলেটি বড় **শান্ত**।

তি

১৬। 'তাহার ভাব' এই অর্থে ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর **তি** প্রত্যয় হয়। **তি** প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন পদ বিশেষ্য। ধাতুর উত্তর **ত** প্রত্যয় যোগ করিলে যেরূপ পদের সৃষ্টি হয়, **তি** প্রত্যয় যোগ করিলেও সেইরূপ পদের সৃষ্টি হয়, কেবল **ত** স্থানে **তি** হয়। যথা—'গমন করার ভাব' এই অর্থে গম্ + তি = গতি। এইরূপ—স্থা—স্থিতি ; দৃশ্—দৃষ্টি ; শম্—শান্তি ; ভ্রম্—ভ্রান্তি ; সৃজ্—সৃষ্টি ; বুধ্—বুদ্ধি ; স্মৃ—স্মৃতি ; বচ্—উক্তি ; বৃষ্—বৃষ্টি ; মুচ্—মুক্তি ; খ্যা—খ্যাতি, হা—হানি ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—পাগলের **উক্তি** ধর্তব্য নহে। তাহার **ভ্রান্তি** দূর হইয়াছে। এদিকে তাহার মোটেই **দৃষ্টি** নাই।

তৃ

১৭। 'করে যে,' এই অর্থে কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর **তৃ** প্রত্যয় হয়। **তৃ** প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদের প্রথমা বিভক্তির একবচনে পুংলিঙ্গে **তৃ** স্থানে **তা**

এবং স্ত্রীলিঙ্গে তৃ স্থানে ত্রী হয়। যথা—'দান করে যে' এই অর্থে দা+তৃ=দাতৃ, প্রথমার একবচনে পুংলিঙ্গে দাতা, স্ত্রীলিঙ্গে দাত্রী। এইরূপ—কৃ—কর্তা, নী—নেতা, শ্রু—শ্রোতা, বচ্—বক্তা, ক্রী—ক্রেতা, জি—জেতা, যুধ্—যোদ্ধা, ভৃ—ভর্তা, বি—ধা—বিধাতা।

প্রয়োগঃ—তিনি এই বাড়ীর **কর্তা**। প্রতাপ সাহসী **যোদ্ধা** ছিলেন। **ধাত্রী** পান্নার নাম সকলেই শুনিয়াছ। দেশের **নেতৃগণের** এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

অক

১৮। 'করে যে' এই অর্থে কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর **অক** প্রত্যয় হয়। যথা—'পাক করে যে' এই অর্থে পচ্+অক=পাচক। এইরূপ দৃশ্—দর্শক ; গা—গায়ক ; নী—নায়ক ; কৃ—কারক ; পূজি—পূজক ; পঠ্—পাঠক ; লিখ্—লেখক ; জনি—জনক ; পালি—পালক ; হন্—ঘাতক ইত্যাদি।

অন

১৯। বিভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন বাচ্যে **অন** প্রত্যয় হয়। যথা—

(ক) 'ইহা দ্বারা কার্য নিষ্পন্ন হয়,' এই অর্থে **অন** প্রত্যয় হয়। যথা—'যাওয়া যায় যদ্দারা' এই অর্থে যা+অন=যান। এইরূপ—নী নয়ন ; চর্—চরণ ; কৃ—করণ ; বহ্—বাহন ইত্যাদি।

(খ) ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর **অন** প্রত্যয় হয়। যথা—'গমনের ভাব বা কার্য' এই অর্থে গম্+অন=গমন। এইরূপ—ভুজ্—ভোজন ; শী—শয়ন ; দা—দান ; শ্রু—শ্রবণ ; দৃশ্—দর্শন ; স্মৃ—স্মরণ ; হৃ—হরণ ; রুদ্—রোদন ; জ্ঞা—জ্ঞান ; চি—চয়ন ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—সেখানে কোন **যান-বাহন** পাওয়া গেল না। আমারা কর্ণ দ্বারা **শ্রবণ** এবং চক্ষু দ্বারা **দর্শন** করি।

বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

২০। ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর **ই** প্রত্যয় হয়। যথা—হাস্ + ই = হাসি। এইরূপ—চুর্—চুরি, হাঁচ—হাঁচি প্রভৃতি।

২১। 'কিছু হইতে বা করিতে উদ্যত' এই অর্থে ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে **ই** প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয়ান্ত পদের প্রায়ই দ্বিত্ব হয়। যথা——'যাইতে উদ্যত' এই অর্থে যা + ই = যাই। এইরূপ—পড়্—পড়ি, খা—খাই ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—তাহার মুখে **হাসি** লাগিয়াই আছে। ছেলেটা সর্বদাই **খাই খাই** করে। এই সময়ে শীতটা **পড়ি পড়ি** করিতেছিল (শরচ্চন্দ্র)।

আ

২২। ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর **আ** প্রত্যয় হয়। এই অর্থে **আ** প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন পদ ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য হয়। যথা—কর্ + আ = করা। এইরূপ বল্—বলা, শুন্—শোনা, থাক্—থাকা, চল্—চলা, ধর্—ধরা, বেচ্—বেচা, কিন—কেনা, খা—খাওয়া, দি—দেওয়া ইত্যাদি।

২৩। 'করা হইয়াছে যাহা' এই অর্থে ধাতুর উত্তর **আ** প্রত্যয় যোগ করিয়া ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ গঠিত হয়। যথা—'দেখা হইয়াছে যাহাকে' এই অর্থে দেখ্ + আ = দেখা (লোক)। এইরূপ—শুন্—শুনা বা শোনা (কথা), ভাজ্—ভাজা, কর্—করা, ফুট্—ফোটা, তুল্—তোলা, ভাঙ্গ্—ভাঙ্গা, ধু—ধোয়া, লিখ্—লেখা ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—আমার **দেখা** লোক, **ভাজা** মাছ; **ফোটা** ফুল; **ভাঙ্গা** ঘর; **ধোয়া** কাপড় ইত্যাদি।

২৪। কর্তৃ, কর্ম, করণ এবং অধিকরণ বাচ্যে ধাতুর উত্তর **আ** প্রত্যয় হয়। এই সকল অর্থে **আ** প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদ অনেক সময়ই অন্য শব্দের সহিত মিলিত বা সমাসবদ্ধ হইয়া ব্যবহৃত হয়। যথা—'ধামা ধরে যে' এই অর্থে 'ধামাধরা'।

এইরূপ—গাঁট-**কাটা**, ভাত-রাঁ**ধা** (বামুন), ছেলে-**ধরা** ইত্যাদি। 'ঘরে পাতিয়াছে যাহা এই অর্থে ঘরে **পাতা** দই। এইরূপ—'কাপড় কাচা যায় যদ্দ্বারা' এই অর্থে কাপড়-**কাচা** সাবান। এইরূপ—পাখী-**মারা** বন্দুক; মানুষ-**মারা** কল; আঁখ-**মাড়া** কল ইত্যাদি।

ইয়ে

২৬। 'ইহাতে অভ্যস্ত যে' এই অর্থে ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে **ইয়ে** প্রত্যয় হয়। যথা—'বাজাইতে অভ্যস্ত যে' এই অর্থে বাজ্+ইয়ে= বাজিয়ে। এইরূপ—খা—খাইয়ে (খাইতে খুব অভ্যস্ত), নাচ্—নাচিয়ে, গা—গাইয়ে ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—লোকটি বেশ **গাইয়ে** (গায়ক)। এমন **খাইয়ে** খুব কম দেখা যায়।

নি

২৬। কর্তৃ, কর্ম, করণ ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর **নি** প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয় কোন কোন স্থলে প্রসারিত হইয়া আনি, আনী, অনি, উনি ও উনী—এই সমস্ত বিভিন্ন আকার ধারণ করে। যথা—কর্তৃবাচ্যে—'রাঁধে যে' এই অর্থে রাঁধ+উনি=রাঁধুনি (বামুন)। কর্মবাচ্যে—

'জ্বালায় যাহা' এই অর্থে জ্বাল্ + আনি = জ্বালানি (কাষ্ঠ)। করণ বাচ্যে—'ছাঁকা যায় যাহা দ্বারা' এই অর্থে ছাঁক + নি = ছাঁকনি। এইরূপ—ঢাক—ঢাকনি ; নিড়্—নিড়ানী।

ভাববাচ্যে—'শুনিবার কার্য' এই অর্থে শুন্ + আনি = শুনানি। এইরূপ—ঝাঁক—ঝাঁকানি, ঝাঁকনি বা ঝাঁকুনি, উড়্—উড়ানি, উড়ানী বা উড়নী (চাদর), তুল—তুলানি বা তোলানি ; লাফ্—লাফানি ; হাঁপ্—হাঁপানি, গাঁথ্—গাঁথুনি বা গাঁথুনী ; নিক্—নিকানি বা নিকুনী ; খাট—খাটুনি ইত্যাদি।

প্রয়োগ :—আজ মোকদ্দমাটির **শুনানি** হইবে। এখানে **জ্বালানি** কাঠ খুব সস্তা। তাহার **খাটুনি** খুব বেশী। সে খুব **বকুনি** খাইয়াছে।

আন

২৭। ভাববাচ্যে এবং কখন যখন কারকবাচ্যে প্রয়োজক ও অন্যান্য কতিপয় ধাতুর উত্তর **আন** প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয় কখন কখন আন্ বা আনো রূপ ধারণ করে। এই প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন পদ প্রায়ই ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ হয়। যথা—'জানাইবার কার্য' এই অর্থে জান্ + আন = জানান অথবা জান্ + আন্ = জানান্ অথবা জান্ + আনো = জানানো। এইরূপ চালা—চালান ; উড়া—উড়ান ; গড়া—গড়ান, করা—করান, দেখা—দেখান, ইত্যাদি।

প্রয়োগ :—তাহাকে **জানান** হয় নাই। এ কাজ **চালান** তাহার পক্ষে অসম্ভব। ঘুড়ি **উড়ান** ছেলেদের প্রিয় খেলা। এগুলি আসল দাঁত নয়, **বাঁধান** (বা বাঁধানো) দাঁত। দেয়ালে **টাঙানো** ছবিটি কাহার ? তাহার অনেক **লুকান** টাকা আছে।

অন্ত

২৮। কর্তৃবাচ্যে বর্তমানকালে কতকগুলি ধাতুর উত্তর **অন্ত** প্রত্যয় হয়। 'এইরূপ করিতেছে বা এইরূপ অবস্থায় আছে' এই অর্থে **অন** প্রত্যয় বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠন করে। যথা—'চলিতেছে যাহা' এই অর্থে চল্ + অন্ত = চলন্ত (গাড়ী)। এইরূপ—জীব্—জীবন্ত ; ঘুম্—ঘুমন্ত ; উঠ্—উঠন্ত ; পড়্—পড়ন্ত ; বাড়্—বাড়ন্ত ; জি—জীয়ন্ত বা জ্যান্ত ; ফুর—ফুরন্ত ; ফুট—ফুটন্ত।

প্রয়োগ :—**ফুটন্ত** জল। **ফলন্ত** গাছ। **জ্বলন্ত** দৃষ্টান্ত। **অফুরন্ত** হাসি। **ঘুমন্ত** শিশু।

অত

২৯। কর্তৃ, কর্ম প্রভৃতি কারক বাচ্যে ধাতুর উত্তর **অত** প্রত্যয় হয়। ইহা প্রসারিত হইয়া স্থানে স্থানে অতা, অতি বা অতী রূপ ধারণ করে। যথা—ফিরে বা ফিরিয়াছে যে এই অর্থে ফির্ + অতা = ফেরত কিংবা ফির্ + অতা = ফেরতা। এইরূপ চল্ + অতি = চলতি (যাহা চলিতেছে); জান্ + অতা = জান্তা ; বহ - বহতা, উঠ্—উঠতি ; বস—বসত বা বস্‌তি ইত্যাদি।

প্রয়োগ :—বিলাত **ফেরত** বা বিলাত **ফেরতা** ব্যারিস্টার। **চলতি** ভাষা। **উঠতি** বয়স। **বহতা** জল।

তি ও অতি

৩০। ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর **তি** ও **অতি** প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয় দুইটি দ্বারা নিষ্পন্ন পদ ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য। যথা - পড়্ + অতি = পড়্‌তি (পতন)। এইরূপ—উঠ্—উঠ্‌তি ; বাড়্ - বাড়্‌তি ;

ভর্—ভর্তি বা ভর্তি। ঘাট্—ঘাটতি ; কম—কমতি ; গুণ—গুণ্তি ; চুক্—চুক্তি ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—ব্যবসায়ে তাহার **ঘাটতি** হইয়াছে। চাউলের পরিমাণ ঠিকই আছে, **বাড়্তি** বা **কম্তি** হয় নাই।

অন

৩১। ভাববাচ্যে ও কারক বাচ্যে ধাতুর উত্তর **অন** প্রত্যয় হয়। স্বরবর্ণের পরবর্তী **অন** স্থানে **ওন** হয়। এই প্রত্যয় দ্বারা ক্রিয়াবাচক এবং কখন কখন বস্তুবাচক বিশেষ্য গঠিত হয়। যথা—নাচ্+অন=নাচন ; খা+অন=খাওন। এইরূপ—চাহ্—চাহন বা চাওন ; থাক্—থাকন ; মর্—মরণ ; চাক্—চাকন ; ঝুল—ঝুলন ; কাঁদ—কাঁদন ; হ—হওন ; শুন্—শুনন ; ঝাড়্—ঝাড়ন (ধূলা ঝাড়িবার বস্ত্রখণ্ড) ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—খোকার **নাচন** দেখ। লোকটির **চাহন** দেখিলে ভয় হয়।

অনা বা না

৩২। কর্তৃ প্রভৃতি কারকবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর **অনা** বা **না** প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয় প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত অন প্রত্যয়েরই প্রসার। যথা,—খেলা যায় যাহা দ্বারা' এই অর্থে খেল্+অনা=খেল্না ; জল ঝরে যাহা হইতে' এই অর্থে ঝর্+অনা=ঝর্ণা ; পা+অনা=পাওনা। এইরূপ—কাঁদ্—কান্না ; দে—দেনা ; বাজ্—বাজনা ; রাধ্—রান্না ; শুখ্—শুখ্না (শুখাইয়াছে যাহা) ; বাটনা (বাটা যায় যাহা) ; ঢাক্না (ঢাকা যায় যাহা দ্বারা) ; দোলনা (দোলে যাহাতে)।

প্রয়োগ ঃ—তোমার **পাওনা** কত? ঝি **কুটনা** কুটে ও **বাটনা** বাটে। ঐ **বাজনা** শোনা যায়।

আই

৩৩। ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর **আই** প্রত্যয় হয়। যথা—যাচ + আই = যাচাই। এইরূপ বাছ্—বাছাই, লড়্—লড়াই, ঢাল্—ঢালাই, বাঁধ্—বাঁধাই, খোদ্—খোদাই; ঝাল্—ঝালাই ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—সৈন্যেরা **লড়াই** করিতেছে। বইখানার **বাঁধাই** বেশ ভাল।

উয়া বা ও

৩৪। 'করে যে' এই অর্থে ধাতুর উত্তর **উয়া** বা **ও** প্রত্যয় হয়। যথা—'পড়ে যে' এই অর্থে পড়্ + উয়া = পড়ুয়া (= ছাত্র); 'উড়ে যাহা' এই অর্থে উড় + ও = উড়ো।

প্রয়োগ ঃ—**উড়ো** জাহাজ দেখিয়াছ কি? এই **পোড়ো** বাড়ীটি কাহার?

ক

৩৫। কারক ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়। যথা—মুড়্ + ক = মোড়ক; মড়্—মড়ক; চড়্—চড়ক; ফাট্—ফাটক; বৈঠ্—বৈঠক ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—এই **মোড়কটি** আজ ডাকে আসিয়াছে। তাহাকে **আটক** রাখা হইয়াছে।

উ, ও, অ

৩৭। 'কিছু করিতে বা হইতে উদ্যত' কিংবা 'প্রায় এইরূপ' এই অর্থে ধাতুর উত্তর **উ, ও** এবং **অ** প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয় যুক্ত শব্দ

বিশেষণ এবং প্রায়ই দ্বিরুক্ত হইয়া থাকে। যথা—'ডুবিতে উদ্যত' এই অর্থে ডুব্‌+উ=ডুবু; 'প্রায় কাঁদে' এই অর্থে কাদ্‌+অ=কাঁদ বা কাঁদ্‌+ও=কাঁদো; হ+উ=হবু (জামাই)।

প্রয়োগ:—ছেলেটি **কাঁদ কাঁদ** হইয়া বলিল। কুকুরটা **মর মর** হইয়াছে। বাতিটা **নিবু নিবু** হইয়াছে। **দাউ দাউ** করিয়া আগুন জ্বলিতেছে।

তদ্ধিত প্রত্যয়

১। শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন অর্থে নানাবিধ প্রত্যয় যোগ করিয়া নূতন নূতন শব্দ গঠন করা যায়। এই প্রত্যয়গুলিকে **তদ্ধিত প্রত্যয়** বলে। তদ্ধিত প্রত্যয়ের দ্বারা যে সকল পদ নিষ্পন্ন হয়, তাহাদিগকে **তদ্ধিতান্ত পদ** বলে। যথা—'গুরু' একটি শব্দ। ইহার সঙ্গে 'তা' প্রত্যয় যোগ করিলে 'গুরুতা', 'ত্ব' প্রত্যয় যোগ করিলে 'গুরুত্ব', 'ইমন্‌' প্রত্যয় যোগ করিলে 'গরিমা' এবং 'গিরি' প্রত্যয় যোগ করিলে 'গুরু-গিরি' এই তদ্ধিতান্ত পদগুলি পাওয়া যায়।

তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিলে অনেক স্থলে শব্দ ও প্রত্যয়ের কিছু কিছু রূপান্তর হয়। যথা—শরীর+ইক=শারীরিক; শরৎ+ঈয়= শারদীয়; গাড়ী+ওয়ান=গাড়োয়ান ইত্যাদি।

২। কৃৎ প্রত্যয়ের ন্যায় তদ্ধিত প্রত্যয়ও দুই প্রকার—সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় ও বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়। পর পৃষ্ঠায় উভয় প্রকারের প্রধান প্রধান প্রত্যয়গুলির উদাহরণ দেওয়া হইতেছে:—

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

ত্ব ও তা

৩। 'তাহার ভাব' এই অর্থে শব্দের উত্তর **ত্ব** ও **তা** প্রত্যয় হয়। যথা—'সাধুর ভাব' এই অর্থে সাধু + ত্ব = সাধুত্ব কিংবা সাধু + তা = সাধুতা। এইরূপ—সরল—সরলতা; মধুর—মধুরতা; আত্মীয়—আত্মীয়তা; গুরু - গুরুত্ব বা গুরুতা; লঘু—লঘুত্ব বা লঘুতা; বন্ধু—বন্ধুত্ব বা বন্ধুতা; ভ্রাতৃ—ভ্রাতৃত্ব; মহৎ—মহত্ব ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—বালকটির **সাধুতা** প্রশংসনীয়। **বন্ধুত্ব** বিষয়ে একটি রচনা লিখ।

অ

৪। 'তাহার অপত্য বা সন্তান' এই অর্থে শব্দের উত্তর **অ** প্রত্যয় হয়। যথা—'রঘুর অপত্য' এই অর্থে রঘু + অ = রাঘব। এইরূপ—মনু—মানব, পাণ্ডু—পাণ্ডব, কুরু - কৌরব; পুত্র—পৌত্র; দুহিতৃ—দৌহিত্র ইত্যাদি।

৫। 'তাহার ভক্ত বা উপাসক' এই অর্থেও অ প্রত্যয় হয়। যথা—'শিবের ভক্ত বা উপাসক' এই অর্থে শিব + অ = শৈব। এইরূপ—বিষ্ণু—বৈষ্ণব, শক্তি—শাক্ত ইত্যাদি।

৬। 'তাহার বিকার' এই অর্থেও **অ** প্রত্যয় হয়। যথা—'তিলের বিকার' এই অর্থে তিল + অ = তৈল। এইরূপ—হেম—হৈম।

৭। 'তাহার ভাব বা কর্ম' এই অর্থেও **অ** প্রত্যয় হয়। যথা—'যুবার ভাব' এই অর্থে যুবন্ + অ = যৌবন। এইরূপ—শিশু—শৈশব; গুরু—গৌরব; পশু - পাশব।

৮। 'তাহার সম্বন্ধীয়' এই অর্থে **অ** প্রত্যয় হয়। যথা—'পৃথিবীর সম্বন্ধীয়' এই অর্থে পৃথিবী + অ = পার্থিব। এইরূপ—শরীর—শারীর, মনস্—মানস ইত্যাদি।

৯। মূল শব্দের অর্থেই কোন কোন শব্দের উত্তর **অ** প্রত্যয় হয়। যথা—বন্ধু + অ = বান্ধব, চোর—চৌর। 'পৃথিবীর রাজা' অর্থে পৃথিবী + অ = পার্থিব।

প্রয়োগ ঃ—যৌবন অতি বিষম কাল। **মানব** মরণশীল।

য

১০। 'তাহার ভাব বা কর্ম' এই অর্থে **য** প্রত্যয় হয়। যথা—'ধীরের ভাব' এই অর্থে ধীর + য = ধৈর্য, 'চোরের কর্ম' এই অর্থে চোর + য = চৌর্য। এইরূপ—সুজন—সৌজন্য, সুন্দর—সৌন্দর্য, অলস—আলস্য, কবি—কাব্য, বণিজ্—বাণিজ্য, কৃপণ—কার্পণ্য।

১১। 'তথায় স্থিত বা উৎপন্ন' এই অর্থেও **য** প্রত্যয় হয়। যথা—'গ্রামে স্থিত বা উৎপন্ন' এই অর্থে গ্রাম + য = গ্রাম্য। এইরূপ—বন—বন্য, দন্ত—দন্ত্য, কণ্ঠ—কণ্ঠ্য, তালু—তালব্য ইত্যাদি।

১২। 'তাহার যোগ্য' এই অর্থেও **য** প্রত্যয় হয়। যথা—'বধের যোগ্য' এই অর্থে বধ + য = বধ্য। এইরূপ—অর্ঘ—অর্ঘ্য, ন্যায়—ন্যায্য ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—ধৈর্য ধারণ কর। তিনি **গ্রাম্য** বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ক না জানে দূতকুল **অবধ্য** সমরে ?'

ইমন্

১৩। 'তাহার ভাব' এই অর্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর **ইমন্** প্রত্যয় হয়। যথা—'মহতের ভাব' এই অর্থে মহৎ + ইমন্ = মহিমন্

(প্রথমার একবচনে মহিমা) এইরূপ—গুরু—গরিমা, নীল—নীলিমা, দীর্ঘ—দ্রাঘিমা ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—ঈশ্বরের **মহিমা** অপার।

ইক

১৪। 'তাহা জানে বা অধ্যয়ন করে যে' এই অর্থে **ইক** প্রত্যয় হয়। যথা—'বেদ জানে বা অধ্যয়ন করে যে' এই অর্থে বেদ+ইক=বৈদিক।

১৫। 'তাহা দ্বারা কৃত' এই অর্থেও **ইক** প্রত্যয় হয়। যথা—'শরীর দ্বারা কৃত' এই অর্থে শরীর+ইক=শারীরিক। এইরূপ—কায়—কায়িক, মনস্—মানসিক ইত্যাদি।

১৬। 'সেই স্থানে বা সেই কালে উৎপন্ন' এই অর্থেও **ইক** প্রত্যয় হয়। যথা—'সমুদ্রে উৎপন্ন' এই অর্থে সমুদ্র+ইক=সামুদ্রিক। এইরূপ-হেমন্ত—হৈমন্তিক, মাস—মাসিক, দিন—দৈনিক, বর্ষ—বার্ষিক, বৎসর—বাৎসরিক ইত্যাদি।

১৭। 'তাহার সম্বন্ধীয়' এই অর্থেও **ইক** প্রত্যয় হয়। যথা—'লোকের সম্বন্ধীয়' এই অর্থে লোক+ইক=লৌকিক। এইরূপ—সমাজ—সামাজিক ; মূল—মৌলিক, মুখ—মৌখিক, নীতি—নৈতিক, বিজ্ঞান—বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—**শারীরিক** পরিশ্রম অপেক্ষা **মানসিক** পরিশ্রমের মূল্য অধিক। পুরীতে নানাপ্রকার **সামুদ্রিক** মৎস্য পাওয়া যায়। তাঁহার **বার্ষিক** আয় পাঁচ হাজার টাকা।

ঈয়

১৮। 'তাহার সম্বন্ধীয়' বা 'তাহার ইহা' এই অর্থে **ঈয়** প্রত্যয় হয়। যথা—'স্থান সম্বন্ধীয়' এই অর্থে স্থান+ঈয়=স্থানীয় ; এইরূপ,

—জল—জলীয় ; বঙ্গ—বঙ্গীয় ; জাতি—জাতীয় ; স্বর্গ—স্বর্গীয়, শরৎ—শারদীয় ইত্যাদি। 'আপনার ইহা' এই অর্থে ভবৎ+ঈয়= ভবদীয়। এইরূপ—অস্মদ—অস্মদীয় (আমাদের) ; যুষ্মদ—যুষ্মদীয় (তোমাদের) ; স্ব—স্বীয় বা স্বকীয় ; পর—পরকীয় ; তদ্—তদীয় ; রাজন্—রাজকীয়।

(ক) একজন বুঝাইলে অস্মদ্ শব্দ স্থানে মদ্ এবং যুষ্মদ্ শব্দ স্থানে ত্বদ্ হয়। যথা—মদীয় (আমার), ত্বদীয় (তোমার)।

প্রয়োগ ঃ—জাতীয় উন্নতির মূলে ব্যক্তিগত উন্নতি। **রাজকীয়** আদেশ অমান্য করিলে দণ্ড পাইবে। বাঙ্গালা আমাদের **স্বকীয়** ভাষা।

ইন্ ও বিন্

১৯। 'তাহা ইহার বা ইহাতে আছে' এই অর্থে **ইন** ও **বিন** প্রত্যয় হয়। যথা—'ধন আছে ইহার' এই অর্থে ধন+ইন্=ধনিন (প্রথমার একবচনে ধনী) ; 'যশঃ আছে ইহার' এই অর্থে যশ+বিন্ =যশস্বিন (প্রথমার একবচনে যশস্বী)। এইরূপ—সুখ—সুখী, জ্ঞান—জ্ঞানী, মান—মানী, হস্ত (শুঁড়) হস্তী ; তপস্—তপস্বী, তেজস্—তেজস্বী, মেধা—মেধাবী ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—গুণী লোককে সকলেই আদর করে। আশুতোষ অতিশয় **মেধাবী** ছাত্র ছিলেন।

ময়

২০। বিকার, ব্যাপ্তি, অবয়ব, স্বরূপ প্রভৃতি অর্থে **ময়** প্রত্যয় হয়। যথা—'স্বর্ণের বিকার' এই অর্থে স্বর্ণ+ময়=স্বর্ণময়। এইরূপ,

মৃণ্ময়, হিরণ্ময় ইত্যাদি। 'জলে ব্যাপ্ত' এই অর্থে জল + ময় = জলময়। 'কাষ্ঠ অবয়ব যাহার' এই অর্থে কাষ্ঠ + ময় = কাষ্ঠময়।

প্রয়োগ ঃ—**মৃণ্ময়** পাত্র। বর্ষাকালে সমস্ত স্থান **জলময়** হয়।

মৎ ও বৎ

২১। 'তাহা ইহার বা ইহাতে আছে' এই অর্থে মৎ ও বৎ প্রত্যয় হয়। যথা—'বুদ্ধি আছে যাহার' এই অর্থে বুদ্ধি + মৎ = বুদ্ধিমৎ (প্রথমার একবচনে বুদ্ধিমান্)। এইরূপ—ধী—ধীমান্, দয়া—দয়াবান্ যশস্—যশস্বান, লক্ষ্মী—লক্ষ্মীবান্, জ্ঞান—জ্ঞানবান, শ্রী—শ্রীমান, শক্তি—শক্তিমান্, ভক্তি—ভক্তিমান্ ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—ছেলেটি অতিশয় **বুদ্ধিমান**। ঈশ্বরচন্দ্র অতিশয় **দয়াবান** ছিলেন।

তর ও তম

২২। দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে **তর** ও বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে **তম** প্রত্যয় হয়। যথা—দুইয়ের মধ্যে উচ্চ এই অর্থে উচ্চ + তর = উচ্চতর ; বহুর মধ্যে উচ্চ এই অর্থে উচ্চ + তম = উচ্চতম। এইরূপ—ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম ; বৃহৎ—বৃহত্তর, বৃহত্তম ; বিজ্ঞ—বিজ্ঞতর, বিজ্ঞতম ; লঘু—লঘুতর, লঘুতম।

প্রয়োগ ঃ—হিমালয় আল্পস পর্বত অপেক্ষা **উচ্চতর**। হিমালয় পৃথিবীর **উচ্চতম** পর্বত। স্থলচর জন্তুর মধ্যে হস্তী **বৃহত্তম**।

ঈয়স্ ও ইষ্ঠ

২৩। দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে **ঈয়স্** ও বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে **ইষ্ঠ** প্রত্যয় হয়। যথা—দুইয়ের মধ্যে লঘু

এই অর্থে লঘু + ঈয়স্ = লঘীয়স (প্রথমা বিভক্তির একবচনে লঘীয়ান্ ও স্ত্রীলিঙ্গে লঘীয়সী) ; বহুর মধ্যে লঘু এই অর্থে লঘু + ইষ্ঠ = লঘিষ্ঠ। এইরূপ পাপিন্—পাপীয়স্ (পাপীয়ান্), পাপিষ্ঠ ; গুরু—গরীয়স্ (গরীয়ান্), গরিষ্ঠ ইত্যাদি।

২৪। তর ও তম প্রত্যয় পরে থাকিলে গুরু স্থানে গর্, প্রিয় স্থানে প্র, প্রশস্য স্থানে শ্র, যুবন্ স্থানে কন্ এবং বৃদ্ধ শব্দের স্থানে বর্ষ ও জ্য হয়। যথা—গুরু—গরীয়স্ (গরীয়ান্), গরিষ্ঠ ; প্রিয়—প্রেয়স্ (প্রেয়ান, স্ত্রীলিঙ্গে প্রেয়সী), প্রেষ্ঠ ; প্রশস্য—শ্রেয়স্ (শ্রেয়ান্), শ্রেষ্ঠ ; যুবন্—কনীয়স্ (কনীয়ান্), কনিষ্ঠ ; বৃদ্ধ—বর্ষীয়স (বর্ষীয়ান্) বা জ্যায়স্ (জ্যায়ান্), বর্ষিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ।

২৫। বহু শব্দের উত্তরে ঈয়স্ ও ইষ্ঠ যোগ করিলে যথাক্রমে ভূয়স্ (ভূয়ান্, স্ত্রীলিঙ্গে ভূয়সী) ও ভূয়িষ্ঠ পদ হয়।

প্রয়োগ :—ভারতে হিন্দুগণ সংখ্যায় **গরিষ্ঠ**। 'জগতের **শ্রেষ্ঠ** ব্যক্তিদিগের চরিত্র সমুদ্রের ন্যায় গূঢ় ও বিরাট'। দশরথের চারি পুত্রের মধ্যে রাম **জ্যেষ্ঠ** ছিলেন। জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও **গরীয়সী**।

ইত

২৬। 'ইহা জন্মিয়াছে' এই অর্থে **ইত** প্রত্যয় হয়। যথা—দুঃখ জন্মিয়াছে ইহার এই অর্থে দুঃখ + ইত = দুঃখিত। এইরূপ—ক্ষুধা—ক্ষুধিত, মূর্চ্ছা—মূর্চ্ছিত, ব্যথা—ব্যথিত, পুষ্প—পুষ্পিত, ফল—ফলিত। পুলক—পুলকিত।

প্রয়োগ :—তাহার ব্যবহারে অত্যন্ত **ব্যথিত** হইয়াছি। **ক্ষুধিত** ব্যক্তিকে অন্নদান করিবে।

বৎ

২৭। 'ইহার তুল্য' এই অর্থে বৎ প্রত্যয় হয়। যথা—'পুত্রের ন্যায়' এই অর্থে পুত্র + বৎ = পুত্রবৎ। এইরূপ—মাতৃ—মাতৃবৎ, জল—জলবৎ, বিষ—বিষবৎ, মৃত—মৃতবৎ ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—তিনি আমাকে **পুত্রবৎ** স্নেহ করেন। কুসঙ্গ **বিষবৎ** পরিত্যাজ্য।

দা, থা ও ধা

২৮। কালার্থে **দা** প্রত্যয় হয়। যথা—'সর্বসময়ে' এই অর্থে সর্ব + দা = সর্বদা বা সদা। এইরূপ এক—একদা, যদ্—যদা, তদ্—তদা।

(ক) প্রকার অর্থে থা ও ধা প্রত্যয় হয়। যথা—'সর্ব প্রকারে' এই অর্থে সর্ব + থা = সর্বথা ; এইরূপ—অন্য—অন্যথা, যদ্—যথা (যে প্রকার), তদ্—তথা। 'দুই প্রকার' এই অর্থে দ্বি + ধা = দ্বিধা। এইরূপ—ত্রিধা, শতধা ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—মাতাপিতার আদেশ **সর্বথা** পালনীয়। বসুমতি! তুমি **দ্বিধা** বিভক্ত হও।

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

দার

২৯। 'ইহার ধারক বা কর্তা' এই অর্থে **দার** প্রত্যয় হয়। যথা—'দোকানের কর্তা, এই অর্থে দোকান + দার = দোকানদার। এইরূপ—চৌকিদার, জমিদার, অংশীদার, মজাদার, ব্যবসাদার, কেল্লাদার, জমাদার, হাবিলদার, চড়নদার (যে চড়িয়া যায়) ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—তিনি এই কারবারের একজন **অংশীদার**। নৌকায় কোন **চড়নদার** ছিল না।

ই ও ঈ

৩০। বিভিন্ন অর্থে শব্দের উত্তর **ই** প্রত্যয় হয়। **ই** কখন কখন প্রসারিত হইয়া **ঈ** হয়। যথা—ঢাকা + ই = ঢাকাই; নেপাল + ঈ = নেপালী।

৩১। 'তাহা আছে ইহার' এই অর্থে **ই** বা **ঈ** প্রত্যয় হয়। যথা, —ভার + ঈ = ভারী। এইরূপ রাগী, দামী, দাগী, ঢাকী, হিসাবী, দরদী, তেজী, বেগুনী, ভাণ্ডারী ইত্যাদি।

৩২। 'তথায় উৎপন্ন' বা 'তথা হইতে আগত' এই অর্থে **ই** বা **ঈ** প্রত্যয় হয়। যথা—'দেশে উৎপন্ন' এই অর্থে দেশ + ঈ = দেশী। এইরূপ—বেনারসী, কাবুলী, মারাঠী, গুজরাটী, জাপানী, কাশ্মীরী ইত্যাদি।

৩৩। 'তাহা দ্বারা নির্মিত' এই অর্থে ই বা ঈ প্রত্যয় হয়। যথা—'রেশম দ্বারা নির্মিত' এই অর্থে রেশম + ই বা ঈ = রেশমি বা রেশমী। এইরূপ—সূতি বা সূতী, পশমি বা পশমী।

৩৪। 'তাহার ভাব, কার্য, ব্যবসায় বা পদ' এই অর্থে ই বা ঈ প্রত্যয় হয়। যথা—'পণ্ডিতের ভাব, কার্য বা পদ' এই অর্থে পণ্ডিত + ই বা ঈ = পণ্ডিতি বা পণ্ডিতী। এইরূপ—মাষ্টারি, দেওয়ানি, চাকরি, মজুরি, জমিদারি, তালুকদারি, মুসলমানি, গোলামি, কবিরাজি, ডাক্তারি ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—অমলা **বেনারসী** শাড়ী পরিয়াছে। মুর্শিদাবাদের **রেশমি** কাপড় বিখ্যাত। লোকটি **মজুরি** করিয়া দিনপাত করিত।

আই

৩৫। 'তাহার ভাব, কর্ম বা সম্বন্ধীয়' এই অর্থে আই প্রত্যয় হয়। যথা—'বড়র ভাব' এই অর্থে বড় + আই = বড়াই। এইরূপ—চোর—চোরাই, বামন—বামনাই, মিঠা—মিঠাই, লম্বা—লম্বাই, খাড়া—খাড়াই, ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—সে ধনের **বড়াই** করে। **চোরাই** মাল রাখা অপরাধ।

গিরি ও পনা

৩৬। 'তাহার ভাব, ব্যবসায় বা ব্যবহার' অর্থে গিরি প্রত্যয় হয়। যথা—'বাবুর ভাব' এই অর্থে বাবু + গিরি = বাবুগিরি। এইরূপ—মুটেগিরি বা মুটিয়াগিরি, দারোগাগিরি, গুণ্ডাগিরি, ডেপুটিগিরি ইত্যাদি।

৩৭। 'তাহার ভাব বা কার্য' অর্থে পনা প্রত্যয় হয়। যথা—'গৃহিণীর কার্য' এই অর্থে গৃহিণী + পনা = গৃহিণীপনা। এইরূপ—গিন্নী-পনা, গুণপনা, টীটপনা (ধৃষ্টের ভাব), দাসীপনা ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—**গুণ্ডাগিরি** তাহার ব্যবসায়। সুজাতার **গৃহিণীপনা** দেখিয়া খুব খুশী হইয়াছি।

আনা

৩৮। 'তাহার অভ্যাস বা স্বভাব' এই অর্থে আনা প্রত্যয় হয়। আনা প্রসারিত হইয়া আনি বা আনী হয়। যথা—'বাবুর স্বভাব' এই অর্থে বাবু + আনা = বাবুয়ানা কিংবা বাবু + আনি = বাবুয়ানি। এইরূপ, সাহেবিয়ানা, হিন্দুয়ানা বা হিন্দুয়ানী, গরীবিয়ানা ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—আশুতোষ **সাহেবিয়ানার** বিরোধী ছিলেন।

ওয়ালা

৩৯। 'তাহার ব্যবসায়' অথবা 'তাহার সম্বন্ধীয়' এই অর্থে ওয়ালা প্রত্যয় হয়। স্ত্রীলিঙ্গে ওয়ালা স্থানে ওয়ালী হয়। যথা—'পাহারা ইহার ব্যবসায়' এই অর্থে পাহারা + ওয়ালা = পাহারাওয়ালা, এইরূপ—কাপড়ওয়ালা, বাড়ীওয়ালা, বাড়ীওয়ালী, গাড়ীওয়ালা, উপরওয়ালা, রিক্সওয়ালা ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—সে **বাড়ীওয়ালার** জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। **দুধওয়ালী** আজ আসে নাই।

আল, আলি ও আমি

৪০। গুণ, সম্বন্ধ, স্বভাব বা সংযোগ বুঝাইলে আল প্রত্যয় হয়। যথা—'বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় ব্যক্তি' এই অর্থে বঙ্গ + আল = বাঙ্গাল। এইরূপ—ধার—ধারাল (ধার রূপ গুণ আছে যাহার) তেজ—তেজাল, দুধ—দুধাল (গাই), জোর—জোরাল, শাঁসা—শাঁসাল, পেঁচ—পেঁচাল, দাঁত—দাঁতাল, জাঁক—জাঁকাল, জমক—জমকাল, বাচ—বাচাল ইত্যাদি।

৪১। 'তাহার ভাব বা স্বভাব' এই অর্থে আলি, আলী ও আমি প্রত্যয় হয়। যথা—'মেয়ের ভাব' এই অর্থে মেয়ে + আলি = মেয়েলি। এইরূপ—'দুষ্টের ভাব এই অর্থে দুষ্ট + আমি = দুষ্টামি। ঠাকুর—ঠাকুরালি বা ঠাকুরালী, চতুর—চতুরালি বা চতুরালী, গৃহস্থ—গৃহস্থালি বা গৃহস্থালী, সোনা—সোনালি বা সোনালী, রূপা—রূপালি বা রূপালী ভণ্ড—ভণ্ডামী, মাতাল – মাতলামি, গুণ্ডা—গুণ্ডামি, ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ—এই **দাঁতাল** হাতীটি আমাদের। ছেলেটা **মেয়েলি** সুরে কথা বলে। লোকটার **ভণ্ডামি** দেখ।

মন্ত ও বন্ত

৪২। 'তাহা দ্বারা যুক্ত' এই অর্থে মন্ত ও বন্ত প্রত্যয় হয়। যথা—'শ্রীদ্বারা যুক্ত' এই অর্থে শ্রী+মন্ত=শ্রীমন্ত। এইরূপ—পদ+মন্ত=পয়মন্ত (ভাগ্যবান্), গুণবন্ত, বুদ্ধিমন্ত, লক্ষ্মীমন্ত, বলবন্ত ইত্যাদি।

প্রয়োগ :— গুণবন্ত বালককে সকলেই ভালবাসে।

অনুশীলনী

১। কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ধাতু ও প্রত্যয় নির্দ্ধারণ কর :—

ভোজন, দর্শনীয়, স্থিতি, সোনা, বাজিয়ে, কান্না, বাছাই, দেনা, জ্ঞান, বক্তব্য, চুরি, উড়ো, ঘাটতি, শ্রোতা, সুপ্ত, বাচ্য, উক্ত, উক্তি, নীত, খাটুনি, ভাজা পাওনা, লড়াই ও ঘাট্‌তি।

৩। শব্দ গঠন করিয়া বাক্য রচনা কর :—

আস্+আন; উড়+অন্ত; শী+অন; চল+অতি; ক্রী+তৃ; নী+অক; বচ+তি; জন্+ত; দা+য; দৃশ+তব্য; শুষ্+ক্ত।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রত্যয় নির্ধারণপূর্বক অর্থ কর :—

মানব, ধারাল, ভিখারী, বৈষ্ণব, গৌরব, বন্য, নীলিমা, সামাজিক, হস্তী, শ্রীমান, একদা, দামী, জমিদার, পশমী, দাঁতাল, বিলাতী ও পৌত্র।

৫। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির পরিবর্তে কৃদন্ত বা তদ্ধিতান্ত পদ ব্যবহার কর :—

পাক করে যে; পড়ে যে; স্মরণের যোগ্য; গাইতে নিপুণ; চলিতেছে যাহা; চৌকি দেয় যে; পিতার ন্যায়; মুচির ব্যবসায়; বধের যোগ্য; বড়র ভাব; পাওয়া যাইবে যাহা; ঘুমাইতেছে যে; ঢাকা যায় যাহা দ্বারা; মাসে বাহির হয় যাহা।

৬। অশুদ্ধি সংশোধন কর :—

(ক) স্ূর্য উদয় হইয়াছে। (খ) তোমার পত্র পাইয়া পরম সন্তোষ হইলাম। (গ) মান্যনীয় ব্যক্তিদিগকে সম্মান করিবে। (ঘ) আলস্যতা সকল দোষের মূল। (ঙ) আপনার সৌজন্যতায় সুখী হইলাম। (চ) আমাদের মধ্যে ঐক্যতার একান্ত অভাব। (ছ) এই গোপন কথাটি কাহাকেও বলিও না। (জ) তাহার কথা গ্রাহ্য যোগ্য নহে। (ঝ) আশুতোষ অতিশয় জ্ঞানমান পুরুষ ছিলেন। (ঞ) সর্ববিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করিবে। (ট) রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠতম কবি। (ঠ) লোকটি অতিশয় ঋণগ্রস্থ। (ড) এই ব্যাপারটি আমার আয়ত্তাধীন নহে। (ঢ) মানী ব্যক্তির মান্য রক্ষা করা উচিত।

চতুর্থ অধ্যায়

বাক্য-প্রকরণ

বাক্যের প্রকারভেদ

১। যে সকল পদের দ্বারা মনের কোনও একটি ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায়, তাহাদের সমষ্টিকে **বাক্য** বলে। যথা,—প্রাতঃকালে সূর্য উঠে।

২। বাক্য প্রধানত তিন প্রকার; যথা—**সরলবাক্য, জটিল** বা **মিশ্র বাক্য** এবং **যৌগিক বাক্য**।

৩। যে বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য (অর্থাৎ কর্তা) এবং একটিমাত্র বিধেয় (অর্থাৎ সমাপিকা ক্রিয়া) থাকে, তাহাকে **সরল বাক্য** বলে। যথা,—ঈশ্বর চন্দ্র মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?'

৪। যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য এবং এক বা একাধিক অপ্রধান বা অধীন খণ্ডবাক্য থাকে, তাহাকে **জটিল** বা **মিশ্র বাক্য** বলে। যথা,—যে বালক মিথ্যা কথা বলে, তাহাকে কেহ বিশ্বাস করে না। এখানে 'যে বালক মিথ্যা কথা বলে' এই অপ্রধান খণ্ড বাক্যটি 'তাহাকে কেহ বিশ্বাস করেনা' এই প্রধান খণ্ডবাক্যের সহিত মিলিত হওয়ায় একটি পূর্ণ বাক্য গঠিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা একটি **জটিল** বা **মিশ্র বাক্য**।

৫। জটিল বাক্যের অন্তর্গত অপ্রধান বাক্যগুলি প্রধান বাক্যের সহিত বিশেষ্য, নাম বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণরূপে অন্বিত হইয়া থাকে। এই অপ্রধান বাক্যগুলিকে **খণ্ডবাক্য** বা **উপাদান বাক্য** বলে।

৬। পরস্পর নিরপেক্ষ বা স্বাধীন দুই বা তাহার অধিক খণ্ড-বাক্যের যোগে যে পূর্ণ বাক্য গঠিত হয়, তাহাকে **যৌগিক বাক্য** বলে। এই বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যগুলি ও, এবং, বা, অধিক, কিংবা নতুবা, কিন্তু, সুতরাং, অতএব প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা পরস্পর যুক্ত হইয়া থাকে। যথা—সূর্য স্থির আছে এবং পৃথিবী উহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। এখানে 'সূর্য স্থির আছে' এই নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যটি 'পৃথিবী উহার চারিদিকে ঘুরিতেছে' এই নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যের সহিত 'এবং' এই অব্যয় দ্বারা যুক্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহা একটি যৌগিক বাক্য।

সরল বাক্য

৬। প্রত্যেক সরল বাক্যের দুইটি অংশ—**উদ্দেশ্য** ও **বিধেয়**। বাক্যে যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কিছু বলা হয়, তাহাকে **উদ্দেশ্য** বলে। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলা হয়, তাহাকে **বিধেয়** বলে। যথা—বায়ু বহিতেছে। এই বাক্যে 'বহিতেছে' কথাটি বায়ুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে ; সুতরাং 'বায়ু' ইহার উদ্দেশ্য। আবার 'বায়ু' এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 'বহিতেছে' এই কথাটি বলা হইয়াছে। সুতরাং 'বহিতেছে' ইহারা বিধেয়। সুতরাং দেখা যায় কর্তাই বাক্যের উদ্দেশ্য এবং সমাপিকা ক্রিয়াই উহার বিধেয়।

৭। উদ্দেশ্য এবং বিধেয় উভয়ই আবার দুই প্রকার—**সরল** ও **সম্প্রসারিত**। উদ্দেশ্য একটিমাত্র পদের দ্বারা গঠিত হইলে উহাকে **সরল উদ্দেশ্য** এবং দুই বা তাহার অধিক সংখ্যক পদের দ্বারা গঠিত হইল উহাকে **সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য** বলে। যথা,—পথিকটি ঘুমাইতেছে—এস্থলে 'পথিকটি' সরল উদ্দেশ্য। ক্লান্ত পথিকটি ঘুমাইতেছে—এখানে 'ক্লান্ত পথিকটি' সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য।

৮। বিধেয় অংশটি একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়াদ্বারা গঠিত হইলে উহাকে **সরল বিধেয়** এবং একাধিক পদের দ্বারা গঠিত হইলে উহাকে **সম্প্রসারিত বিধেয়** বলে। যথা—পথিকটি চলিতেছে—এখানে 'চলিতেছে' সরল বিধেয়। পথিকটি দ্রুতবেগে চলিতেছে—এখানে 'দ্রুতবেগে চলিতেছে' সম্প্রসারিত বিধেয়।

৯। যাহা দ্বারা উদ্দেশ্য অংশ সম্প্রসারিত হয়, তাহাকে **উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক** এবং যাহা দ্বারা বিধেয় অংশ সম্প্রসারিত হয়, তাহাকে **বিধেয়ের সম্প্রসারক** বলে। যথা—ধনী লোকেরা সুখে থাকে—এই বাক্যে 'ধনী' উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক এবং 'সুখে' বিধেয়ের সম্প্রসারক।

১০। নিম্নলিখিতগুলি উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক হইয়া থাকে :—

(ক) বিশেষণ পদ। যথা,—**শীতল** বাতাস বহিতেছে।

(খ) সম্বন্ধ পদ। যথা—**গরুর** দুধ পুষ্টিকর।

(গ) সমকারক বিশেষ্য পদ। যথা,—**মহাকবি** কালিদাস 'শকুন্তলা' রচনা করিয়াছেন।

(ঘ) বিশেষণস্থানীয় পদসমষ্টি। যথা—**টেবিলের উপরের** বইখানা আমার।

১১। নিম্নলিখিতগুলি বিধেয়ের সম্প্রসারকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(ক) ক্রিয়া-বিশেষণ। যথা—সে **জোরে** পড়ে।

(খ) ক্রিয়া-বিশেষণস্থানীয় পদসমষ্টি। যথা—ছেলেটি **মন দিয়া** পড়ে। সীতা **রামের সঙ্গে** বনে গিয়াছিলেন।

(গ) কর্তৃপদ ভিন্ন অন্য কারক পদ। যথা—আমরা **ভাত** খাই। আমরা **চোখ দিয়া** দেখি। **ভিক্ষুকটিকে ভিক্ষা** দাও। **মেঘ হইতে** বৃষ্টি পড়ে। সিংহ **বনে** থাকে।

(ঘ) বিধেয় বিশেষণ বা বিধেয় বিশেষণ স্থানীয় পদসমষ্টি। যথা—ছেলেটি **বুদ্ধিমান** নয়। জন্মভূমি **স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ**।

১২। একই উদ্দেশ্য বা একই বিধেয়ের একাধিক সম্প্রসারক থাকিতে পারে। যথা,—প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল—এই বাক্যে 'একখানি' ও 'যাত্রীর' এই দুইটি উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক এবং 'প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে' 'একদিন' 'মাঘ-মাসের রাত্রিশেষে' ও 'গঙ্গাসাগর হইতে'—এই চারিটি বিধেয়ের সম্প্রসারক।

১৩। কোন কোন বাক্যে উদ্দেশ্য অংশ এবং কোন কোন বাক্যে বিধেয় অংশের সমাপিকা ক্রিয়াটি উহ্য থাকে। যথা—চিঠিখানা পড় (উদ্দেশ্য উহ্য)। ভারত একটি প্রকাণ্ড দেশ (ক্রিয়াপদ উহ্য)।

জটিল বা মশ্র বাক্য

১৪। জটিল বাক্য একটি প্রধান খণ্ডবাক্য এবং এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য লইয়া গঠিত হয়। অপ্রধান খণ্ডবাক্য তিন প্রকার—**বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্য, বিশেষণস্থানীয় খণ্ডবাক্য ও ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য।**

১৫। যে খণ্ডবাক্য বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া প্রধান খণ্ড-বাক্যের অন্তর্গত কোন পদের সহিত অন্বিত হয়, তাহাকে **বিশেষ্য-স্থানীয় খণ্ডবাক্য** বলে।

বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্য সাধারণতঃ 'যে' এই অব্যয় পদের দ্বারা প্রধান খণ্ডবাক্যের সহিত যুক্ত হয়। কিন্তু ইহা কখন কখন উহ্যও থাকিতে পারে। যথা—আমরা জানি যে, **পৃথিবী গোলাকার**—

এস্থলে 'আমরা জানি' প্রধান খণ্ডবাক্য এবং 'পৃথিবী গোলাকার' বিশেষ্য-স্থানীয় খণ্ডবাক্য। ইহা 'জানি' ক্রিয়ার কার্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ—লোকে ভাবিল, **দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন**। লোকে বলে, **যত্ন না করিলে রত্ন মিলে না**। **সে আসিবে কিনা**, আমি বলিতে পারি না। **মধু কোথায় থাকে** জানি না।

১৬। বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্য নিম্নলিখিত রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা :—

(ক) ক্রিয়ার কর্তা। যথা—**যাহা অদৃষ্টে ছিল** ঘটিয়াছে।

(খ) ক্রিয়ার কর্ম। যথা—**তুমি কি চাও** বল।

(গ) অন্য বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সহিত সমকারক। যথা—**সে যে আসিয়াছে** এ সংবাদ সত্য নহে।

১৭। যে খণ্ডবাক্য বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়া প্রধান খণ্ডবাক্যের অন্তর্গত কোন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে, তাহাকে **বিশেষণস্থানীয় খণ্ডবাক্য** বলে। এই খণ্ডবাক্যের প্রথমে যে, যিনি, যাহা, যাহারা প্রভৃতি সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যথা—**যে মিথ্যা কথা বলে**, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে—এই বাক্যে 'যে মিথ্যা কথা বলে' এই খণ্ডবাক্যটি 'তাহাকে' এই সর্বনামটির বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহা বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য। এইরূপ—**যে বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করে**, সে পরিণামে সুখী হইতে পারে। **যাহারা পাপ করে**, তাহারা শাস্তি পায়। **যিনি আমার সাথে আসিয়াছেন**, তিনি আমার বন্ধু। **যে দেশে আমরা বাস করি**, তাহা ভারত নামে পরিচিত।

১৮। যে খণ্ড বাক্য ক্রিয়া-বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া প্রধান খণ্ডবাক্যের ক্রিয়া পদকে বিশেষিত করে, তাহাকে **ক্রিয়াবিশেষণ-**

স্থানীয় খণ্ডবাক্য বলে। এই প্রকার খণ্ড বাক্যের প্রথমে যদি, যদিও যেমন, যেন, যখন, যত, যেখানে, যেহেতু প্রভৃতি অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা—**যখন সূর্য উঠিবে,** তখন আমরা যাত্রা করিব—এখানে 'যখন সূর্য উঠিবে' এই খণ্ড বাক্যটি 'যাত্রা করিব' ক্রিয়াপদকে বিশেষিত করিতেছে। সুতরাং ইহা ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য। এইরূপ, **যদি তুমি আস,** তবে আমি যাইব। **যদিও তিনি খুব বিদ্বান,** তথাপি তাহার অহঙ্কার নাই। **যেখানে বাঘের ভয়,** সেখানে সন্ধ্যা হয়। মন দিয়া পড়, **যেন পরীক্ষায় প্রথম হইতে পার।** আমি **যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি,** ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা করিও। **'যতই করিবে দান,** তত যাবে বেড়ে। **যেমন কর্ম করিবে,** তেমনি ফল পাইবে।

যৌগিক বাক্য

১৯। যৌগিক বাক্য দুই বা তাহার অধিক খণ্ড বাক্যের যোগে গঠিত হয়। যৌগিক বাক্যের খণ্ড বাক্যগুলিকে **নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্য** বলে। নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যগুলি এবং, ও, আর, বা, অথবা, কিংবা, নতুবা, নচেৎ, কিন্তু, সুতরাং, অতএব প্রভৃতি সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা পরস্পর যুক্ত হয়। যথা—ছেলেটি বুদ্ধিমান বটে কিন্তু সে মোটেই পড়াশুনা করে না—এস্থলে 'ছেলেটি বুদ্ধিমান বটে' এবং 'সে মোটেই পড়াশুনা করে না'—এই দুইটি নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্য 'কিন্তু' এই সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত হইয়াছে। এইরূপ আমরা পড়ি ও লিখি। গরুর সিং আছে কিন্তু ঘোড়ার সিং নাই। তুমি নিজে যাও কিংবা তোমার ভাইকে পাঠাও। মন দিয়া পড়, নতুবা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। গোপাল অথবা তাহার ভাই আজ আসিবে। আমার পিতা অসুস্থ ছিলেন, সুতরাং আমি ইস্কুলে আসিতে পারি নাই।

২০। নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যে কখন কখন উদ্দেশ্য এবং কখন কখন বিধেয় অংশ উহ্য থাকে। যথা—সে বুদ্ধিমান কিন্তু (সে) মনোযোগী নহে।

বাক্য-বিশ্লেষণ—(সরল বাক্যের বিশ্লেষণ)

১। বাক্যের বিভিন্ন অংশকে পৃথক্ করিয়া উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ দেখাইয়া দেওয়ার নাম **বাক্য-বিশ্লেষণ**।

২। প্রত্যেক সরল বাক্যকে উদ্দেশ্য ও বিধেয়, এই দুই অংশে ভাগ করা যায়। কোন কোন স্থলে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্প্রসারকও থাকিতে পারে। সুতরাং উদ্দেশ্যকে আবার উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক—এই দুই অংশে ভাগ করা যায়। সেইরূপ বিধেয়কে বিধেয় ও বিধেয়ের সম্প্রসারক, এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। বিধেয়ের সম্প্রসারককে আবার—(১) কর্ম (বিশেষণাদি সহ), (২) সম্পূরক পদ (বিশেষণাদি সহ) এবং (৩) ক্রিয়ার সম্প্রসারক—এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

সরল বাক্যের বিশ্লেষণের উদাহরণ :—

(১) একদা একটি বালক মাঠে গরু চরাইত।

(২) আজ প্রাতঃকালে একটি বৃদ্ধ ভিক্ষুক আমাদের বাড়ীতে আসিয়া ভিক্ষা চাহিল।

(৩) বালকটির অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পাইয়া শিক্ষকগণ বিস্মিত হইলেন।

(৪) মুহ্‌সীন প্রত্যহ রাত্রিকালে ছদ্মবেশে নগরের সকল স্থানে ভ্রমণ করিতেন।

(৫) আলস্য সকল দোষের মূল।

৩। পর পৃষ্ঠায় ঘর আঁকিয়া উল্লিখিত বাক্যগুলির বিশ্লেষণ দেখান হইল।

বাক্য সংখ্যা	উদ্দেশ্য		বিধেয়			
	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক	সমাপিকা ক্রিয়া	কর্ম (বিশেষণাদি সহ)	সম্পূরক (বিশেষণাদি সহ)	ক্রিয়ার সম্প্রসারক
(১)	বালক	একটি	চরাইতেছিল	গরু		(১) একদা (২) মাঠে
(২)	ভিক্ষুক	(১) একটি (২) বৃদ্ধ (৩) আমাদের বাড়ীতে আসিয়া	চাহিল	ভিক্ষা		আজ প্রাতঃকাল
(৩)	শিক্ষকগণ	বালকটির অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পাইয়া	হইলেন		বিস্মিত	
(৪)	আলস্য		হয় (উহ্য)		সকল দোষের মূল	

জটিল বাক্যের বিশ্লেষণ

৪। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জটিল বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য এবং এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য থাকে। এই অপ্রধান খণ্ডবাক্যগুলি প্রধান খণ্ডবাক্যেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইহারা প্রধান খণ্ডবাক্যের সহিত বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণরূপে অন্বিত হইয়া থাকে।

৫। জটিল বাক্যের বিশ্লেষণের নিয়ম :—

(ক) প্রথমে প্রধান খণ্ডবাক্যটি নির্দেশ কর।

(খ) অপ্রধান খণ্ডবাক্যগুলি পৃথক পৃথক নির্দেশ করিয়া উহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রধান খণ্ডবাক্যের কি সম্বন্ধ তাহা নির্দেশ কর।

(গ) প্রধান খণ্ডবাক্য ও অপ্রধান খণ্ডবাক্যগুলির মধ্যে কোন সংযোজক পদ থাকিলে, তাহার উল্লেখ কর।

(ঘ) সর্বশেষে প্রত্যেকটি খণ্ডবাক্য সরল বাক্যের বিশ্লেষণের নিয়ম অনুসারে বিশ্লেষণ কর।

জটিল বাক্যের বিশ্লেষণের উদাহরণ :—

(১) সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল, নববধূ বোবা।

(ক) সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল (প্রধান খণ্ডবাক্য)।

(খ) নববধূ বোবা (বিশেষ্য-স্থানীয় অপ্রধান খণ্ডবাক্য, 'বুঝিল', ক্রিয়ার কর্ম) সংযোজক পদ—যে (উহ্য)।

(২) যে বালক মিথ্যা কথা বলে, তাহাকে কেহই বিশ্বাস করে না।

(ক) তাহাকে কেহই বিশ্বাস করে না (প্রধান খণ্ডবাক্য)।

(খ) যে বালক মিথ্যা কথা বলে (বিশেষণ-স্থানীয় অপ্রধান খণ্ডবাক্য, 'তাহাকে' পদের বিশেষণ)। সংযোজক পদ—যে।

(৩) যখন বৃষ্টি পড়িতেছিল, তখন আমরা ঘরের ভিতরে ছিলাম।

(ক) তখন আমরা ঘরের ভিতরে ছিলাম (প্রধান খণ্ডবাক্য)।

(খ) যখন বৃষ্টি পড়িতেছিল (ক্রিয়া-বিশেষণ-স্থানীয় অপ্রধান খণ্ডবাক্য, 'ছিলাম' ক্রিয়ার বিশেষণ)। সংযোজক পদ—যখন…… তখন।

দ্রষ্টব্য :—উপরের প্রত্যেকটি খণ্ডবাক্য একটি সরল বাক্য। ইহাদিগকে সরল বাক্যের ন্যায় বিশ্লেষণ করিলে তবে ইহাদের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হইবে।

যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ

৬। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দুই বা তাহার অধিক সরল বা জটিল বাক্য অব্যয়ের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যে বৃহত্তর বাক্য গঠন করে, তাহাকে **যৌগিক বাক্য** বলে। সুতরাং জটিল বাক্যের অন্তর্গত খণ্ডবাক্যগুলির কোন কোনটি সরল এবং কোন কোনটি জটিল হইতে পারে।

৭। যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণের নিয়ম এই :—

(ক) প্রত্যেকটি স্বাধীন খণ্ডবাক্য পৃথকভাবে নির্দেশ কর।

(খ) খণ্ডবাক্যের কর্তা বা সমাপিকা ক্রিয়া উহ্য থাকিলে উহাদের উল্লেখ কর।

(গ) যে অব্যয় দ্বারা খণ্ডবাক্যগুলি যুক্ত হইয়াছে, তাহাদের উল্লেখ কর।

(ঘ) কোন খণ্ডবাক্য জটিল বাক্য হইলে জটিল বাক্যের বিশ্লেষণের নিয়ম অনুসারে উহার বিশ্লেষণ কর।

(ঙ) সর্বশেষে প্রত্যেকটি খণ্ডবাক্য সরল বাক্যের বিশ্লেষণের নিয়ম অনুসারে বিশ্লেষণ কর।

যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণের উদাহরণ :—

(১) সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে এবং বুঝিতেছে না।

(ক) সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে (স্বাধীন খণ্ডবাক্য)।

(খ) (সে) ভাবিতেছে (স্বাধীন খণ্ডবাক্য)

(গ) (সে) প্রশ্ন করিতেছে (ঐ)

(ঘ) (সে) বুঝিতেছে না (ঐ)

সংযোজক পদ—এবং

(২) তুমি যে লোকটিকে চাকর নিযুক্ত করিয়াছ, সে সৎ বটে কিন্তু বড় অলস।

(ক) তুমি যে লোকটি……বটে (স্বাধীন খণ্ডবাক্য)—জটিল বাক্য।

(খ) (সে) বড় অলস (স্বাধীন খণ্ডবাক্য—সরল বাক্য) সংযোজক পদ—কিন্তু।

দ্রষ্টব্য :—এখানে (ক) একটি জটিল বাক্য। ইহাকে জটিল বাক্যের ন্যায় বিশ্লেষণ করিতে হইবে। পরে সবগুলি খণ্ডবাক্যকে সরল বাক্যের ন্যায় বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

বাচ্য

১। 'সে ভাত খাইয়াছে', 'তাহার ভাত খাওয়া হইয়াছে'—এই দুইটি বাক্য একই অর্থ প্রকাশ করিতেছে, অথচ একটির কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার আকৃতি হইতে অপরটির কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার আকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং দেখা যায়, কর্তা ও কর্মের বিভক্তির এবং ক্রিয়াপদের

আকারের পরিবর্তন করিয়া একই বাক্য বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রকাশ করা যায়। এই ভঙ্গীর নাম **বাচ্য**।

২। সমাপিকা ক্রিয়ার বাচ্য তিন প্রকার—**কর্তৃবাচ্য**, **কর্মবাচ্য** ও **ভাববাচ্য**। অসমাপিকা ক্রিয়ার বাচ্য নাই।

৩। যে বাচ্যে ক্রিয়াপদটি কর্তার সহিত সাক্ষাৎভাবে অন্বিত হইয়া থাকে, তাহাকে **কর্তৃবাচ্য** বলে। কর্তৃবাচ্যে সাধারণতঃ কর্তায় প্রথমা এবং কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া কর্তৃপদের অনুযায়ী হয়। যথা—সে **ঘুমাইতেছে**। আমি বইখানা **পড়িয়াছি**।

৪। যে বাচ্যে ক্রিয়াপদটি কর্মের সহিত প্রধানভাবে অন্বিত হয়, তাহাকে **কর্মবাচ্য** বলে। কর্মবাচ্যে সাধারণতঃ কর্তায় তৃতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তি এবং কর্মে প্রথমা বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া কর্মের অনুযায়ী হয় অর্থাৎ কর্ম যে পুরুষের, ক্রিয়াপদও সেই পুরুষের হয়। যথা—'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক **রচিত হইয়াছে**। আমার বইখানা **পড়া হইয়াছে**।

(ক) কখন কখন কর্মবাচ্যের কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং কর্তা উহ্য থাকে। যথা—**সুনীলকে** বলা হইয়াছে। **তাহাকে** বরদাস্ত করা হইয়াছে।

(খ) কখন কখন কর্মবাচ্যের কর্তায় দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—**তাহাকে** আজই যাইতে হইবে। **তোমাকে** রোজ আট ঘণ্টা পড়িতে হইবে।

৫। যে বাচ্যে কর্ম থাকে না এবং ক্রিয়ার অর্থই প্রধানভাবে প্রতীত হয়, তাহাকে **ভাববাচ্য** বলে। ভাববাচ্যে ক্রিয়াপদ সকল পুরুষেই একরূপ থাকে এবং কর্তায় প্রায়ই ষষ্ঠী বিভক্তি, কখন কখন

দ্বিতীয়া বিভক্তিও হয়। যথা—তাহার **খাওয়া হইয়াছে**। তোমাকে **খাইতে হইবে**।

৬। উল্লিখিত তিনটি বাচ্য ভিন্ন কর্ম-কর্তৃবাচ্য নামে আরও একটি বাচ্য আছে। যে স্থলে কর্ম কর্তার যত্ন ব্যতীত স্বয়ং নিষ্পন্ন হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তাহাকে **কর্ম-কর্তৃবাচ্য** বলে। এই বাচ্যে ক্রিয়াটির কর্তৃবাচ্যের রূপ হয় কিন্তু উহা কর্মবাচ্যের অর্থই প্রকাশ করে। যথা—তোমাকে রোগা **দেখায়**; আমটি টক্ **লাগে**—এখানে 'তোমাকে' ও 'আমটি' কর্মপদ হইয়াও কর্তার ন্যায় কাজ করিতেছে। এইরূপ—আকাশে মেঘ **করিয়াছে**। বাঁশ **ভাঙ্গে**। বইখানি বেশ **কাটিতেছে**। কথাটা ভাল **শোনায়** না। এ জামাটি তোমাকে বেশ **মানায়**।

৭। এক বাচ্যের বাক্যকে অন্য বাচ্যে পরিবর্তন করার নাম **বাচ্য পরিবর্তন**। ক্রিয়াটি সকর্মক হইলে কর্তৃবাচ্যকে কর্মবাচ্যে এবং অকর্মক হইলে কর্তৃবাচ্যকে ভাববাচ্যে পরিবর্তিত করা যায়। আবার কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য উভয়কেই কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তিত করা যায়। যথা :—

(১) কর্তৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্যে পরিবর্তন

৮। কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত করিতে হইলে কর্তায় তৃতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তি এবং কর্মে প্রথমা বিভক্তির ব্যবহার করিতে হয়। কর্মপদ যে পুরুষের ক্রিয়াও সেই পুরুষের হয়। মূল ক্রিয়াপদটি বাংলা ধাতুর বেলায় 'আ'—প্রত্যয়ান্ত এবং তৎসম ধাতুর বেলায় 'ক্ত' (ত) প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষণে পরিণত হয় এবং উহার পরে 'হ' ধাতু মূল ক্রিয়ার কাল-অনুযায়ী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কখন কখন 'হ' ধাতুর স্থানে 'যা', 'পড়্', বা 'আছ' ধাতুরও প্রয়োগ হয়। যথা,—

কর্তৃবাচ্য—আমি 'বিষাদসিন্ধু' পড়িয়াছি।
কর্মবাচ্য—আমার (বা আমার দ্বারা) 'বিষাদ সিন্ধু' পড়া হইয়াছে।

কর্তৃবাচ্য—শাহ্ জাহান তাজমহল নির্মাণ করেন।
কর্মবাচ্য—শাহ্জাহান কর্তৃক (বা শাহ্জাহানের দ্বারা) তাজমহল নির্মিত হয়।

কর্তৃবাচ্য—আমি চন্দ্র দেখিতেছি।
কর্মবাচ্য—আমা (কর্তৃক বা আমার দ্বারা) চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে।

কর্তৃবাচ্য—পুলিশ চোর ধরিয়াছে।
কর্মবাচ্য—পুলিশের দ্বারা চোর ধৃত হইয়াছে।

কর্তৃবাচ্য—আমি তাহাকে একথা বলিয়াছিলাম।
কর্মবাচ্য—আমার দ্বারা তাহাকে একথা বলা হইয়াছিল।

টীকা—দ্বিকর্মক ক্রিয়ার কর্মবাচ্যে গৌণ কর্মটির কোন পরিবর্তন হয় না, মূল্য কর্মটির প্রথমা বিভক্তি হয় এবং তদনুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হয়।

(২) কর্মবাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন

৯। কর্মবাচ্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তিত করিতে হইলে কর্মে দ্বিতীয়া ও কর্তায় প্রথমা বিভক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। কর্তা যে পুরুষের ক্রিয়াও সেই পুরুষের হইবে। যথা—

কর্মবাচ্য—আমার গান শোনা হইয়াছে।
কর্তৃবাচ্য—আমি গান শুনিয়াছি।

কর্মবাচ্য—আমাকে চিঠি লিখিতে হইবে।
কর্তৃবাচ্য—আমি চিঠি লিখিব।

কর্মবাচ্য—রাজ্যটি কাঁহার দ্বারা শাসিত হয় ?
কর্তৃবাচ্য—কে রাজ্যটি শাসন করেন ?

(৩) কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে পরিবর্তন

১০। কর্তৃবাচ্যকে ভাববাচ্যে পরিবর্তন করিতে হইলে কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তির (কখন কখন দ্বিতীয়া বিভক্তির) ব্যবহার করিতে হয়। মূল ক্রিয়া পদটি অ-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যে পরিণত হয় এবং পরে 'হ' ধাতু মূল ক্রিয়ার কাল-অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়। যথা,—

কর্তৃবাচ্য—তিনি আজ যাইবেন।
ভাববাচ্য—তাঁহার আজ যাওয়া হইবে।

কর্তৃবাচ্য—সে শুইয়াছে।
ভাববাচ্য—তাহার শোয়া হইয়াছে।

কর্তৃবাচ্য—সে সেখানে যাইবে।
ভাববাচ্য—তাহাকে সেখানে যাইতে হইবে।

(৪) ভাববাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন

১১। ভাববাচ্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন করিতে হইলে, উপরে বর্ণিত পদ্ধতির বিপরীত কার্য করিতে হইবে। যথা,—

ভাববাচ্য—তাহার আসা হয় নাই।
কর্তৃবাচ্য—সে আসে নাই।

ভাববাচ্য—আপনার থাকা হয় কোথায় ?
কর্তৃবাচ্য—আপনি থাকেন কোথায় ?

অনুশীলনী

১। বাক্য কয় প্রকার এবং কি কি? উদাহরণ সহ উহাদের সংজ্ঞা লিখ।

২। জটিল ও যৌগিক বাক্যে পার্থক্য কি? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৩। উদ্দেশ্য ও বিধেয় কাহাকে বলে? বিধেয়কে কি কি উপায়ে সম্প্রসারিত করা যায়? 'তিনি বেড়াইতেছিলেন' এই বাক্যের বিধেয় অংশটি যত প্রকারে সম্ভব সম্প্রসারিত কর।

৪। বাক্য-বিশ্লেষণ কাহাকে বলে? নিম্নলিখিত সরল বাক্যগুলির বিশ্লেষণ কর :—

গ্রীষ্মকালে সূর্যের কিরণ অত্যন্ত প্রখর হয়। স্ত্রীলোকটির দুরবস্থা দর্শন করিয়া তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। গত রাত্রে আমি একটি ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি। এই যুগে সমস্ত পৃথিবীতে য়ুরোপ শিক্ষকতার ভার পেয়েছে।

৫। নিম্নলিখিত জটিল ও যৌগিক বাক্যগুলির বিশ্লেষণ কর :—

দ্রুত চল, নতুবা গাড়ী ধরিতে পারিবে না। আইন বলে যে, অপরাধী সন্দেহের সুযোগ পাইবে। আমাদের দলের মধ্যে এমন একজন ছিল, যে গান গাইতে জানিত। পৃথিবীতে বহু লোক বিজ্ঞের ন্যায় কথা বলে, কিন্তু নির্বোধের ন্যায় কাজ করে। সে খায় আর ঘুমায়, আর কিছুই করে না। যে নদীটি আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়া বহিতেছে, উহাই কর্ণফুলী। আমি যেখানেই যাই, কুকুরটি সেখানেই যায়।

৬। বাচ্য কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক বাচ্যের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৭। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির বাচ্য পরিবর্তন কর :—

আমি সিংহ দেখিয়াছি। সে আজ ভাত খাইবে না। এই প্রস্তাবটি সকলের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। আমার ইতিহাস পড়া হইয়াছে। তাহার যাওয়া হইল না। আমি এই সংবাদটি শ্রবণ করিয়াছিলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। শত্রুসেনা মেবার অধিকার করিল। সে কি আসিয়াছে?
